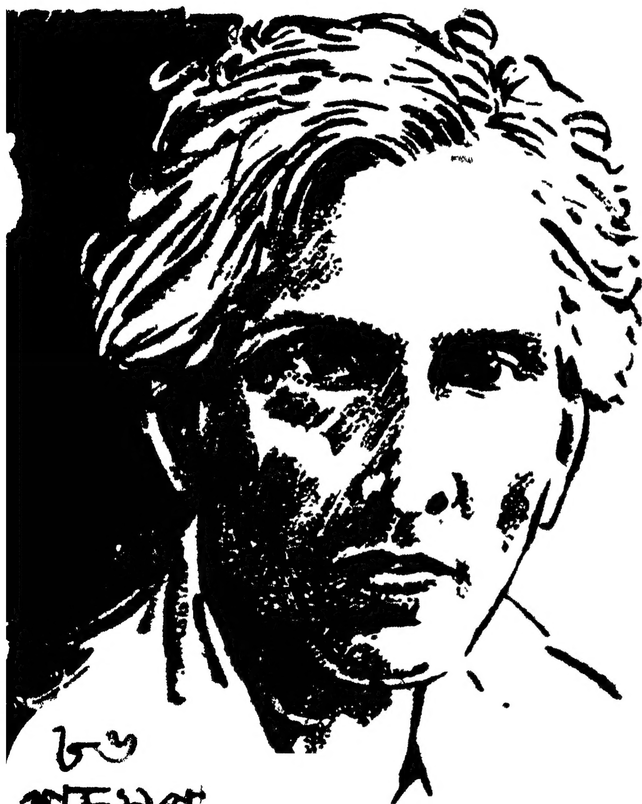
শরৎচন্দ্রের পত্রাবলী



ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

শরৎ চন্দ্রের পত্রাবলী

সাহিত্য-রসিক

শ্রীযুত রামকমল সিংহ

প্রিয়বরেষু

শরৎ চন্দ্রের পত্রাবলী

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
সঙ্কলিত

বুকল্যাণ্ড লিমিটেড
পুস্তকবিক্রেতা ও প্রকাশক
১, শঙ্কর ঘোষ লেন, কলিকাতা

প্রকাশক :
শ্রীজানকীনাথ বসু, এম. এ
বুকল্যাণ্ড লিমিটেড
১, শঙ্কর ঘোষ লেন, কলিকাতা

প্রচ্ছদপট পরিকল্পনা :
শ্রীশৈল চক্রবর্ত্তী

প্রথম সংস্করণ—ফাল্গুন ১৩৫৪
মূল্য—তিন টাকা

মুদ্রাকর :
শ্রীরামকৃষ্ণ পান
লক্ষ্মী সরস্বতী প্রেস
২০৯, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

নিবেদন

আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবান্ধবকে লিখিত শরৎ চন্দ্রের পত্রগুলির সংখ্যা নিতান্ত কম নহে। তাঁহার জীবনচরিত রচনার পক্ষে এগুলির ব্যবহার অপরিহার্য্য। একার চেষ্টায় এই পত্র-সংগ্রহ যতটুকু করা সম্ভব তাহার ত্রুটি করি নাই। কিন্তু এখনও অনেকের নিকট শরৎ চন্দ্রের অপ্রকাশিত পত্রাবলী রহিয়াছে; তাঁহারা যদি ঔদার্য্যবশে সেগুলির প্রতিলিপি দিয়া আমাকে সাহায্য করেন, তবেই অদূর ভবিষ্যতে 'শরৎ চন্দ্রের পত্রাবলী'র একটি পূর্ণাঙ্গ সংস্করণ প্রকাশ করা সম্ভব হইতে পারে।

এই পুস্তকের ১৫৭—৮৬ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত পত্রগুলি শেষ মুহূর্ত্তে হস্তগত হওয়ায় যথাস্থানে সন্নিবিষ্ট করা সম্ভব হয় নাই। কাজী আবদুল ওদুদ ও শ্রীযুক্ত উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় তাঁহাদিগকে লিখিত পত্রগুলি ইচ্ছামত ব্যবহার করিবার অনুমতি দিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথকে লিখিত পাঁচখানি পত্রের মধ্যে চারিখানি শান্তিনিকেতন রবীন্দ্র-ভবনের কর্ত্তৃপক্ষের ও চতুর্থ পত্রখানি শ্রীযুক্ত অনাদিকুমার দস্তিদারের সৌজন্যে প্রাপ্ত। শ্রীযুক্ত কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে লিখিত পত্রগুলি সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন—শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত দাস। চারু বন্দ্যোপাধ্যায়কে লিখিত পত্র তিনখানি দিয়াছেন তাঁহার পুত্র শ্রীবনক বন্দ্যোপাধ্যায়। ইঁহারা সকলেই আমার কৃতজ্ঞতা অর্জন করিয়াছেন।

যথেষ্ট সাবধানতা সত্ত্বেও পুস্তকে দু একটি মুদ্রাকর প্রমাদ রহিয়া গিয়াছে; ২৪ পৃষ্ঠার শেষ পংক্তিতে "কিসয় শুমধুই" কথাগুলি "সময় কি শুধুই", এবং ১০২ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত পত্রখানির তারিখ "আষাঢ়" স্থলে "ভাদ্র" পড়িতে হইবে।

৭৫ ইন্দ্র বিশ্বাস রোড, বেলগাছিয়া
কলিকাতা, ১ ফাল্গুন ১৩৫৪।

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

সূচী

সংক্ষিপ্ত ঘটনাপঞ্জী

ইং **১৮৭৬—৯২ :** ১৫ সেপ্টেম্বর—হুগলী, দেবানন্দপুর গ্রামে জন্ম; পিতা—মতিলাল চট্টোপাধ্যায়। ভাগলপুরে মাতুলালয়ে কৈশোর যাপন।

১৮৯৩ : হুগলীতে আগমন ও স্থানীয় ব্রাঞ্চ স্কুলে বিদ্যাশিক্ষা।* পঠদ্দশায়, ১৭ বৎসর বয়সে, গল্প-উপন্যাস রচনায় হস্তক্ষেপ। "কোরেল" (পরে পরিবর্ত্তিত আকারে "ছবি") গল্প রচনার আরম্ভ-কাল—২৯ আগষ্ট ১৮৯৩; সমাপ্তি-কাল—৩ আগষ্ট ১৯০০।

১৮৯৪—৯৯ : পুনরায় ভাগলপুরে মাতুলালয়ে গমন ও স্থানীয় টি. এন. জুবিলী কলিজিয়েট স্কুল হইতে, ১৮ বৎসর বয়সে, প্রবেশিকা পরীক্ষা দান; পরীক্ষায় ২য় বিভাগে সাফল্য লাভ।* ভাগলপুরে সাহিত্য-সভার সৃষ্টি ও নেতৃত্ব; সভার মুখপত্র—হস্তলিখিত মাসিক-পত্র 'ছায়া'। প্রথম যুগের গল্প-উপন্যাস—'অভিমান' (অপ্রকাশিত), 'বড়দিদি', 'চন্দ্রনাথ', 'দেবদাস', 'শুভদা', প্রভৃতি। মাতৃবিয়োগ। টি. এন. জুবিলী কলেজে এফ-এ পড়ায় ইস্তফা। উকীল রাজা শিবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্র কুমার সতীশচন্দ্রের প্রতিষ্ঠিত আদমপুর ক্লাবের উৎসাহী সভ্য। মৃণালিনী, 'বিল্বমঙ্গলে'র চিন্তামণি ও জনার ভূমিকা অভিনয় দ্বারা ক্লাবের নাট্য-বিভাগের সুনাম বর্দ্ধন।

১৯০০ : নিরুদ্দেশ। সন্ন্যাসি-বেশে দেশ ভ্রমণ।

---

* হুগলী ব্রাঞ্চ স্কুলে শরৎ চন্দ্রের সহপাঠী শ্রীযুক্ত হৃষীকেশ মজুমদার জানাইয়াছেন, "শরৎ চন্দ্র ১৮৯৩ সনে, এবং ১৮৯৪ সনের প্রথমাংশে, ব্রাঞ্চ স্কুলের ২য়, ও ১ম শ্রেণীতে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। ১৮৯৪ সনেই তিনি ভাগলপুর টি. এন. জুবিলী কলিজিয়েট স্কুলে ভর্ত্তি হন। তখন ডিসেম্বর মাসে এন্‌ট্রান্স পরীক্ষা হইত ও পরবর্ত্তী ফেব্রুয়ারি মাসে পরীক্ষার ফল বাহির হইত।"

১৯০২ঃ মজঃফরপুরে অবস্থিতি ও প্রমথনাথ ভট্টাচার্য্যের (পরে "ভারতবর্ষে'র অন্যতম উদ্যোক্তা) সাহত্ বন্ধুত্ব।

১৯০৩ঃ পিতৃবিয়োগ। চাকরির সন্ধানে সম্পর্কীয় মাতুল লালমোহন গঙ্গোপাধ্যায়ের কলিকাতা, ভবানীপুরের বাসায় আগমন। মাঘ (১৩০৯) মাসে কুন্তলীন-পুবস্কার-প্রতিযোগিতায় বেনামীতে গল্প প্রেরণ ও অব্যবহিত পরে ভাগ্যান্বেষণে গোপনে ব্রহ্মদেশ যাত্রা। মুদ্রিত প্রথম রচনা—'কুন্তলীন পুরস্কার ১৩০৯ সন' পুস্তকে প্রকাশিত ১ম পুরস্কার প্রাপ্ত গল্প "মন্দির"।

১৯০৭ঃ 'ভাবতী' পত্রিকায় (বৈশাখ-আষাঢ় ১৩১৪) প্রাথমিক রচনা "বড়দিদি" উপন্যাস প্রকাশ,—মাসিকপত্রের পৃষ্ঠায় মুদ্রিত প্রথম রচনা।

১৯১২ঃ রেঙ্গুনে ডেপুটি একাউন্‌টাণ্ট-জেনারেলের আপিসে কার্য্যকালে, সম্পর্কীয় মাতুল উপেন্দ্রনাথের মধ্যস্থতায়, ফণীন্দ্রনাথ পাল-সম্পাদিত 'যমুনা' পত্রে লিখিবার সঙ্কল্প। 'যমুনা'র পৃষ্ঠায় প্রকাশিত প্রথম রচনা—"বোঝা" নামে অপরিণত বয়সের গল্প। অক্টোবর-ডিসেম্বর—অল্প দিনের জন্য রেঙ্গুন হইতে কলিকাতায় আগমন।

১৯১৩ঃ 'সাহিত্যে' প্রাথমিক রচনা "বাল্য-স্মৃতি" ও "কাশীনাথ," এবং 'যমুনা'য় নূতন রচনা "রামের সুমতি", "পথ-নির্দ্দেশ" ও "বিন্দুর ছেলে" গল্প প্রকাশ।

সেপ্টেম্বর—প্রথম পুস্তক 'বড়দিদি' 'যমুনা'-সম্পাদক কর্তৃক প্রকাশ।

ডিসেম্বর—'ভারতবর্ষে' প্রকাশিত প্রথম রচনা "বিরাজ বৌ"।

১৯১৪ঃ মে—দ্বিতীয় পুস্তক 'বিরাজ বৌ' গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স কর্ত্তৃক প্রকাশ।

জুন—আষাঢ় (১৩২১) সংখ্যা 'যমুনা'য় মুদ্রিত বিজ্ঞপ্তিঃ—"যমুনার পাঠকগণ বোধ হয় শুনিয়া সুখী হইবেন যে, সুপ্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক ও

গল্পলেখক শ্রীযুক্ত শরৎ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বর্ত্তমান মাস হইতে যমুনার সম্পাদন-কার্য্যে যোগদান করিলেন।” পরবর্ত্তী শ্রাবণ-সংখ্যা 'যমুনা'য় অন্যতর সম্পাদক-রূপে নাম প্রকাশ।

জুলাই—'বিন্দুর ছেলে ও অন্যান্য গল্প' পুস্তক প্রকাশ।

ডিসেম্বর—অল্প দিনের জন্য রেঙ্গুন হইতে কলিকাতা আগমন।

১৯১৫ : 'যমুনা'র সহিত অসহযোগ। 'ভারতবর্ষে'র নিয়মিত লেখক।

১৯১৬ : 'ভারতবর্ষে'র অন্যতর স্বত্বাধিকারী শ্রীহরিদাস চট্টোপাধ্যায়ের পত্রে মাসিক এক শত টাকা আয়ের প্রতিশ্রুতি পাইয়া, এক বৎসরের ছুটিতে চিকিৎসার জন্য কলিকাতা আগমন।

বাজে শিবপুরে অবস্থিতি। কিছু দিন পরে—বিশেষ করিয়া ১৯২১-২২ সনে কংগ্রেসের কর্ম্মে উৎসাহের সহিত যোগদান।

১৯২৩ : কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয় হইতে "জগত্তারিণী সুবর্ণপদক" প্রাপ্তি।

১৯২৫ : ১০-১১ এপ্রিল—ঢাকা, মুন্সীগঞ্জে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনে সাহিত্য-শাখার সভাপতি।

হাবড়া জেলার অন্তর্গত বর্ত্তমান পানিত্রাস গ্রামে, রূপনারায়ণের তীরে, পল্লী-আবাস রচনা।

১৯২৮ : সেপ্টেম্বর—৫৩তম বাৎসরিক জন্মদিন উপলক্ষে ইউনিভার্সিটি ইন্‌ষ্টিটিউটে দেশবাসীর নিকট অভিনন্দন লাভ।

১৯৩৪ : জুলাই—বঙ্গীয়-সাহিত্য পরিষদের "বিশিষ্ট সদস্য" নির্ব্বাচিত। কলিকাতা অশ্বিনী দত্ত রোডে নবনির্ম্মিত গৃহে প্রবেশ।

১৯৩৬ : ঢাকা-বিশ্ববিদ্যালয় হইতে "ডি. লিট্" বা সাহিত্যাচার্য্য উপাধি লাভ।

১৯৩৮ : ১৬ জানুয়ারি— কলিকাতা পার্ক নার্সিং হোমে মৃত্যু।

গ্রন্থাবলীর কালানুক্রমিক তালিকা

১।	বড়দিদি	১৩২০ সাল	৩০ সেপ্টেম্বর ১৯১৩
২।	বিরাজ বৌ	বৈশাখ ১৩২১	২ মে ১৯১৪
৩।	বিন্দুর ছেলে	শ্রাবণ ১৩২১	৩ জুলাই ১৯১৪
৪।	পরিণীতা	?	১০ আগষ্ট ১৯১৪
৫।	পণ্ডিত মশাই	১৩২১ সাল	১৫ সেপ্টেম্বর ১৯১৪
৬।	মেজদিদি	অগ্রহায়ণ ১৩২২	১২ ডিসেম্বর ১৯১৫
৭।	পল্লী-সমাজ	মাঘ ১৩২২	১৫ জানুয়ারি ১৯১৬
৮।	চন্দ্রনাথ	?	১২ মার্চ ১৯১৬
৯।	বৈকুণ্ঠের উইল	১৩২৩ সাল	৫ জুন ১৯১৬
১০।	অরক্ষণীয়া	কার্ত্তিক ১৩২৩	২০ নবেম্বর ১৯১৬
১১।	শ্রীকান্ত, ১ম পর্ব্ব	মাঘ ১৩২৩	১২ ফেব্রুয়ারি ১৯১৭
১২।	দেবদাস	আষাঢ় ১৩২৪	৩০ জুন ১৯১৭
১৩।	নিষ্কৃতি	?	১ জুলাই ১৯১৭
১৪।	কাশীনাথ	ভাদ্র ১৩২৪	১ সেপ্টেম্বর ১৯১৭
১৫।	চরিত্রহীন	কার্ত্তিক ১৩২৪	১১ নবেম্বর ১৯১৭
১৬।	স্বামী	ফাল্গুন ১৩২৪	১৮ ফেব্রুয়ারি ১৯১৮
১৭।	দত্তা	ভাদ্র ১৩২৫	২ সেপ্টেম্বর ১৯১৮
১৮।	শ্রীকান্ত, ২য় পর্ব্ব	ভাদ্র ১৩২৫	২৪ সেপ্টেম্বর ১৯১৮
১৯।	ছবি	মাঘ ১৩২৬	১৬ জানুয়ারি ১৯২০
২০।	গৃহদাহ	ফাল্গুন ১৩২৬	২০ মার্চ ১৯২০
২১।	বামুনের মেয়ে	আশ্বিন ১৩২৭	অক্টোবর ১৯২০
২২।	দেনা-পাওনা	ভাদ্র ১৩৩০	১৪ আগষ্ট ১৯২৩

২৩। নারীর মূল্য .... চৈত্র ১৩৩০ ... ১৮ মার্চ ১৯২৪
২৪। নব-বিধান .... আশ্বিন ১৩৩১ অক্টোবর ১৯২৪
২৫। হরিলক্ষ্মী .... চৈত্র ১৩৩২ ... ১৩ মার্চ ১৯২৬
২৬। পথের দাবী ... ভাদ্র ১৩৩৩ .... ৩১ আগষ্ট ১৯২৬
২৭। শ্রীকান্ত, ৩য় পর্ব্ব .... চৈত্র ১৩৩৩ .... ১৮ এপ্রিল ১৯২৭
২৮। ষোড়শী ... শ্রাবণ ১৩৩৪ .... ১৩ আগষ্ট ১৯২৭
২৯। রমা ... শ্রাবণ ১৩৩৫ ... ৪ আগষ্ট ১৯২৮
৩০। সত্যাশ্রয়ী (ভাষণ) .... ২৪ মার্চ ১৯২৯
৩১। তরুণের বিদ্রোহ .... ? .... ১৮ এপ্রিল ১৯২৯
৩২। শেষ প্রশ্ন .... বৈশাখ ১৩৩৮ ২ মে ১৯৩১
৩৩। স্বদেশ ও সাহিত্য .... ভাদ্র ১৩৩৯ ... আগষ্ট ১৩৩২
৩৪। শ্রীকান্ত, ৪র্থ পর্ব্ব .... ফাল্গুন ১৩৩৯ ১৩ মার্চ ১৯৩৩
৩৫। অনুরাধা-সতী
ও পরেশ .... ফাল্গুন ১৩৪০ ১৮ মার্চ ১৯৩৪
৩৬। বিরাজ বৌ (নাটক) শ্রাবণ ১৩৪১.... ১৮ আগষ্ট ১৯৩৪
৩৭। বিজয়া .... পৌষ ১৩৪১.... ২৪ ডিসেম্বর ১৯৩৪
৩৮। বিপ্রদাস .... মাঘ ১৩৪১ .... ১ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৫
৩৯। শরৎ চন্দ্র ও ছাত্রসমাজ চৈত্র ১৩৪৪ .... এপ্রিল ১৯৩৭
৪০। ছেলেবেলার গল্প .... বৈশাখ ১৩৪৫ এপ্রিল ১৯৩৮
৪১। শুভদা .... জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৫ ৫ জুন ১৯৩৮
৪২। শেষের পরিচয় .... আষাঢ় ১৩৪৬ ৭ জুন ১৯৩৯

রেঙ্গুনের পত্র

শরৎ চন্দ্রের সম্পর্কীয় মাতুল ও বন্ধু শ্রীউপেন্দ্রনাথ* গঙ্গোপাধ্যায় এবং 'ভারতবর্ষে'র স্বত্বাধিকারী শ্রীহরিদাস চট্টোপাধ্যায় রেঙ্গুন হইতে লিখিত শরৎ চন্দ্রের মূল পত্রগুলি দেখিতে ও ইচ্ছামত ব্যবহার করিতে দিয়াছেন; শ্রীশোভনলাল গঙ্গোপাধ্যায় তদীয় পিতা মণিলাল গঙ্গো-পাধ্যায়কে লিখিত শরৎ চন্দ্রের পত্রখানির প্রতিলিপি পাঠাইয়াছেন। এজন্য তাঁহাদের সকলের নিকট আমি কৃতজ্ঞ। ফণীন্দ্রনাথকে লিখিত পত্রগুলি (শেষের দুইখানি ছাড়া) 'যমুনা' (বৈশাখ-ভাদ্র ১৩৪৪) হইতে, প্রমথনাথ ভট্টাচার্য্যকে লিখিত পত্র চারিখানি শ্রীনরেন্দ্র দেব-সম্পাদিত 'পাঠশালা' (কার্ত্তিক ১৩৪৫) হইতে এবং শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়কে লিখিত পত্রখানি পূজা-বার্ষিকী 'আকাশ-দীপ' হইতে গৃহীত।

শরৎচন্দ্রের পত্রাবলী

[শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়কে লিখিত]

10. 1. 13
D. A. G's Office. Rn.

প্রিয় উপীন,—তোমার পত্র পেয়ে দুর্ভাবনা গেল। দু'দিন পূর্ব্বে ফণীন্দ্রের পত্র ও চরিত্রহীন পেয়েছি। তোমাদের ওপরে বেশি দিন রাগ ক'রে থাকা সম্ভব নয়, তাই এখন আর রাগ নেই, কিন্তু কিছু দিন পূর্ব্বে সত্যাই অনেকটা রাগ ও দুঃখ হয়েছিল। আমি কেবলি আশ্চর্য্য হয়ে ভাবতাম এরা করে কি? একখানা চিঠিও যখন দেয় না, তখন নিশ্চয়ই এদের মতিগতি বদলে গেছে। তোমাকে একটা কথা ব'লে রাখি উপীন, আমার এই একটা ভারী বদ্ স্বভাব আছে যে একটুতেই মনে করি লোকে যা করে তা ইচ্ছে ক'রেই করে। ইচ্ছা না ক'রেও যে কেউ কেউ অভ্যাসের দোষে আর এক রকম করে, আমার নিজের সম্বন্ধে সে কথা মনে থাকে না। Sensitive ব'লে একটা কথা যে আছে আমার সেটা অপর্য্যাপ্ত রকম বেশি। সুরেনকে আজ হপ্তা দুই একখানা চিঠি দিয়েছিলাম আজ পর্য্যন্ত তার জবাব পেলাম না। এরা কেনই বা লেখে কেনই বা লেখা বন্ধ করে। তুমি 'কাশীনাথ' সমাজপতিকে দিয়ে ভাল কর নি। ওটা 'বোঝা'র জুড়ি, ছেলেবেলার হাত-পাকানর গল্প। ছাপান ত দূরের কথা, লোককে দেখানও উচিত নয়। আমার সম্পূর্ণ অনিচ্ছা যেন না ছাপা হয়। আর আমার নামটা মাটি কোরো না, একা 'বোঝা'ই যথেষ্ট হয়েছে।

আমি যমুনার প্রতি স্নেহহীন নই। সাধ্যমত সাহায্য করব, তবে ছোটো গল্প লিখতে আর ইচ্ছে হয় না—ওটা তোমরা পাঁচ জনেই কর। প্রবন্ধ লিখব—এবং পাঠাবও। চরিত্রহীন কবে সম্পূর্ণ হবে বলতে পারি না। প্রায় অর্দ্ধেকটা হয়েছে মাত্র। হ'লেও যে সমাজপতির কাছেই পাঠিয়ে দেব তাও বলা ঠিক হয় না। এক তুমি যদি কলিকাতায় থাকিতে, তোমার কাছে পাঠাতাম। ইতিমধ্যে তুমি সমাজপতিকে লিখে দিয়ো 'কাশীনাথ' যেন প্রকাশ না করে। যদি করে ত আমি লজ্জায় বাঁচব না। তুমি দু'একটা গল্প লিখতে বলেচ এবং পাঠাতেও লিখেচ, যদি লিখিই কাকে পাঠাব? তোমাকে না ফণিকে?... গিরীন তখন ছোটো ছিল, যখন আমি সংসারের বাইরে চ'লে আসি। এত বৎসরের পরে আমাকে বোধ করি তার মনেও নেই। উপীন, আর একটা কথা বলি তোমাকে—এক দিন তার একখানা বই কিনতে চাই—তুমি নিষেধ ক'রে বলো যে শুনলে সে দুঃখ করবে। আজ পর্য্যন্ত আমি সেই কথা মনে করেই কিনি নি। একখানা স্পষ্ট ক'রে চেয়েও ছিলাম—অথচ, সে পাঠালে না। ছেলেবেলায় তার অনেক চেষ্টা সংশোধন ক'রে দিয়েচি—আমি লিখতাম ব'লেই তারাও লিখতে সুরু করে। ও বাড়ীর মধ্যে আমিই বোধ করি প্রথমে ওদিকে নজর দিই। তার পরে ওরা চাঁচল থেকে হাতে লিখে মাসিক পত্র বার করত। আজ সে আমাকে একখানা পড়তেও দিলে না! সে হয়ত মনে করে, আমার মত নির্ব্বোধ মূর্খ লোকে তার লেখা বুঝতেও পারে না। যাক্, এজন্য দুঃখ করা নিস্ফল। সংসারের গতিই বোধ করি এই। আমার শরীর আজকাল ভাল। আমাশা সেরেচে। আজকাল পড়াটা প্রায় বন্ধ করেচি। আমার অসমাপ্ত মহাশ্বেতা (*oil painting*) আবার সমাপ্ত হবার দিকে ধীরে ধীরে এগোচ্চে।

তোমার সেই বড় উপন্যাস লেখার মতলব এখনো আছে ত? যদি না থাকে ত ভারী খারাপ। ওকালতিও করা চাই এটাকেও ছাড়া চাই না।

আমার কলিকাতা যাওয়া—(এদেশ ছেড়ে) বোধ করি হয়ে উঠবে না। শরীরও টিকবে না বুঝচি কিন্তু না টিকাও বরং ভাল, কিন্তু ওখানে যাওয়া ঠিক নয় এই রকমই মনে হচ্চে। আমার ফাউনটেন পেন্ তোমার হাতে অক্ষয় হোক্—ও কলমটা অনেক জিনিসই লিখেচে—খাটিয়ে নিলে আরও লিখবে।

আজ এই পর্য্যন্ত। যদি 'চন্দ্রনাথ' পাঠান সম্ভব হয় এবং সুরেনের যদি অমত না থাকে, তা হ'লে যা সাধ্য সংশোধন ক'রে ফণিকে পাঠাব। চিঠির জবাব দিয়ো।—শরৎ

14, Lower Pozoungdoung Street
Rangoon, 26. 4. 13

শ্রীচরণেষু,—তোমার চিঠি পাইয়া যতটা আশ্চর্য্য হইয়াছি তাহার শতগুণ ব্যথিত হইয়াছি। তুমি আমাকে দ্বেষ কবিবে, এই কথাটা যদি আমি নিজেও বলি, তাহা হইলেও কি তুমি বিশ্বাস করিবে? আমার কলিকাতার স্মৃতি এখনও মনের মধ্যে জাজ্বল্যমান আছে—আমি অনেক কথাই ভুলি বটে, কিন্তু এসব কথা এত শীঘ্র ত নয়ই, বোধ করি কোন দিনই ভুলি না। যাই হৌক, এ লইয়া আমি জবাবদিহি করিব না। আমি বেশ জানি একবার যদি তুমি নিভৃতে আমার মুখ এবং আমার কথা মনে করিয়া দেখ, তখনই বুঝিতে পারিবে—আমাকে তুমি বিদ্বেষ করিবে এ কথা আমার মুখ দিয়া বাহির হইবে না। এ কথা আমি ত উপীন, কল্পনা করিতেও পারি

না। তবে, এই বলি তোমার যা ইচ্ছা আমার সম্বন্ধে মনে করিতে পার, আমি তোমাকে আমার তেমনি মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী সুহৃৎ আত্মীয় এবং সম্পর্কে মান্য ব্যক্তি বলিয়া মনে করিব এবং ইহা চিরদিনই করিয়াছি। তোমাদের আপোষের মধ্যে কলহ বিবাদ হইতে পারে, তাই বলিয়া আমি কি তার মধ্যে যাইব? তুমি বিশ্বাস করিয়াছ আমি বলিয়াছি তুমি আমাকে দ্বেষ কর। কি করিয়া আমার সম্বন্ধে তুমি ইহা বিশ্বাস করিলে? আমার অনেক রকম দোষ আছে। তাই বলিয়াই আজ তুমি এই কথা বিশ্বাস করিলে এবং আমাকে তাহা লিখিতে সাহস করিলে। আমি মন্দ বলিয়া কি এত অধম? আমি মনে জ্ঞানে এমন কথা কল্পনা করিতে পারি এই আজ নূতন শুনিলাম। আমাকে তুমি গভীর আঘাত করিয়াছ। যদি বেশী দিন আর না বাঁচি, এটা তোমার মনেও একটা দুঃখের কারণ হইয়া থাকিবে যে আমাকে তুমি নিরর্থক দুঃখ দিয়াছ। তোমার চিঠি পাইয়া অবধি কেবলি ভাবিয়াছি তুমি আমাকে না জানি কত নীচই না মনে কর। আমি বোধ করি মূর্খ এবং নীচ বলিয়াই তুমি আমার সম্বন্ধে (সম্প্রতি কলিকাতায় এত ঘনিষ্ঠতা এত কথাবার্ত্তা হইয়া যাইবার পরেও) এই কথা বিশ্বাস করিতে পারিয়াছ। না হইলে মনে করিতে না এমন হইতেই পারে না। আমার শপথ রহিল উপীন, আমাকে পত্র পাইবা-মাত্রই লিখিবে তুমি আর এ কথা বিশ্বাস কর না। আমি সুরেনকে কিছু দিন পূর্ব্বে লিখিয়াছিলাম আমার মনে হয়, আমাকে বিদ্বেষ করিয়াই যেন এসব ছাপা হইতেছে। তার কারণ, আমিও সমাজ-পতিকে লিখি ওগুলো আর ছাপাইবেন না—তথাপি আমাকে কোন উত্তর না দিয়াই ছাপা হইতে লাগিল। যাই হোক এখন ভিতরকার কথাটাও জানিতে পারিলাম। তুমিও যে ওই কথা সমাজপতিকে

বলিয়াছিলে তাহা এখন আরো জানিয়া সমস্ত ব্যাপারটা বুঝিলাম। তুমি যে আমার কত মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী তাও যদি না বুঝিতাম উপীন, এমন করিয়া আজ গল্প লিখিতেও পারিতাম না। আমি মানুষের হৃদয় বুঝি। তুমি যেমন তোমার অন্তর্যামীর কাছে নির্ভয়ে অসঙ্কোচে বলিতে পার "আমি শরতকে সত্যই ভালবাসি।" আমিও ঠিক তেমনি জানি এবং তেমনি বিশ্বাস করি।

থাক্ এ কথা। শুধু একটা চন্দ্রনাথ লইয়াই এত হাঙ্গামা। অথচ, সেটা যে কি রকম ভাবে ফণী পালের কাগজে বার হবে ঠিক বুঝিতে পারিতেছি না।

তোমরা সব দিক্ না বুঝিয়া, সব দিক্ না সামলাইয়া হঠাৎ একটা বিজ্ঞাপন দিয়া অনেকটা নির্ব্বোধের কায করিয়াছ। এবং তাহারি ফল ভুগিতেছ। দোষ তোমাদেরি—আর বড় কারু নয়। ফণী পালের জন্য তুমি কতকটা যে false position-এ পড়িয়াছ তাহা প্রতি পদে দেখিতে পাইতেছি।

আমি আরো বিপদে পড়িয়াছি। একে আমার একেবারে ইচ্ছা নয় 'চন্দ্রনাথ' যেমন আছে তেমনি ভাবে ছাপা হয়, অথচ, সেটা খানিকটা ছাপা হয়েও গেছে, আবার বাকিটাও হাতে পাই নাই। সুরেনের বড় ভয়, পাছে ও জিনিসটা হারিয়ে যায়। ওরা আমার লেখাকে হৃদয় দিয়া ভালবাসে—বোধ করি তাই তাদের এত সতর্কতা।

আর একটা কথা উপীন। 'ভারতবর্ষ' কাগজের জন্য প্রমথ চরিত্রহীন বরাবরই চাহিতেছিল। শেষে এমনি পীড়াপীড়ি করিতেছে যে কি আর বলিব। সে আমার বহুদিনের পুরাতন বন্ধু এবং বন্ধু বলিলে সত্য যাহা বুঝায় তাহাই। সে জাঁক করিয়া সকলের কাছে

বলিয়াছে চরিত্রহীন দিবই এবং এই আশায় জ— প্রভৃতির লেখা চার পাঁচটা উপন্যাস অহঙ্কার করিয়া ফিরাইয়া দিয়াছে। সে-ই হইতেছে ‘ভারতবর্ষে’র মোড়ল। এখন, দ্বিজবাবু প্রভৃতি, (হরিদাস, গুরুদাসের পুত্র) তাহাকে চাপিয়া ধরিয়াছে। এদিকে ‘যমুনা’তেও বিজ্ঞাপন বাহির হইয়াছে ঐ কাগজে চরিত্রহীন ছাপা হবে। সমাজপতিও registery চিঠি ক্রমাগত লিখচেন, কোন্ দিকে কি করি একেবারে ভেবে পাইতেছি না। এইমাত্র আবার প্রমথনাথের দীর্ঘ কান্নাকাটি চিঠি পাইলাম—সে বলে, এটা সে না পেলে আর তাহার মুখ দেখাইবার যো থাকিবে না। এমন কি পুরাতন বন্ধু বান্ধব club প্রভৃতি ছাড়িতে হইবে। কি করি? একটু ভাবিয়া জবাব দিবে। তোমার জবাব চাই, কেন না, একা তুমিই এর সুরু থেকে history জান।

বড় ভাল নই, ৭।৮ দিন প্রায় জ্বর জ্বর কচ্চে—অথচ স্পষ্ট জ্বরও হচ্চে না। যদি আবশ্যক বিবেচনা কর এই পত্র সুরেনকে দেখাইয়ো। তোমরা আপোষে যত পার ঝগড়া করিয়া মর, কিন্তু আমি যে তোমাদের এক সময়ে শিক্ষক ছিলাম—বয়সের সম্মানটাও অন্ততঃ দিয়ো।—সেবক শরৎ

ফণীবাবু উপীনকে এই পত্রখানা আপনি পড়িয়া পাঠাইয়া দিবেন।

14, Lower Pozoungdoung Street

Rangoon, 10. 5. 1913

প্রিয় উপেন,—আজ তোমারও চিঠি পাইলাম, প্রমথরও চিঠি পাইলাম। তুমি যে আমার সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়াছ ইহাতে যে কত

তৃপ্তি অনুভব করিয়াছি তাহা লিখিয়া জানাইতে যাওয়া পাগলামি। তুমি যে আর মনে ক্লেশ পাইতেছ না কিম্বা দুঃখ করিতেছ না ইহা ইহাতেই বুঝিলাম যে অতি সহজভাবে আমার কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিয়া দিয়াছি। আমি নিজেকে মূর্খ বলিয়াছিলাম—সেটা কি মিছে কথা? তোমাদের কাছে আমি কি পণ্ডিত বলিয়া নিজেকে মনে করিব, আমি কি এত বড় আহাম্মক? না হয়, বানাইয়া গল্প লিখিতে পারি—এতে পাণ্ডিত্য কোথায়? যাক্। B. A., M. A., B. L., এ টাইটেল-গুলোকে আমি খুব শ্রদ্ধা করি তাহাই জানাইলাম। প্রমথ লিখিতেছে, গল্পগুলো তাদের Evening Clubএ অত্যন্ত সম্মান পাইয়াছে। D. L. Roy এত প্রশংসা করিয়াছেন যে তাহা বিশ্বাস হইতে চায় না। দিদির নারীর মূল্য নাকি "অমূল্য" হইয়াছে। দ্বিজুবাবু বলেন, এ রকম গল্প রবি বাবুরও বোধ করি নাই। [এমন] প্রবন্ধ বাঙলা ভাষায় আর কখন পড়েন নাই। সত্য মিথ্যা ভগবান্ জানেন। ফণীর কাগজখানা ছোট বটে, কিন্তু তার মত ভাল কাগজ বোধ করি আজকাল আর একটাও বাহির হয় না। ঈশ্বর করুন, ফণী এই ভাবে পরিশ্রম করিয়া তাহার কাগজ সম্পাদন করুক—দুদিন পরে হোক দশ দিন পরে হোক শ্রীবৃদ্ধি অনিবার্য্য। তবে চেষ্টা করা চাই—পরিশ্রম করা চাই। আর আমার কথা। আমি তাকে ছোট ভায়ের মতই দেখি। তার কাগজ থেকে যদি কিছু বাঁচে, তবে অন্য কাগজ। তবে, আজকাল এত বেশী অনুরোধ হইতেছে যে, আমার দশটা হাত থাকিলেও ত পারিয়া উঠিতাম বলিয়া মনে হয় না। 'চরিত্রহীন' তার কাগজে বার হবে না এ কথা কে বলিয়াছে? আমি প্রমথকে পড়িতে দিয়েছি। তবে, সে যদি ধরিয়া বসিত যে সে-ই প্রকাশ করিবে তাহা হইলে আমাকে হয়ত মত দিতে হইত, কিন্তু তাহারা সে দাবী করে

না। বোধ করি manuscript পড়িয়া কিছু ভয় পাইয়াছে। তাহারা সাবিত্রীকে "মেসের ঝি" বলিয়াই দেখিয়াছে। যদি চোখ থাকিত, এবং কি গল্প কি চরিত্র কোথায় কি ভাবে শেষ হয়, কোন্ কয়লার খনি থেকে কি অমূল্য হীরা মাণিক ওঠে তা যদি বুঝিত, তাহা হইলে অত সহজে ওখানা ছাড়িতে চাহিত না। শেষে হয়ত এক দিন আপশোষ করিবে কি রত্নই হাতে পাইয়াও ত্যাগ করিয়াছে! আমার কাছে সে উপসংহার কি হইবে জানিতে চাহিয়াছে। আমার উপরে যাহার ভরসা নাই অবশ্য সে ও-রকম প্রথম নভেল প্রথম কাগজে বাহির করিতে দ্বিধা করিবে আশ্চর্য্যের কথা নয়, কিন্তু, নিজেই তাহারা বলিতেছে চরিত্রহীনের শেষ দিক্টা (অর্থাৎ তোমরা যত দূর পড়িয়াছ তার পরে আর ততটা) রবি বাবুর চেয়েও ভাল হইয়াছে (style এবং চরিত্র-বিশ্লেষণে) তবুও তাদের ভয় পাছে শেষটা বিগড়াইয়া ফেলি। তারা এটা ভাবে নাই যে-লোক ইচ্ছা করিয়া একটা "মেসের ঝি"কে আরম্ভেই টানিয়া আনিয়া লোকের সুমুখে হাজির করিতে সাহস করে, সে তার ক্ষমতা জানিয়াই করে। তাও যদি না জানিব তবে মিথ্যাই এতটা বয়স তোমাদের গুরুগিরি করিলাম। আর এক কথা— প্রমথ বলিতেছে, ভারতবর্ষকে আমি যেন নিজের কাগজ বলিয়া মনে করি—এবং সেইরূপ করি। আমি প্রমথকে কথা দিয়াছি আমার সাধ্যমত করিব, কিন্তু সাধ্য কতটুকু তাহা বলি নাই! আরো এক কথা—তাহারা দাম দিয়া লেখা ক্রয় করিবে—তখন তাহাদের অভাব হইবে না কিন্তু দাম দিলেই যে সকলের লেখাই পাওয়া যায় না, এইটা তাহারা আমার সম্বন্ধে এইবার বোধ করি বুঝিয়াছে। যাই হোক— চরিত্রহীন আমার হাতে আসিয়া পড়িলেই ফণীকে পাঠাইয়া দিব। আমার হাতে আর রাখিব না। তবে প্রমথ ফণীর হাতে সেটা

দিবে না, কেন না, ফণীর উপর তাহারা কিছু রাগিয়া গিয়াছে। তা হয়। কারণ, মাসিক পত্রের পরিচালকেরা পরস্পরকে দেখিতে পারে না। আর কিছু নয়। তবে, প্রমথ লোকটি শুধু যে আমার বাল্যবন্ধু তা নয়, আমার পরম বন্ধু এবং অতি সৎ লোক। সত্যই ভদ্রলোক। তাকে আমি বড় ভালবাসি। সেই জন্যই ভয় করিয়াছিলাম তাহার জোব-জবরদস্তিকে আমি পারিয়া উঠিব না। এ বিষয়ে সঠিক সম্বাদ পরে দিব।

তুমি লিখিতেছ আমরা যমুনাকে বড় করিব। আমরাটা কে? তুমি যে যমুনার পরম বন্ধু, এবং নিঃস্বার্থ বন্ধুত্ব করিতে গিয়াই লাঞ্ছনা ভোগ করিয়াছ তাহা আমি বিশেষ জানি বলিয়াই তোমার সম্বন্ধে যত কিছু শুনিয়াছি একটাতেও **বিন্দুমাত্রও** কান দিই নাই। হইতে পারে কিছু diplomatic চাল চালিয়াছ—তা বেশ করিয়াছ। যাকে ভালবাসিবে, তাকে এমনি করিয়াই সাহায্য করিবে। ফণীকে তুমিই ভালবাস, কিন্তু তা ছাড়া "আমরা" কথাটার অর্থ ঠিক বুঝিলাম না। এবারে বুঝাইয়া বলিবে। 'পথ নির্দ্দেশ' এবং 'রামের সুমতি' সম্বন্ধে আমার অভিমত 'পথ নির্দ্দেশ'টাই ভাল। তবে এ গল্পটা একটু শক্ত। সবাই ভাল বুঝিবে না। আমিও অনেকের অনেক রকম মত শুনিয়াছি। যাহারা নিজে গল্প লেখে তাহারা ঠিক জানে, রামের সুমতি যদিও বা লেখা যায়, পথ নির্দ্দেশ লিখিতে কিছু বেশী বেগ পাইতে হইবে। হয়ত সবাই পারিবে না। ও-রকম গোলযোগ circumstanceএর ভেতরে খেই হারাইয়া একটা হ-জ-ব-র-ল করিয়া তুলিবে। হয়ত ধৈর্য্যের অভাবে শেষ হবার পূর্ব্বেই শেষ করিয়া ফেলিবে। আর নিজের সমালোচনা নিজে কি করিয়াই বা করিব? তবে কলিকাতা এবং এদেশের লোকের

মত দুটো গল্পই superlative degreeতে Excellent! দ্বিজুবাবু বলেন গল্পের আদর্শ। ফণীর কাগজে প্রতি মাসেই যাতে এই রকম একটা কিছু বার হয় তার চেষ্টা সবিশেষ করা উচিত। তবে, আমি আর বড় ছোট গল্প লিখিতে ইচ্ছা করি না। একটু বড় হয়েই যায়। তোমাদের মত বেশ ছোট ক'রে যেন লিখতেই পাবি না। তা ছাড়া আর একটা কথা এইখানে আমার বলবার আছে। আমি ত চন্দ্রনাথকে একেবারে নূতন ছাঁচে ঢালবার চেষ্টায় আছি অবশ্য গল্প (plot) ঠিক তাই থাকবে। তার পরে হয় চবিত্রহীন, না হয় ওর চেয়েও একটা ভাল কিছু যমুনায় বার করা চাই। আব প্রবন্ধ। এটাও খুব প্রয়োজন। ভাল প্রবন্ধের বিশেষ দরকার। তা না হ'লে শুধু গল্পেতেই কাগজ যথার্থ "বড়" ব'লে লোকে স্বীকার কবে না। আমাকে যদি তোমরা ছোট গল্প লিখবার পরিশ্রম থেকে অব্যাহতি দিতে পার ত আমি প্রবন্ধও লিখতে পারি। বোধ কবি গল্পের মত সরল এবং সুপাঠ্য ক'রেই। এ বিষয়ে তোমাব অভিমত জানাবে। যদি গল্পলেখাব কাযটা তোমরা চালিয়ে নিতে পার, আমি শুধু novel ও প্রবন্ধ নিয়েই থাকি। তা না হইলে দেখচি রাত্রেও খাটিতে হয়। আমার শরীর ভাল নয়, রাত্রে লিখিতে পারি না এবং পড়াশুনারও ক্ষতি হয়। সমালোচনা, প্রবন্ধ, নভেল, গল্প, সব লিখলে আবার লোকে হয়ত সব্যসাচী ব'লে ঠাট্টা করবে। আবার অন্য কাগজেও কিছু কিছু দিতে হবে।

'দেবদাস' ও 'পাষাণ' পাঠিয়ে দিয়ো আমি re-write করবার চেষ্টা দেখব। আচ্ছা, ফণী ৩০০০ কপি ছাপিয়ে টাকা নষ্ট করচে কেন? তার গ্রাহক কি কিছু বেড়েচে? আমার বোধ হয় না। তবে খুব ভরসা আছে আসচে বছরে ওর কাগজ একটি শ্রেষ্ঠ কাগজের মধ্যেই দাঁড়াবে।

ফণীর ক্রমাগত আশঙ্কা হয় আমি বুঝি তাকে ছেড়ে আর কোথাও লিখতে সুরু করব। কিন্তু এ আশঙ্কার হেতু কি? সে আমার ছোট ভায়ের মত—এ কথাটা কেন যে সে বিশ্বাস করতে পারে না তা সে-ই জানে। আমি জানি না।

তোমার ক্রয় বিক্রয় গল্পটা সত্যই ভাল। কিন্তু, আরো একটু বড় করা উচিত ছিল। এবং শেষটা সত্য সত্যই শেষ করা উচিত ছিল। অমন গল্পটি কেন যে তুমি অত তাড়াতাড়ি ক'রে শেষ করলে জানি না। একটা কথা মনে রেখো, গল্প অন্ততঃ ১২।১৪ পাতা হওয়া চাই এবং conclusionটা বেশ স্পষ্ট করা চাই।

সুরেন আমাকে চিঠির জবাব দিলে না কেন? তাকে আমার হাতের কলম দিয়েচি, কেন না, এর চেয়ে ভাল জিনিস আর আমার দিবার নাই। সে তার কি সদ্ব্যবহার কচ্চে জিজ্ঞাসা ক'রে লিখো। আমার কলমের যেন অসম্মান না হয়। আর চারটে কলম দেওয়ার বাকী আছে। যোগেশ মজুমদার কোথায়? পুঁটু, বুড়ি এবং সৌরীন এদের জন্যও আমার কলম ঠিক ক'রে রেখেচি—এক দিন পাঠিয়ে দেব।

গিরীন কি বাঁকিপুরে ফিরেচে? তাকে জবাব দিতে পারি নি সে কোথায় আছে জানিতে পারি নাই বলিয়া। ফটো ত আমার নাই—কোন দিন ও-কথা মনেও হয় নি। আচ্ছা।

আজ এই পর্য্যন্ত।

হাঁ আর এক কথা। সুধাকৃষ্ণ বাগচি একটা written statement পাঠিয়েছে। সে বলে সমস্ত কথা মিথ্যা। ভালই। আমি জানি কোন্‌টা মিথ্যা। যাই হোক লোকটা যখন deny কচ্চে তখন ঐখানেই শেষ করা উচিত। তা ছাড়া বুড়ো মানুষ!

* * *

ফণীন্দ্রবাবু, আপনার তার পাইয়া জবাব দিই নাই। কারণ জবাব দিবার ঠিক জিনিসটা আমার হাতছাড়া। তবে আশা করি শীঘ্র হাতে আসিবে।

আগামী মেলে সমালোচনা, নারীর মূল্য পাঠাইব। পরের মেলে চন্দ্রনাথ ও একটা যা হয় কিছু। চরিত্রহীন যাতে যমুনায় বার হয় তাই আমার আন্তরিক ইচ্ছা এবং ঈশ্বরের ইচ্ছায় তাই হবে। নিশ্চিন্ত হোন্। তবে শুনিতেছি, ওটাতে 'মেসের ঝি' থাকাতে রুচি নিয়ে হয়ত একটু খিটমিটি বাধিবে। তা বাধুক। লোকে যতই কেন নিন্দা করুক না, যারা যত নিন্দা করিবে তারা তত বেশী পড়িবে। ওটা ভাল হোক মন্দ হোক একবার পড়িতে আরম্ভ করিলে পড়িতেই হইবে। যারা বোঝে না, যারা artএর ধার ধারে না তারা হয়ত নিন্দা করবে। কিন্তু, নিন্দা করলেও কায হবে। তবে ওটা Psychology এবং analysis সম্বন্ধে যে খুব ভাল তাতে সন্দেহই নেই। এবং এটা একটা সম্পূর্ণ Scientific Ethical Novel ! এখন টের পাওয়া যাচ্ছে না।—আঃ শরৎ

14, Lower Pozoungdoung Street

২২শে আগষ্ট '১৩, Rangoon.

প্রিয় উপীন,—অনেক দিন পরে তোমাকে চিঠি লিখিতে বসিয়াছি। তুমিও অনেক দিন আমাকে কোন সম্বাদই তোমার দাও নাই। নাই দাও, সেজন্য দুঃখ করিতেছি না বা অনুযোগ করিতেছি না। ২।৩ মাস পরে সম্ভবতঃ আবার আমাদের দেখা-সাক্ষাৎ হইবে, তখন সে সব কথা হইতে পারিবে।

এ মাসের যমুনা পাইয়া তোমার 'লক্ষ্মীলাভ' পড়িলাম। এ সম্বন্ধে

আমার মত তুমি বিশ্বাস করিবে কি না, তোমার কথাতেই প্রকাশ করিতেছি "বাপের মুখে ছেলের সুখ্যাতি শুনে কায নাই—"। আমার যথার্থ মত, এমন মধুর গল্প অনেক দিন পড়ি নাই। হয়ত তোমার best এটি। অনাবশ্যক আড়ম্বর নেই, লোকের দোষ দেখানো, সংসারের দুঃখের দিক্‌টা তুলিয়া ধরা ইত্যাদি কিছু নেই—শুধু একটি সুন্দর ফুলের মত নির্ম্মল এবং পবিত্র! মধুর, অতি মধুর! এই আমি চাই। পড়িয়া যদি না আনন্দের আতিশয্যে চোখে জল আসে তবে আর সে গল্প কি? বড ভালো হয়েচে উপীন, আমি আন্তরিক অভিপ্রায় প্রকাশ করিতেছি। যেন মাঝে মাঝে এমনি গল্প পড়তে পাই। অবশ্য আমাকে খুসী করা শক্ত, কিন্তু এমন পেলে আমি আর কিছু চাই না। আমার এত বড সুখ্যাতিতে হয়ত তুমি একটু সঙ্কুচিত হবে এবং সবাই হয়ত আমাব সঙ্গে একমতও হবে না, কিন্তু, আমার চেয়ে ভাল সমজদার এখনকার কালে এক রবি বাবু ছাড়া আর কেউ নেই। মনে কোরো না গর্ব্ব করচি—কিন্তু, আমার আত্মনির্ভরই বল, আর prideই বল, এই আমার নিজের ধারণা। এমন গল্প অনেক দিন পড়ি নি। শুনেচি, তোমার আর একটি বড় এবং ভালো গল্প ভারতবর্ষে বেরিয়েচে। ভারতবর্ষ এখনো এসে পৌঁছে নি, বলিতে পারি না সেটি কেমন, কিন্তু যদি ভাবে মাধুর্য্যে এমনটি হয়ে থাকে তা হ'লে সেও নিশ্চয় খুব ভাল গল্পই হয়েচে।

তা ছাড়া তোমাদের লেখার styleটি বড় সুন্দর। আমি যদি এম্‌নি সুন্দর ভাষা পেতাম, ভাষার ওপর এম্‌নি অধিকার থাকত তা হ'লে বোধ করি আমার গল্প আরো ভাল হ'ত। অবশ্য আমি নিজের সহিত তোমার তুলনা করচি না, তাতে তুমিও লজ্জা বোধ করবে কিন্তু খুসী হ'লে আমি আর রেখে চেপে বলতে পারি নে।

কেমন আছ আজকাল? আমি বড় ভাল নই—এই বর্ষাকালটা আমার বড় দুঃসময়। ১০।১২ দিন জ্বর হয়েছিল দুদিন ভাল আছি। আমার ভালবাসা জেনো। ইতি শরৎ

[প্রমথনাথ ভট্টাচার্য্যকে লিখিত]

D. A. G's Office, Rangoon.
22. 3. 12.

প্রমথ,—তোমার পত্র পাইয়া আজই জবাব লিখিতেছি। এমন ত হয় না। যে আমার স্বভাব জানে তাহার কাছে নিজের সম্বন্ধে এব বেশি জবাবদিহি করা বাহুল্য।···

···আমার সম্বন্ধে কিছু জানিতে চাহিয়াছ। তাহা সংক্ষেপে কতকটা এইরূপ—

(১) সহরের বাইরে একখানা ছোটো বাড়িতে মাঠেব মধ্যে এবং নদীর ধারে থাকি।

(২) চাকরি করি। ৯০৲ টাকা মাহিনা পাই এবং ১০৲ টাকা allowance পাই। একটা ছোটো দোকানও আছে। দিনগত পাপক্ষয় কোনো মতে কুলাইয়া যায় এই মাত্র। সম্বল কিছুই নাই।

(৩) Heart disease আছে। যে-কোনো মুহূর্ত্তেই—

(৪) পড়িয়াছি বিস্তর। প্রায় কিছুই লিখি নাই। গত দশ বৎসর Physiology, Biology & Psychology এবং কতক History পড়িয়াছি। শাস্ত্রও কতক পড়িয়াছি।

(৫) আগুনে পুড়িয়াছে আমার সমস্তই। লাইব্রেরী এবং 'চরিত্রহীন' উপন্যাসের manuscript; "নারীর ইতিহাস" প্রায় ৪০০।৫০০ পাতা লিখিয়াছিলাম, তাও গেছে।

ইচ্ছা ছিল যা হোক একটা এ বৎসরে publish করিব। আমার দ্বারা কিছু হয় এ বোধ হয় হইবার নয়, তাই সব পুড়িয়াছে। আবার সুরু করিব এমন উৎসাহ পাই না। 'চরিত্রহীন' ৫০০ পাতায় প্রায় শেষ হইয়াছিল। সবই গেল।....

...আর একটা সম্বাদ তোমাকে দিতে বাকী আছে। বছর-তিনেক আগে যখন Heart diseaseএর প্রথম লক্ষণ প্রকাশ পায় তখন আমি পড়া ছাড়িয়া oil-painting সুরু করি। গত তিন বৎসরে অনেকগুলি oil-painting সংগ্রহ হইয়াছিল—তাহাও ভস্মসাৎ হইয়াছে। শুধু আঁকিবার সরঞ্জামগুলা বাঁচিয়াছে।

এখন আমার কি করা উচিত যদি বলিয়া দাও ত তোমার কথামত দিনকতক চেষ্টা করিয়া দেখি। Novel, History, Painting—কোন্‌টা? কোন্‌টা আবার সুরু করি বল ত?—তোমার স্নেহের শরৎ।

৪ঠা এপ্রিল ১৯১৩, রেঙ্গুন

প্রমথ,—তোমার আগেকার চিঠিরও এখনো জবাব দিই নি। ভাবছিলাম—তুমি কেন যে আমাকে চিরকাল এত ভালবাস। আমি এ কথা অনেক দিন থেকেই ভাবি।...প্রমথ, একটা অহঙ্কার করব, মাপ করবে?

যদি কর ত বলি। আমার চেয়ে ভাল novel কিম্বা গল্প এক রবিবাবু ছাড়া আর কেউ লিখতে পারবে না, যখন এই কথাটা মনে জ্ঞানে সত্য ব'লে মনে হবে সেই দিন প্রবন্ধ বা গল্প বা উপন্যাসের জন্য অনুরোধ কোরো। তার পূর্ব্বে নয়। এই আমার এক বড় অনুরোধ তোমার উপরে রইল। এ বিষয়ে আমি অসত্য খাতির চাই না, আমি সত্য চাই।...

১৭ই এপ্রিল ১৯১৩, রেঙ্গুন

প্রমথ,—তোমার পত্র কাল পাইয়াছি, আজ জবাব দিতেছি।··· তোমাকে অন্ততঃ পড়িবার জন্যও 'চরিত্রহীন'-এর যতটা আবার লিখিয়াছিলাম (আর অনেক দিন লিখি নাই) পাঠাইব মনে করিয়াছি। আগামী মেলে অর্থাৎ এই সপ্তাহের মধ্যেই পাইবে। কিন্তু, আর কোনও কিছু বলিতে পারিবে না। পড়িয়া ফিরাইয়া দিবে। তাহার প্রথম কারণ, এ লেখার ধরণ তোমাদের কিছুতেই ভাল লাগিবে না। Appreciate করিবে কি না সে বিষয়ে আমার গভীর সন্দেহ। তাই এটা ছাপিয়ো না। সমাজপতি মহাশয় অত্যন্ত আগ্রহের সহিত ইহা চাহিয়া পাঠাইয়াছেন, কেন না তাঁহার সত্যই ভাল লাগিয়াছে।···আমার এ-সব বকাটে লেখা—এর যথার্থ ভাব কেই বা কষ্ট করিয়া বুঝিবে, কেই বা ভাল বলিবে!··· তুমি যদি সত্যই মনে কর এটা তোমাদের কাগজে ['ভারতবর্ষে'] ছাপার উপযুক্ত, তা হ'লে হয়ত ছাপিতে মত দিতেও পারি, না হ'লে তুমি যে কেবল আমার মঙ্গলেব দিকে চোখ রাখিয়া যাতে আমারটাই ছাপা হয় এই চেষ্টা করিবে তাহা কিছুতেই হইতে পারিবে না। নিরপেক্ষ সত্য—এইটাই আমি সাহিত্যে চাই। এর মধ্যে খাতির চাই না। তা ছাড়া তোমাদের দ্বিজুদা [দ্বিজেন্দ্রলাল রায়] মত করিবেন কি না বলা যায় না। যদি আংশিক পরিবর্ত্তন কেহ প্রয়োজন বিবেচনা করেন, তাহা কিছুতেই হইতে পারিবে না। উহার একটা লাইনও বাদ দিতে দিব না। তবে একটা কথা বলি, শুধু নাম দেখিয়া আর গোড়াটা দেখিয়াই চরিত্রহীন মনে করিয়ো না। আমি একজন Ethicsএর student, সত্য student. Ethics বুঝি, এবং কাহারও চেয়ে কম বুঝি বলিয়া মনে করি

না। যাহা হউক পড়িয়া ফিরাইয়া দিয়ো এবং তোমার নির্ভীক মতামত বলিয়ো। তোমার মতামতের দাম আছে। কিন্তু মত দিবার সময় আমার যে গভীর উদ্দেশ্য আছে সেটাও মনে করিয়ো। ওটা বটতলার বই নয়।···যদি ছাপাবার উপযুক্ত মনে হয় তাহা হইলেও বলিয়ো। আমি শেষটা লিখিয়া দিব। শেষটা আমি জানিই। আমি যা-তা যেমন কলমের মুখে আসে লিখি না। গোড়া থেকেই উদ্দেশ্য ক'রে লিখি এবং তাহা ঘটনাচক্রে বদলাইয়াও যায় না। বৈশাখের 'যমুনা' কেমন লাগল? 'পথনির্দ্দেশ' বুঝতে পারলে কি? শীঘ্র জবাব দিয়ো।—

২৪শে মে ১৯১৩, রেঙ্গুন

প্রমথ,—দ্বিজুদার মৃত্যুসংবাদ Rangoon Gazette-এ পড়িয়া স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিলাম। তাঁহাকে আমি যে কম জানিতাম তাহা নহে, অবশ্য তোমাদের মত জানিবার অবকাশ পাই নাই, কিন্তু যেটুকু জানিতাম, আমার পক্ষে তাহা বড় কম ছিল না।····

তাঁহার মান্য রক্ষা করিবার জন্য যাহা আমার সাধ্য নিশ্চয় করিতাম,···তিনি সাহিত্যিক এবং যোদ্ধা ছিলেন। তিনি আমার মূল্য বুঝিতেন এবং না বুঝিলেও তাঁর কাছে আমার অপমান ছিল না। সেই জন্য মনে করিয়াছিলাম লিখিয়া পাঠাইব। তিনি ভাল বুঝিলে প্রকাশ করিবেন; না ভাল মনে করিলে প্রকাশ করিবেন না। তাহাতে লজ্জাব কোন কারণ ছিল না, অভিমানও হইত না। কিন্তু, এখন যে-সে আমার দাম কষিবে! হয়ত বলিবে প্রকাশ করার উপযুক্ত নয়, হয়ত বলিবে ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দাও বা file কর। সুতরাং আমাকে ভাই ক্ষমা কর। তুমি আমার কতবড় সুহৃদ্ তাহা আমি জানি। সে কথাটা এক দিনের তরেও ভুলিব না, তুমি আমাকে ভুল বুঝিলে বা

আমার উপর রাগ করিলেও আমার মনের ভাব অটল থাকিবে, কিন্তু এ অন্য কথা। অপরের কাগজের জন্য আমি নিজের মর্য্যাদা নষ্ট করিব না। আমি ছোট কাগজে লিখি ভাই, আমার পক্ষে তাহাই যথেষ্ট। আমি সেখানে সম্মান পাই, শ্রদ্ধা পাই, এর বেশী আর কিছু আশা করি না। আর একটা কথা—চরিত্রহীন সম্বন্ধে।....লিখিয়াছেন, ... বাবুও তাঁহাকে জানাইয়াছেন—ওটা এতই নাকি immoral যে, কোনও কাগজেই বাহির হইতে পারে না। বোধ হয় তাই হইবে, কারণ তোমরা আমার শত্রু নও যে মিথ্যা দোষারোপ করিবে, আমিও ভাবিতেছি ওটা লোকে খুব সম্ভব এই ভাবেই প্রথমে গ্রহণ করিবে। ..

....আমার নিজের নামের জন্য আমি এতটুকুও মনে ভাবি না। লোকে যা-ইচ্ছা আমার সম্বন্ধে মনে করুক।—যাক্ এ কথা। 'কাল'ই আমার বিচার করিবে। মানুষ সুবিচার অবিচার দুই-ই করিবে, সে জন্য দুর্ভাবনা করা ভুল।....আমি শুধু পদ্য লিখিতেই পারি না, তা ছাড়া সব রকমই পারি।...আমি সম্পাদকের কাছে নিজের লেখা যাচাই করিতে পারিই না। সেটা আমার পক্ষে অসাধ্য। অবশ্য রবিবাবু ছাড়া।

[ফণীন্দ্রনাথ পালকে লিখিত]

D. A. G'.s Office, Rangoon.

[জানুয়ারি ১৯১৩]

ফণীবাবু,—আপনাদের সম্বাদ কি? সদাসর্ব্বদা চিঠি দিতে ভুলবেন না। আমার দ্বারা যা সম্ভব আমি করব। উপীন কোথায়? ভবানীপুরে কবে আসবে? আমাকে 'চন্দ্রনাথ' কবে পাঠাবে? আমাকে আপনি যা করতে হবে বলবেন। না বললে আমার দ্বারা

বিশেষ কোনো কাজ হবে না। এসে পর্য্যন্ত আমি আমাশা ও জ্বরে ভুগচি, না হ'লে এত দিনে হয়ত কিছু লিখতাম। যা হোক একটা চিঠি দেবেন। সৌরীনকে আমার কথা মনে করিয়া দিবেন।—শরৎ

রেঙ্গুন, [মাঘ] ১৯১৩

প্রিয় ফণীন্দ্রবাবু,—'রামের সুমতি' গল্পটার শেষ পাঠালাম, এ সম্বন্ধে আপনাকে কিছু বলা আবশ্যক মনে করি। গল্পটা কিছু বড় হয়ে পড়েছে, বোধ করি একবারে প্রকাশ হ'তে পারবে না, কিন্তু হ'লে ভাল হয়। একটু ছোট টাইপে ছাপালে এবং দুই একখানা পাতা বেশী দিলে হ'তে পারে। ছোট গল্প খণ্ডশঃ প্রকাশ করায় তেমন সুবিধা হয় না, বিশেষ আপনার কাগজের এখন একটু পসার হওয়া উচিত। যদিও আমার ছোট গল্প লেখার অভ্যাস আজকাল কিছু কমেছে, তবে আশা করি দু-এক মাসের মধ্যেই অভ্যাস ঠিক হয়ে যাবে। আমি প্রতি মাসেই গল্প ছোট ক'রে (১০ ১২ পাতার মধ্যে) এবং প্রবন্ধ পাঠাব। গল্প নিশ্চয়ই, কেন না আজকাল ঐটার আদর কিছু অধিক।...

আগামী বারে গল্প যাতে ছোট হয় সেদিকে চোখ রাখব। আর এক কথা, আপনি সমাজপতির সহিত সদ্ভাব রাখবেন। তাঁর কাগজে যদি আপনার কাগজের একটু আধটু আলোচনা থাকতে পায় সুবিধা হয়। এবারের 'সাহিত্যে' আমার নাম দিয়ে কি একটা ছাইপাঁশ ছাপিয়েছে। ও কি আমার লেখা? আমার ত একটুও মনে পড়ে না। তা ছাড়া যদি তাই হয়, তা হ'লেই বা ছাপান কেন? মানুষ ছেলেবেলা অনেক লেখে সেগুলো কি প্রকাশ করতে আছে? আপনি 'বোঝা' ছাপিয়ে আমাকে যেমন লজ্জিত করেচেন, সমাজপতিও তেমনি ঐটে ছাপিয়ে আমাকে লজ্জা দিয়েচেন। যদি উপীনকে চিঠি

লেখেন এই অনুরোধটা জানাবেন যেন আমার অমতে আর কিছুই না প্রকাশ হয়। আবশ্যক হ'লে গল্প আমি ঢের লিখতে পারি—আপনার কাগজ ত এক ফোঁটা, ও-রকম ৩।৪ গুণ কাগজও একলা ভ'রে দিতে পারি। তা ছাড়া আমার আর একটা সুবিধে আছে। গল্প ছাড়া সমস্ত রকম subject নিয়েই প্রবন্ধ লিখতে পারি, তা যদি আপনার আবশ্যক থাকে লিখবেন। যে কোন subject—তাতেই আমি স্বীকার আছি। 'রামের সুমতি' ক'বারে ছাপাবেন, কিম্বা একেবারে ছাপাবেন, আমাকে লিখে জানাবেন। তা হ'লে চৈত্রের জন্য আর লিখবার আবশ্যক হবে না।

চরিত্রহীন প্রায় সমাধার দিকে পৌঁছেচে। তবে সকালবেলা ছাড়া রাত্রে আমি লিখতে পারি নে। রাত্রে আমি শুয়ে শুয়ে পড়ি।···

আর একটা কথা—আপনি 'যমুনা' ছাপাতে দেবার আগে গল্প, প্রবন্ধ ইত্যাদি আমাকে একবার যদি দেখাতে পারেন, বড় ভাল হয়। এই ধরুন চৈত্রের জন্য যে-সব ঠিক করেছেন সেইগুলো এখন অর্থাৎ মাসখানেক আগে আমাকে পাঠালে—একটু নির্ব্বাচন ক'রে দিতেও পারি। পৌষের 'যমুনা' বড় ভাল হয় নি। শেষের গল্পটা সুবিধের নয়। অবশ্য এতে খরচ আপনার পড়বে (ডাক-টিকিট) কিন্তু কাগজ ভাল হয়ে দাঁড়াবে। আমার এদিক থেকে ফেরত পাঠাবার খরচ আমি দেব, কিন্তু প্রবন্ধগুলি ডাকে পাঠালে আমি একটু দেখে দিই এমনি ইচ্ছে করে। আগেই বলেছি আমি শুধু গল্পই লিখি নে। সব রকমই পারি, শুধু পদ্য পারি নে। আচ্ছা আপনি সৌরীনবাবুকে দিয়ে, কিম্বা উপীন, সুরেন, গিরীনকে দিয়ে 'নিরুপমা দেবী'র রচনা—কবিতা সংগ্রহ করবার চেষ্টা করেন না কেন? তাঁর বড় ভাই বিভূতিকে বোধ করি আপনিও চেনেন। তাঁকে লিখলে নিরুপমার রচনা (রচনা না হয়

কবিতা) বোধ করি পেতেও পারেন। অনেকের চেয়ে তাঁর কবিতা এবং রচনা ভাল।

আমাকে দিয়ে যতটুকু উপকার হ'তে পারে আমি তা নিশ্চয় করব। কথা দিয়েছি, সেই মত কাজও করব। সাহিত্যের মধ্যে যতটা নীচতাই প্রবেশ করুক না, এদিকে এখনও এসে পৌছায় নি। তা ছাড়া এ আমার পেশা নয়; আমি পেশাদার লিখিয়ে নই এবং কোন দিন হ'তেও চাই না।

আমি একটু কাছে থাকিতে পারিলে আপনার সুবিধা হইতে পারিত বটে, কিন্তু এদেশ আমি বোধ করি কোন মতেই ছাড়তে পারব না। আমি বেশ আছি, অনর্থক মুস্কিলের মধ্যে যেতে চাই না এবং যাবও না। আমার কথা এই পর্য্যন্ত—

আগামী বৎসর থেকে আপনি কাগজখানা যদি একটু বড় করতে পারেন, কিছু মূল্য বৃদ্ধি ক'রে, সে চেষ্টা করবেন। প্রতি সংখ্যায় পড়বার উপযুক্ত জিনিস থাকবে; এ কথা প্রকাশ ক'রে জানাবেন। সেই জন্যেই বলি গল্পগুলো এক সংখ্যাতেই প্রকাশ করা ভাল—একটু ক্ষতি স্বীকার ক'রেও, তাতে অনেকটা advertisementএর মত হবে।

উপেন আমাকে অনেক বার লিখলে সে 'চন্দ্রনাথ' পাঠাচ্চে। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত পেলাম না। বোধ করি সে হাতে পাচ্চে না তাই। তবে আপনি যদি 'চন্দ্রনাথটা' ক্রমশঃ প্রকাশ করতে চান, আমি নূতন ক'রে লিখে দেব। ভবানীপুরে সৌরীনের মুখে জিনিসটা যে কি শুনে নিয়েছি। আমার কতক মনেও পড়েছে—সুতরাং নূতন ক'রে লিখে দেওয়া বোধ করি শক্ত হবে না। আপনি যদি এই রকম নূতন লেখা চান আমাকে জানাবেন।.... আঃ শরৎ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

রেঙ্গুন, ১২।২।১৩

প্রিয় ফণীবাবু,—এইমাত্র আপনার পত্র পাইলাম। ১ম কথা 'বঙ্গবাসী'র ক্রোড়পত্র প্রভৃতি ক'রে অর্থশূন্য বাজে খরচ ভাল হয় নাই। আপনি একেবারে ব্যস্ত হবেন না। আপনার কাগজের মধ্যে যদি ভাল জিনিস থাকে দু-দিনে হোক দশ দিনে হোক সে-কথা আপনি প্রচার হয়ে যাবে, কেউ আট্‌কে রাখতে পারবে না। আপনার কোন ভয় নেই। ক্যানভাস ক'রে গ্রাহক যোগাড় করা ক্রোড়পত্র দিয়ে টাকা নষ্ট করার চেয়ে ঢের ভাল।

দ্বিতীয় কথা—'রামের সুমতি' ছোট টাইপে ছাপিয়ে একেবারে বার করতে পারলেই বড় ভাল হ'ত—কেন না, এ রকম ছোট ধরণের গল্প "ক্রমশঃ" বড় সুবিধে হয় না। যা হোক যখন হয় নি, তার জন্যে আলোচনা বৃথা। আমি দু-এক দিনের মধ্যে আর একটা গল্প পাঠাব (আপনার জবাব পেলে পাঠাব), এ গল্পটা আমার বিবেচনায় 'রামের সুমতি'র চেয়ে ভাল, তবে, দুঃখের বিষয় এই যে প্রায় ঐ রকম বড় হয়ে পড়েচে। এত চেষ্টা ক'রেও ছোট করা গেল না। ভবিষ্যতে চেষ্টা ক'রে দেখি কি হয়।

৩য় কথা—'চন্দ্রনাথ' নিয়ে কি একটা বোধ করি হাঙ্গামা আছে। তাই বলি ওতে আর কাজ নেই। 'চরিত্রহীন' বার করা যাবে। অবশ্য সেজন্য কাগজ কিছু বড় করা চাই—কিন্তু মূল্য কত এবং কবে থেকে বাড়াবেন এটা লিখবেন। দাম না বাড়ালে কিছুতেই কাগজ বড় ক'রে গচ্ছা দেওয়া উচিত নয়।

৪র্থ কথা—সমাজপতির সঙ্গে অসদ্ভাব করবেন না এইটাই বলেচি, তাঁকে খোসামোদ করতে বলি নি। ফণীবাবু, আপনার দোকানের মাল যদি খাঁটি হয়, এক দিন পরে হোক পাঁচ দিন পরে হোক খদ্দের

জুটবে। মাল ভাল না হ'লে হাজার চেষ্টাতে দোকান চলবে না—দু-চার দিনে হোক মাসে হোক ফেল হ'তে হবে।

আমার ছেলেবেলার ছাইপাশ ছাপিয়ে আমাকে যে কত লজ্জা দেওয়া হচ্চে এবং আমার প্রতি কত অন্যায় করা হচ্চে তা আমি লিখে জানাতে পারি নে। সমাজপতি সমজদার লোক হয়ে, কেমন ক'রে যে ঐ ছাই ছাপালেন আশ্চর্য্য!

৫ম কথা—সৌরীনবাবুর সঙ্গে আপনার আজকাল মিল কেমন? তিনি আমার দিদির লেখা সমালোচনাটা দেখেছেন কি? বোধ হয় খুব রাগ করেচেন, না? কিন্তু আমার দোষ কি? যিনি লিখেচেন তিনিই দায়ী। তা ছাড়া এ সব লেখা ছোট টাইপে ছেপেচেন ত?

৬ষ্ঠ—আমার নূতন গল্পটা (যেটা দু-এক দিনের মধ্যেই পাঠাব) কোন্ মাসে ছাপাবেন? চৈত্রে 'বামের সুমতি' শেষ হবে, সুতরাং সে মাসে আর কাজ নেই, বৈশাখে দেবেন। কিন্তু যাতেই দিন, ছোট টাইপে ছাপালে কম জায়গা লাগবে, অথচ গ্রাহক অনেকটা জিনিস পড়তে পারে।

৭ম—বৈশাখ থেকে কাগজখানি যেন সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হয়। ছবির পেছনে মেলাই কতকগুলো টাকা নষ্ট না ক'রে, ঐ টাকা যাতে অন্য কোন রকমে কাগজের পিছনে লাগান যায় তাই ভাল। অবশ্য আমি জানি না, গ্রাহক ছবি চায় কি না. যদি ঐ ফ্যাশান হয় তা হ'লে নিশ্চয় দিতে হবে। আপনি আমাকে প্রবন্ধ গল্প প্রভৃতি selection-এর মধ্যে একটু স্থান দিলে এই ভাল হয় যে, আমিও দেখে শুনে দিতে পারি। খাতিরে প'ড়ে ছাইমাটি দেওয়া কিম্বা 'নাম' দেখে ছাইমাটি দেওয়া দু-ই মন্দ।

৮ম—শ্রীমতী নিরুপমা দেবী যদি তাঁর লেখা দয়া ক'রে আপনাকে

দেন, সে ত নিশ্চয়ই ভাল, তাঁর কবিতা লেখবার ক্ষমতাও খুব বেশী। শ্রীমতী অনুরূপা দেবীর লেখা বোধ করি পাওয়া দুঃসাধ্য। তিনি 'ভারতী'তে লেখেন, আপনার এতে লিখবেন কি না বলা যায় না। লিখলেও হয়ত অশ্রদ্ধা ক'রে যা-তা লিখবেন। এরা সব বড় লেখিকা, এঁদের হয়ত 'যমুনা'র মত ছোট কাগজে লিখতে প্রবৃত্তি হবে না। তবে একটু চেষ্টা ক'রে দেখবেন। পাওয়া যায় ভালই, না যায় সেও ভাল।

আমার তিনটে নাম।

সমালোচনা প্রবন্ধ প্রভৃতি—অনিলা দেবী।

ছোট গল্প—শরৎ চন্দ্র চট্টো।

বড় গল্প—অনুপমা।

সমস্তই এক নামে হ'লে লোকে মনে করবে, এই লোকটি ছাড়া আর বুঝি এদের কেউ নেই।

আমার এখানে এক জন বন্ধু আছেন, তাঁর নাম প্রফুল্ল লাহিড়ী B. A., তিনি অতি সুন্দর দার্শনিক। প্রবন্ধ লেখেন খুব ভাল, অবশ্য নাম নাই, কেন না কোন মাসিকপত্রের লেখক নন। আমি এঁকে অনুরোধ করেছি—আমাদের 'যমুনা'র জন্য লিখতে। লেখা পেলে আমি পাঠিয়ে দেব।

অসুবিধা এই, 'যমুনা' আকারে ছোট। বেশী প্রয়াস এতে চলে না। দামও কম। হঠাৎ দাম বাড়াবার চেষ্টা কি রকম সফল হবে বলা যায় না। যদি একান্তই সম্ভব না হয়, কিছু দিন পরে, অর্থাৎ আশ্বিন মাস থেকে (গ্রাহকের মত নিয়ে, এবং প্রমাণ ক'রে যে তাঁহারা বেশী দাম দিলেও ঠকবেন না) মূল্য এবং আকারে আরও বড় করলে কি হয় না? আপনি নিজে একটু ঢিলা লোক, কিন্তু সে রকম হ'লে চলবে না। রীতিমত কাজ করা চাই। আপনি যখন আর অন্য কিছু করবেন না

মতলব করেচেন, তখন এই জিনিসটাকেই একটু বিশেষ শ্রদ্ধার চোখে দেখবার চেষ্টা করবেন। এবং যাকে "বিষয়বুদ্ধি" বলে, তাও অবহেলা করবেন না। 'প্রবাসী' প্রভৃতি এক সময়ে কত ছোট কাগজ এখন কত বড় হয়ে গেছে। আপনি আমাকে পুরুষ লেখকদের সমালোচনা লিখতে বলেছেন, কিন্তু আমার বাঙ্গলা বই নাই। মাসিকপত্রও একটাও লই না—আমি কোথায় কি পাব যে সমালোচনা লিখব। লিখলে লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে নিশ্চয় এবং একটা বাদানুবাদ হবার উপক্রম হয়। আমি এটা জানি যদি তাই হয়, তা হ'লেও চিন্তার কথা কিছু নাই—আমার সমালোচনায় ভুল থাকে আর তা যদি প্রমাণ করতে পারেন (পারা শক্ত যদিও) সেও ভাল কথা।

এইখানে আমার আর একটা বলবার জিনিস আছে। আমার পড়াশুনার কিছু ক্ষতি হচ্চে। সমস্ত সকালটা কোন দিন বা আপনার জন্য কোন দিন বা চরিত্রহীনের জন্য নষ্ট হচ্চে। রাত্রিটা অবশ্য পড়তে পাই, কিন্তু নোট করা প্রভৃতি হয়ে উঠচে না। আর একটা কথা আমি কয়েক দিন ধ'রে ভাবছি—এক একবার ইচ্ছে করে, H. Spencer-এর সমস্ত Synthetic Philo : একটা বাঙ্গালা সমালোচনা—সমালোচনা ঠিক নয়, আলোচনা—এবং ইউরোপের অন্যান্য Philosopher যাঁরা Spencer-এর শত্রু মিত্র তাঁহাদের লেখার উপর একটা বড় রকমের ধারাবাহিক প্রবন্ধ লিখি। আমাদের দেশের পত্রিকায় কেবল নিজেদের সাংখ্য আর বেদান্ত ছাড়া দ্বৈত আর অদ্বৈত ছাড়া আর কোন রকমের আলোচনাই থাকে না। তাই মাঝে মাঝে এই ইচ্ছাটা হয়—কি করি বলুন ত? যদি আপনার কাগজে স্থান না হয় (হওয়া সম্ভব নয়), অন্য কোন পত্রিকায় প্রকাশ করে এ-রকম জোগাড় ক'রে দিতে পারেন কি?

আপনি আমাকে সর্ব্বদা চিঠি লিখবেন। না লিখলে আমারও যেন আর তেমন চাড় থাকে না। এটাও একটা কাজ ব'লে মনে করবেন। লেখা Registery ক'রেই পাঠাব। খরচ আপনি দেবেন কেন? আমার অত দৈন্য দশা নয় যে এর জন্যে খরচ নিতে হবে। এ সব কথা আর লিখবেন না।

আশীর্ব্বাদ করি আপনার দিন দিন শ্রীবৃদ্ধি হোক—সেই আমার পারিতোষিক হবে।

চন্দ্রনাথ আর চাইবেন না। যদি দরকার হয় আমি আবার লিখে দেব। সে লেখা ভাল বই মন্দ হবে না।

আমার তিন রকমের নাম গ্রহণ করা সম্বন্ধে আপনার মত কি? বোধ করি এতে সুবিধে হবে। এক নামে বেশী লেখা ভাল নয়, না?

উপেন কি বলে? সে ত চিঠিপত্র লেখবার লোক নয়। সে থাকলে ঢের সুবিধে ছিল—না থাকায় বোধ করি বেশ অসুবিধে হচ্চে। সে লোকটার আপনার প্রতি ভারী স্নেহ ছিল—যদি তার নিকট থেকে কাজ আদায় করতে পারেন সে চেষ্টা ছাড়বেন না।

যাই হোক আর যেমনই হোক ব্যস্তও হবেন না, চিন্তিতও হবেন না। আমি আপনাকে ছেড়ে আর কোথাও যে যাব কিম্বা কোন লোভে যাবার চেষ্টা করব, এমন কথা কোন দিন মনেও করবেন না! ·· আমার সমস্তটাই দোষে ভরা নয়।

আপনি পূর্ব্বে এ সম্বন্ধে আমাকে সতর্ক করবার জন্যে চিঠিতে লিখতেন—অন্য কাগজওয়ালারা আমাকে অনুরোধ করবে। করলেই বা, charity begins at home, সত্যি না? একটু শীঘ্র জবাব দেবেন। আমার আশীর্ব্বাদ জানিবেন। ইতি শরৎ চন্দ্র চট্টো।

[চৈত্র ১৩১৯]

প্রিয় ফণীবাবু,—আপনার প্রবন্ধ ফেরত পাঠাইয়াছি। প্রবন্ধ দুটি মন্দ নয়, দেওয়া চলে, 'চক্ষু' সম্বন্ধে প্রবন্ধটা বেশ।

চন্দ্রনাথ লইয়া ভারী গোলমাল হইতেছে। না জানিয়া হাতে না পাইয়া এই সব বিজ্ঞাপন প্রভৃতি দেওয়া ছেলেমানুষির এক শেষ। তাহারা সমস্ত বই চন্দ্রনাথ দিবে না, এজন্য মিথ্যা চেষ্টা করিবেন না। তবে, নকল করিয়া একটু একটু করিয়া পাঠাইবে। আমার একেবারে ইচ্ছা নয় আমাব পুরাণ লেখা যেমন আছে তেমনই প্রকাশ হয়। অনেক ভুলভ্রান্তি আছে, সেগুলি সংশোধন করিতে যদি পাই ত ছাপা হইতে পারে, অন্যথা নিশ্চয় নয়। এক কাশীনাথ লইয়া আমি যথেষ্ট লজ্জিত হইয়াছি—আর যে বন্ধুবান্ধবদের নিকটে এই লইয়া লজ্জা পাই আমার ইচ্ছা নয়। তাঁহারা নিশ্চয়ই আমার মঙ্গলেচ্ছাই করিয়াছেন, কিন্তু আমার মত সম্পূর্ণ বদলাইয়া গিয়াছে। চন্দ্রনাথ বন্ধ থাক্‌। চরিত্রহীন জ্যৈষ্ঠ থেকে সুরু করুন। আর যদি চন্দ্রনাথ বৈশাখে সুরু হইয়াই গিয়া থাকে (অবশ্য সে অবস্থায় আর উপায় নাই) তাহা হইলেও আমাকে বাকীটা পবিবর্ত্তন পরিবর্জ্জন ইত্যাদি করিতেই হইবে। বৈশাখে কতটুকু বাহির হইয়াছে দেখিতে পাইলে আমি বাকীটা হাতে না পাইলেও খানিকটা খানিকটা করিয়া লিখিয়া দিব। যদি বৈশাখে ছাপা না হইয়া থাকে তাহা হইলে চরিত্রহীন ছাপা হইবে।

আমি চরিত্রহীনের জন্য অনেক চিঠিপত্র পাইতেছি। কেহ টাকার লোভ, কেহ সম্মানের লোভ, কেহ-বা দুইই, কেহ-বা বন্ধুত্বের অনুরোধও করিতেছেন। আমি কিছুই চাহি না—আপনাকে বলিয়াছি আপনার মঙ্গল যাতে হয় করিব—তাহা করিবই। আমি কথা বদলাই না।

আপনি দয়া করিয়া এই ঠিকানায় ফাল্গুন, চৈত্র ও বৈশাখ যমুনা পাঠান—B. Promathanath Bhattacharji. 19, Jugal Kisore Das Lane, Calcutta.

এঁরা অর্থাৎ গুরুদাসবাবুর পুত্র তাঁহার নূতন কাগজের জন্য আমার লেখার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন অবশ্য আমার প্রিয়তম বন্ধু প্রমথর খাতিরে, কিন্তু ঐ কথা আমার। যা হোক ফাল্গুন চৈত্র 'যমুনা' তাঁকে দিন—তিনি তাঁর দল আমার কাশীনাথ সম্বন্ধে কিছু গোপন সমালোচনা করিয়াছেন। আরও এই একটা কথা যে, আমি নিয়মিত 'যমুনা' ছাড়া আর কোথাও লিখিব না তাহাতেও একটা কাজ হইবে। আমার লেখা তুচ্ছ করিতে তাঁহারাও সাহস করিবেন না। আমি গণ্ডমূর্খ নই, সে-কথা প্রমথ জানে।

নিরুপমাকে নিজের দলে টানিবার চেষ্টা করিবেন। তিনি সত্যই লেখেন ভাল। এবং বাজারে নাম আছে। অনেক সময়ে এবং বেশীর ভাগ সময়েই আমার চেয়েও তাঁর লেখা ভাল ব'লেই আমার মনে হয়। এর মধ্যে 'মানসী'র শ্রীযুক্ত ফকির বাবুর সহিত যদি দেখা হয় বলিবেন তাঁর পত্র পাইয়াছি এবং শীঘ্র উত্তর দিব। আমারও জ্বর এই জন্য পত্র দিতে পারিতেছি না—শীঘ্র দিব।

আপনি একটা কথা বলিতে পারেন কি? আমার আরও কত দিন শ্রাদ্ধ 'সাহিত্য' কাগজে হইবে? লোকে হয়ত মনে করিবে আমার লেখার ক্ষমতা 'কাশীনাথে'র অধিক নয়। এটাতে যে নাম খারাপ হয়, উপীন বেচারার বোধ হয় সে কথা মনেও ছিল না। তথাপি সে যে আমার আন্তরিক মঙ্গলেচ্ছাতেই এরূপ করিয়াছে, এই জন্যই কোন মতে সহ্য করিয়া আছি। আর উপায়ও নাই। তবে জিজ্ঞাসা করি, আরও ঐ রকমের গল্প তাঁদের হাতে আছে নাকি? যদি থাকে তা

হ'লেই সারা হব দেখচি। আরও একটা আপনাকে বলি। সেদিন গিরীনের পত্র পাই—তাঁহাদের সহিত উপীনের 'চন্দ্রনাথ' লইয়া কিছু বকাবকির মত হইয়া গিয়াছে। তাঁরা যদিও আপনার প্রতি বিরূপ নন, তত্রাচ এই ঘটনাতে এবং কাশীনাথের 'সাহিত্যে' প্রকাশ হওয়া ব্যাপারে তাঁরা চন্দ্রনাথ দিতে সম্মত নন। তাঁরা আমার লেখাকে বড় ভালবাসেন। পাছে হারিয়ে যায় এই ভয় তাঁদের। এবং পাছে আর কোন কাগজওয়ালারা ওটা হাতে পায় এই জন্য সুরেন নকল করিয়া একটু একটু করিয়া পাঠাইবার মতলব করিয়াছে। 'চন্দ্রনাথ' যদি বৈশাখে ছাপা হইয়া গিয়া থাকে আমাকে চিঠি লিখিয়া কিম্বা তার দিয়া জানান 'yes' or 'no', আমি তার পরে সুরেনকে আর একবার অনুরোধ করিয়া দেখিব। এই বলিয়া অনুরোধ করিব যে আর উপায় নাই দিতেই হইবে। যদি ছাপা না হইয়া থাকে তাহা হইলেই ভাল, কেন না চরিত্রহীন ছাপা হইতে পারিবে।

আমাকে গল্প ও প্রবন্ধ পাঠাবেন। অন্যান্য আপনিই দেখিয়া দিবেন। যা-তা গল্প ছাপা নয়, অন্ততঃ হাত থাকিতে ছাপা না হয় এই আমার অভিপ্রায়।

অত্যন্ত তাডাতাড়ি চিঠি লিখিতেছি (কাজের মধ্যেই), সেই জন্য সব কথা তলাইয়া ভাবিতে পারিতেছি না, কিন্তু যাহা লিখিয়াছি তাহা ঠিকই জানিবেন।

দ্বিজুবাবুকে সম্পাদক করিয়া grand ভাবে হরিদাসবাবু কাগজ বাহির করিতেছেন। ভালই। তাঁরা টাকা দিবেন কাজেই ভাল লেখাও পাইবেন। তা ছাড়া তেলা মাথায় তেল দিতে সকলেই উদ্যত, এটা সংসারের ধর্ম্ম! এর জন্য চিন্তার প্রয়োজন দেখি না।

জ্যৈষ্ঠের জন্য যাহা পাঠাইব তাহা বৈশাখের প্রথম সপ্তাহের মধ্যেই

পাঠাইব। শুধু 'চন্দ্রনাথ' সম্বন্ধে উদ্বিগ্ন হইয়া রহিলাম। ওটা কেমন গল্প কি রকম লেখার প্রণালী না জেনে প্রকাশ করা উচিত নয় ব'লে ভয় হচ্চে। যা হোক অতি শীঘ্র এ-বিষয়ে সংবাদ পাবার আশায় রইলাম।

ভাল নই—জ্বরোভাব কাল রাত্র থেকেই হয়ে আছে। না বাড়লেই ভাল। আপনার দেহ কেমন? জ্বর সার্‌ল? ইতি—আপনাদের স্নেহের শরৎ।

রেঙ্গুন, ২৮শে মার্চ ১৯১৩

প্রিয় ফণীবাবু,—এই মাত্র আপনার রেজেষ্ট্রী প্যাকেট পাইলাম। যদি Registry করেন, তবে বাড়ীতে পাঠান কেন? আফিসের ঠিকানাই ভাল—কেন না বাড়ীতে যখন পিয়ন যায় তখন আমি আফিসে থাকি। যদি Unregistered পাঠান তবে বাড়ীর ঠিকানায় দেবেন। প্রবন্ধ দুটি দেখিয়া শুনিয়া শীঘ্রই পাঠাব। বৈশাখের জন্য দেখি বড়ই গোলযোগ। যা হোক এ মাসটা এই রকমে চালান—(১) পথনির্দ্দেশ, (২) নারীর মূল্য এবং অন্যান্য প্রবন্ধ প্রভৃতি। চন্দ্রনাথ ছাপাবেন না, কারণ যদি ছাপানই মত হয় ত একটু নতুন ক'রে দিতে হবে। জ্যৈষ্ঠ থেকে হয় চরিত্রহীন না হয় চন্দ্রনাথ আরও বড় এবং ভাল ক'রে ক্রমশঃ। দেখি সুরেন গিরীন কি জবাব দেয়। বৈশাখে আর বিশেষ কোন উপায় হয় না দেখিতেছি। অবশ্য আপনার claim যে আমার উপর first তাহাতে আর সন্দেহ কি! আমি যে-কটা দিন বাঁচিয়া আছি—আপনাকে বেশী কষ্ট পাইতে হবে না। তবে ভাই, আমার শরীর ত ভাল নয়—তা ছাড়া গল্পটল্প বড় লিখিতেও প্রবৃত্তি হয় না। এ যেন আমার অনেকটা দায়ে প'ড়ে গল্প

লেখা। যা হোক লিখব—অন্ততঃ আপনার জন্যেও। সত্যই এর মধ্যে গল্প লিখে পাঠাবার অনেকগুলি নিমন্ত্রণপত্র আসিয়াছে, কিন্তু আমি বোধ করি প্রায় নিরুপায়! অত গল্প লিখতে গেলে আমার পড়াশুনা বন্ধ হয়ে যাবে। আমি প্রতি দিন ২ ঘণ্টার বেশি কিছুতে লিখি না—১০।১২ ঘণ্টা পড়ি—এ ক্ষতি আমার নিজের আমি কিছুতে করিব না। যা হোক আপনার বৈশাখটা গোলেমালে এক রকম বার হয়ে যাক্, তার পরের মাস থেকে দেখা যাবে। দেখুন প্রথমে আপনার গ্রাহকেরা কি বলে। তার পরে বুঝে কাজ করা। আমার পরম ভাগ্য যে আপনার মাতৃদেবীও আমার খোঁজ নেন। তাঁকে বলবেন আমি ভাল আছি। আশা করি অপরাপর মঙ্গল। বৈশাখেরটা তত ভাল যদি না হয়, একটু না হয় কাগজে সে বিষয়ে উল্লেখ ক'রে দেবেন—যে আমার একটা গল্প প্রায় মাসেই থাকবে।

(আমার ঠিকানাটা আপনি যাকে তাকে দেন কেন?) আমাকে অনেকেই বলেন, বড় কাগজে লিখতে। কেন না, তাতে বেশি নাম হবে। আপনার ছোট কাগজ—ক'টা লোকেই বা পড়ে। অবশ্য এ কথা আমিও স্বীকার করি। লাভ লোকসানের বিচার করতে গেলে তাদের কথাই সত্য এবং সচরাচর সকলেই সেইরূপ করে। কিন্তু আমার একটু আত্মসম্ভ্রমও আছে এবং একটু আত্মনির্ভরও আছে। তাই সকলে যে পথটাকে সুবিধা মনে করেন, আমিও সেটাকে সুবিধা মনে করিলেও আমার সমস্ত আশ্রয়ই তা নয়। আমি ছোট কাগজকে যদি চেষ্টা করিয়া বড় করিতে পারি—সেইটাকেই বেশি লাভ মনে করি। তা ছাড়া আপনাকে অনেকটা ভরসা দিয়েচি। এখন ইতরের মত অন্য রকম করিব না। আমার অনেক দোষ আছে বটে, কিন্তু, সমস্তটাই

দোষে ভরা নয়। আমি অনেক সময়েই নিজের কথা বজায় রাখবার চেষ্টা করি। আপনি চিন্তিত হবেন না। আমার এই চিঠিটা কাহাকেও পড়িতে দিবেন না। যদি বৈশাখে বোঝা যায় গ্রাহক কমিতেছে না, বরং বাড়িতেছে, তাহা হইলে আশা হইবে যে পরে আরও বাড়িবে। 'পথনির্দ্দেশটা' সমস্তটা একেবারেই ছাপিবেন। ক্রমশঃ ছাপিবেন না। আর এক কথা 'নারীর লেখায়' বিস্তর ছাপার ভুল হইয়াছে, এক যায়গায় 'অনুরূপা'র বদলে 'আমোদিনী'র নাম হইয়া গিয়াছে। "ভূমার সঙ্গে ভূমির" ইত্যাদি এটা অনুরূপাব—আমোদিনীর নয়। নিরুপমাকে সন্তুষ্ট রাখিয়া যদি তাহার লেখা বেশি পাইতে পারেন চেষ্টা করিবেন। সে বাস্তবিকই ভাল লেখে। সে আমাব ছোট বোনও বটে, ছাত্রীও বটে।—শরৎ

[এপ্রিল ১৯১৩]

প্রিয় ফণীবাবু,—আমার হইয়া একটা কাজ আপনাকে করিতে হইবে। আমি প্রচলিত মাসিক কাগজগুলার সম্বন্ধে প্রায়ই কিছুই জানিতে পারি না বলিয়া সমালোচনা লিখিতে পারি না। আমি নেহাৎ মন্দ সমালোচক নই—সুতরাং এই দিক্‌টায় একটু চেষ্টা করিব,—অবশ্য যমুনার জন্যই। সেই জন্য আপনাকে অনুরোধ করি, আমার হইয়া দুই তিনটি ভাল মাসিক কাগজ V. P. P. ডাকে যাহাতে এখানে আসে করিয়া দিবেন। আমি দাম দিয়া delivery লইব। 'প্রবাসী', 'সাহিত্য', 'মানসী', 'ভারতী'। লেখা দিয়া কাগজগুলি বিনা পয়সায় গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করি না—অত লেখাই বা পাই কোথায়? অবশ্য দুই একটা এখন খাতিরে পাইতেছি, কিন্তু ও খাতিরে আমার আবশ্যক নাই। বরং লজ্জা পাইতেছি যে তাঁহারা কাগজ

পাঠাইতেছেন, কিন্তু বিনিময়ে আমি কিছুই দিতে পারিতেছি না। মুখ ফুটিয়া এ কথা জানাইতেও লজ্জা করিতেছে। এই সব মনে করিয়াই এই অনুরোধ আপনাকে করি—ঠিকানা 14, Lower Pozoung Street. বৈশাখ থেকে যদি আসে বড় ভাল হয়। আমাদের ক্লাবে কাগজ আসে বটে, কিন্তু সে বড় অসুবিধা। আপনাকে অনেক রকম অনুরোধ করিয়া মাঝে মাঝে ব্যস্ত করিবই। আমার স্বভাবটাই এইরূপ। কিছু মনে করিবেন না—আপনি আমার চেয়ে বয়সে ঢের ছোট। ছোট ভাইয়ের মতন মনে করি বলিয়াই এইরূপ ব্যাগার খাটিতে বলি। অন্য মেলে চিঠি ও লেখা প্রভৃতি পাঠাইব। ইতি—শরৎ

14, Lower Pozoungdoung Street,
Rangoon. 3. 5. 13.

প্রিয় ফণীবাবু,—আপনার পত্র পাইয়াছি এবং প্রেরিত কাগজগুলো অর্থাৎ প্রবাসী, মানসী, ভারতী, সাহিত্য ইত্যাদি সবগুলাই পাইয়াছি। চন্দ্রনাথের যাহা পরিবর্ত্তন উচিত মনে করিয়াছি তাহাই করিয়াছি এবং ভবিষ্যতে এইরূপ করিয়াই দিব। চন্দ্রনাথ গল্প হিসাবে অতি সুমিষ্ট গল্প, কিন্তু আতিশয্যে পুর্ণ হইয়া আছে। ছেলেবেলা অন্ততঃ প্রথম যৌবনে ঐরূপ লেখাই স্বাভাবিক বলিয়াই সম্ভব ঐরূপ হইয়াছে। যাহা হউক, এখন যখন হাতে পাইয়াছি তখন এটাকে ভাল উপন্যাসেই দাঁড় করান উচিত। অন্ততঃ দ্বিগুণ বাড়িয়া যাওয়াই সম্ভব। প্রতি মাসে ২০ পাতা করিয়া দিলেও আশ্বিনের পূর্ব্বে শেষ হইবে কি না সন্দেহ। এই গল্পটির বিশেষত্ব এই যে, কোনরূপ—immoralityর সংস্রব নাই। সকলেই পড়িতে পারিবে। "চরিত্রহীন" artএর হিসাবে

এবং চরিত্র গঠনের হিসাবে নিশ্চয়ই ভাল, কিন্তু এ রকম ধরণের নয়। চরিত্রহীনের জন্য প্রমথ ক্রমাগত তাগিদ দিতেছিল, কিন্তু শেষের তাগিদ এরূপ ভাবে দাঁড়াইয়াছিল যে বুঝি বা আজন্মের বন্ধুত্ব যায়। সেই ভয়ে তাকে আমি চরিত্রহীন পড়িতে পাঠাইয়াছি। অবশ্য কি তাহার মনের ভাব ঠিক বুঝি না, কিন্তু আমার মনের ভাব তাহাকে বেশ সুস্পষ্ট করিয়া লিখিয়া দিয়াছি। এখন তাহার নিকট হইতে জবাব পাই নাই। পাইলে লিখিব। আমার এবং আপনার মধ্যে একটা স্নেহের সম্বন্ধ অতি প্রগাঢ়। আমার বয়স হইয়াছে—এই বয়সে যাহা হয় তাহাকে ইচ্ছামত নষ্ট করি না। কেন আপনি আমার সম্বন্ধে মিথ্যা উদ্বিগ্ন হন 'যমুনা'র উন্নতি আমার সকলের চেয়ে বেশি লক্ষ্য, তাব পরে আর কিছু। চরিত্রহীন সেই অর্দ্ধেক লেখা হইয়াই আছে—কি হবে তাও জানি না, কবে শেষ হবে তাও বলতে পারি না। চন্দ্রনাথটা যাতে এ বৎসরে ভাল হয়ে বার হয় তাব চেষ্টা করতেই হবে—কারণ সেটা already প্রকাশ করা হয়েছে। এ বৎসর যাতে 'যমুনা' অপেক্ষাকৃত প্রসিদ্ধি লাভ করতে পারে, তারই চেষ্টা সব চেয়ে দরকার। তার পরে অর্থাৎ পর-বৎসর আকারটা আরো বৃদ্ধি ক'রে দেওয়া। এ বৎসর গ্রাহক কত? গত বৎসরের চেয়ে কম না বেশি? এটা লিখবেন। আমি যদি অন্য কাগজে লিখে নামটা আরো প্রচার করতে পারতাম তা হ'লে 'যমুনা'র সম্বন্ধে উপকার ছাড়া অপকার হ'ত না, কিন্তু অসুখের জন্য লিখতেই পারি না এবং তাহা হবেও না। তাড়াতাড়ি করলে হবে না ফণীবাবু, স্থির হয়ে বিশ্বাস রেখে অগ্রসর হ'তে হবে। আমি বরাবরই আপনার কাজে লেগে থাকব—কিন্তু, আমার ক্ষমতা বড়ই কম হয়ে গেছে। খাটতে পারি নে। আর একটা সমালোচনা লিখচি—দু-তিন দিনেই শেষ হবে। ঋতেন্দ্র ঠাকুরের বিরুদ্ধে। (বোধ করি একটু অতিরিক্ত তীব্র.

হয়ে গেছে) ফাল্গুনের সাহিত্যে তিনি উড়িষ্যার খোন্দ জাতি সম্বন্ধে একটা প্রবন্ধ লিখেছিলেন, সেটা আগাগোড়াই ভুল। প্রত্নতত্ত্ব যা-তা লেখা না হয় (নাম বাজাবার জন্য), এইটাই আমার সমালোচনার উদ্দেশ্য, ঠিক জানি না ঋতেন্দ্র ঠাকুরের সহিত 'যমুনা'র কিরূপ সম্বন্ধ— যদি উচিত বিবেচনা করেন, ছাপাবেন, না হয় 'সাহিত্যে' দেবেন। না, সে গল্প আজও পাই নি। নিরুপমা দেবীর কোন লেখা পেলেন কি? তাঁকে একটা কিছু ভার দিতে যদি পারেন তা হ'লে খুব ভাল হয়। অবশ্য সৌরীনবাবু যদি আমার অবর্ত্তমানে আমার ভার নেন তা হ'লে তো ভালই হয়, কিন্তু আমার বোধ হয় নিরুপমাও অনেকটা ভার নিতে পারে। স্থরেন, গিরীন, উপীনও। তবে প্রবন্ধ লিখতে এরা পারবে কি না জানি না। প্রবন্ধ লিখতে একটু পড়াশুনা থাকলে ভাল হয়— কেন না তাতে মনে জোর থাকে। গল্পটল্প এঁরা যদি লেখেন আমি তা হ'লে শুধু প্রবন্ধ নিয়েই থাকতে পারি। গল্প লেখা তেমন আসেও না, বড় ভালও লাগেও না। বয়স হয়েচে, এখন একটু চিন্তাপূর্ণ কিছু লিখতেই সাধ হয়। আমার গল্প লেখা অনেকটা জোর ক'রে লেখা। জোরজবরদস্তির কাজ তেমন মোলায়েম হয় না। প্রমথর শেষ চিঠিটা এই সঙ্গে পাঠালাম। আমার নাম যে 'অনিলা দেবী' কেউ যেন না জানে। প্রমথ নাকি 'আমি' আন্দাজ ক'রে D. L Royকে বলেচে। তাকে কড়া চিঠি লিখব।

আপনার কাগজ আমি নিজের কাগজই মনে করি। এর ক্ষতি ক'রে কোন কাজ করব না। শুধু প্রমথকে নিয়েই একটু গোলে পড়েচি। সেও—acquaintance নয়, পরম বন্ধু। চিরদিনের অতি স্নেহের পাত্র। তাহাতেই একটু ভাবিত হই, না হ'লে আর কি। প্রমথর চিঠি থেকে অনেক কথাই টের পাবেন। এখন জ্বর ১০২.৫। জ্বর রেঙ্গুনে হয়

না—কিন্তু আমার জ্বর হয় অন্য কারণে। বোধ করি হার্ট সংক্রান্ত, general health এ দেশের ভালই, তবে আমার সহ্য হচ্চে না। ইতি—আঃ শরৎ।

14, Lower Pozoungdoung Street,
Rangoon. [বৈশাখ ১৩২০]

প্রিয় ফণীবাবু,—গত মেলে চন্দ্রনাথের কতকটা পাঠাইয়াছি। আগামী মেলে আরও কতকটা পাঠাইব। অত্যন্ত পীড়িত। জ্যৈষ্ঠের ‘যমুনা’র জন্য বিশেষ চিন্তিত রহিলাম। মাথার যন্ত্রণা এত অধিক যে কোন কাজ করিতে পারিতেছি না। অক্ষরের দিকে তাকাইবা মাত্রই কষ্ট হয়। বাধ্য হইয়া কাজকর্ম্ম পড়াশুনা সবই স্থগিত রাখিয়াছি। সৌরীন্দ্রবাবুকে আমার আন্তরিক স্নেহাশীর্ব্বাদ দিয়া বলিবেন—এই ত ব্যাপার। যা হয় এ মাসটা এক রকমে চালান—ভাল হ’লে আষাঢ়ের জন্য আর চিন্তা থাকিবে না। আমি সৌরীনকে চিঠি লিখিতে পারিলাম না—তিনি আমাকে যাহা লিখিয়াছেন পড়িয়া সত্যই ভারী খুসী হইয়াছি। আমাকে কাছে ডাকিয়াছেন—দেখি। এমন সব বন্ধু যার তার বড় সৌভাগ্য। “চরিত্রহীন” অর্দ্ধলিখিত অবস্থাতেই প্রমথকে পড়িবার জন্য পাঠাইয়াছি। পুনঃ পুনঃ পীড়াপীড়ি করাতেই—আমি কিছুতেই তাহার অনুরোধ উপেক্ষা করিতে পারিলাম না। ফিরিয়া পাইলে বাকিটা লিখিব। গল্প এ মাসে আর পারিব না—কেন না সময় নাই। একটা সমালোচনা লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলাম, শেষ করিতে পারিলাম না। যদি শেষ হয় আপনার হাতে আসিতে ২৬ তারিখ হইয়া যাইবে—সুতরাং এ মাসে কাজে আসিবে না। বাস্তবিক বড় ভাবিত থাকিলাম—অনেক চেষ্টা করিয়াও লিখিতে পারিতেছি না।

কেহ যদি লিখিয়া লইবার থাকিত তাহা হইলে বলিয়া যাইতে পারিতাম। তাও কাহাকে পাই না। বৈশাখের 'যমুনা' সত্যই ভাল হইয়াছে। সৌরীনের গল্পটি বেশ। প্রবন্ধটিও ভাল।—শরৎ

রেঙ্গুন, ১৪-৯-১৩

প্রিয়বরেষু,—·····আমার সংবাদ যে আপনার মাতৃদেবী গ্রহণ করেন, আমার এ বহু সৌভাগ্যের কথা, আমি বেশ সুস্থ হইয়াছি তাঁহাকে জানাইবেন। আমার সংবাদ লইবার লোক সংসারে প্রায় নাই, সেই জন্য কেহ আমার ভাল মন্দ জানিতে চাহেন শুনিলে কৃতজ্ঞতায় পরিপূর্ণ হইয়া উঠি। আমার মত হতভাগ্য সংসারে খুবই কম।···উপকার করিতেছি, যশ মান স্বার্থ ত্যাগ করিতেছি ইত্যাদি বড় বড় ভাব আমার কোনও দিনই নাই। কোনো দিন ছিল না আজও নাই, এটা আর বেশি কথা কি? যশের কাঙ্গাল হইলে সেই রকম হয়ত ইতি-পূর্ব্বেই চেষ্টা করিতাম, এত দিন এমন চুপ করিয়া থাকিতাম না।········ আরো একটা কথা এই যে, শতদ্বারী চণ্ডীপাঠক হইতে আমার লজ্জাও করে। একটা কাগজে নিয়মিত লিখি এই যথেষ্ট। যে আমার লেখা পড়িতে ভালোবাসে সে এই কাগজই পড়িবে এই আমার ধারণা। তা ছাড়া হোমিওপ্যাথী ডোজে এতে একটু ওতে একটু, অশ্রদ্ধা ক'রে, যা-তা ক'রে, তর্জ্জমা ক'রে, পরের ভাব চুরি ক'রে—এ সব ক্ষুদ্রতা আমার ছেলেবেলা থেকেই নেই। আর এত লিখিতে গেলে পড়াশুনা বন্ধ করিতে হয়, সেটা আমার মৃত্যু না হইলে আর পারিব না।······ আমার ছোট গল্পগুলা কেমন যেন বড় হইয়া পড়ে এটা ভারী অসুবিধার কথা। আরো এই যে আমি একটা উদ্দেশ্য লইয়াই গল্প লিখি, সেটা পরিস্ফুট না হওয়া পর্য্যন্ত ছাড়িতে পারি না। "বিন্দুর ছেলে" আমি

ভাবিয়াছিলাম আপনার পছন্দ হইবে না, হয়ত প্রকাশ করিতে ইতস্ততঃ করিবেন। তাই পাছে আমার খাতিরে অর্থাৎ চক্ষুলজ্জার খাতিরে নিজে ক্ষতি স্বীকার করিয়াও প্রকাশ করেন, এই আশঙ্কায় আপনাকে পূর্ব্বেই সতর্ক করিয়া দিতেছিলাম। অর্থাৎ sincere হওয়া চাই—যদি সত্যই আপনার ভাল লাগিয়া থাকে, ছাপাইয়া ভালই করিয়াছেন—তাতে পাঠক যাই বলুক। "নারীর মূল্য" আগামী বারে শেষ করিয়া আর একটা সুরু করিব। নারীর মূল্যের বহু সুখ্যাতি হইয়াছে। আমি মনে করিয়াছি ১৪টা মূল্য ঐ রকমের লিখিব। এবারে হয় প্রেমের মূল্য, না হয় ভগবানের মূল্য লিখিব। তার পরে ক্রমশঃ ধর্ম্মের মূল্য, সমাজের মূল্য, আত্মার মূল্য, সত্যের মূল্য, মিথ্যার মূল্য, নেশার মূল্য, সাংখ্যের মূল্য ও বেদান্তের মূল্য লিখিব। · চরিত্রহীন মাত্র ১৪।১৫ চ্যাপটার লেখা আছে, বাকিটা অন্যান্য খাতায় বা ছেঁড়া কাগজে লেখা আছে, কপি করিতে হইবে। ইহার শেষ কয়েক চ্যাপটার যথার্থই grand করিব। লোকে প্রথমটা যা ইচ্ছা বলুক, কিন্তু শেষে তাহাদের মত পরিবর্ত্তিত হইবেই। আমি মিথ্যা বড়াই করা ভালোবাসি না এবং নিজের ঠিক ওজন না বুঝিয়াও কথা বলি না, তাই বলিতেছি, শেষটা সত্যই ভালো হইবে বলিয়াই মনে করি। আর moral হোক immoral হোক, লোকে যেন বলে, "হ্যাঁ একটা লেখা বটে।" আর এতে আপনার বদ্‌নামের ভয় কি? বদ্‌নাম হয় ত আমার। তা ছাড়া কে বলিতেছে আমি গীতার টীকা করিতেছি? "চরিত্রহীন" এর নাম!—তখন পাঠককে ত পূর্ব্বাহ্লেই আভাস দিয়াছি—এটা সুনীতিসঞ্চারিণী সভার জন্যও নয়, স্কুলপাঠ্যও নয়! টলষ্টয়ের 'রিসরেক্‌শন্' তাহারা একবার যদি পড়ে তাহা হইলে চরিত্রহীন সম্বন্ধে কিছুই বলিবার থাকিবে না। তা ছাড়া, ভাল বই, যাহা art হিসাবে—Psychology হিসাবে বড়

বই, তাহাতে দুশ্চরিত্রের অবতারণা থাকিবেই থাকিবে। কৃষ্ণকান্তের উইলে নাই?....টাকাই সব নয়, দেশের কাজ করা দরকার; পাঁচ জনকে যদি বাস্তবিক শিখাইতে পারা যায়, গোঁড়ামির অত্যাচার প্রভৃতির বিরুদ্ধে কথা বলা যায়, তার চেয়ে আনন্দের বস্তু আর কি আছে? আজ লোকে আমাদের মত ক্ষুদ্র লোকের কথা না শুনিতে পারে, কিন্তু এক দিন শুনিবেই।....এক দিন এই সঙ্কল্প করিয়াই আমি সাহিত্যসভা গড়িয়াছিলাম, আজ আমার সে সভাও নাই, সে জোরও নাই।—
('যুগান্তর', ৩ মাঘ ১৩৪৪)

রেঙ্গুন, ১০-১০-১৩

প্রিয়বরেষু,—তোমার প্রেরিত 'বড়দিদি' পাইয়াছিলাম, মন্দ হয় নাই। তবে, ওটা বাল্যকালের রচনা, ছাপানো না হইলেই বোধ করি ভাল হইত।

আজকাল মাসিক পত্রে যে সমস্ত ছোট গল্প বাহির হয় তাহার পনেরো আনা সম্বন্ধে সমালোচনাই হয় না। সে সব গল্পও নয়, সাহিত্যও নয়—নিছক কালিকলমের অপব্যবহার এবং পাঠকের উপর অত্যাচার। এবার ....র এতগুলো গল্প বাহির হইয়াছে অথচ একটাও ভাল নয়। অধিকাংশই অপাঠ্য। কোনটার মধ্যে বস্তু নাই, ভাব নাই, আছে শুধু কথার আড়ম্বর, ঘটনার সৃষ্টি আর জোরজবরদস্তির pathos; বুড়ো বেশ্যাকে সাজগোজ করিয়া যুবতী সাজিয়া লোক ভুলাইবার চেষ্টা করা দেখিলে মনের মধ্যে যেমন একটা বিতৃষ্ণা, লজ্জা অথবা করুণা জাগে, এই সব লেখকদের এই সব গল্প লেখার চেষ্টা দেখিলে সত্যই আমার মনে এমনিধারা একটি ভাবের উদ্রেক হয়, তাহা আর যাই হোক, মোটেই healthy নয়। ছোট গল্পের কি দুরবস্থা আজকাল।....

দুই একটা কথা "চরিত্রহীন" সম্বন্ধে বলি। এ সম্বন্ধে লোকে কে কি বলে শুনিলেই আমাকে জানাইবে। এই বইখানার বিষয়ে এত লোকের এত রকম অভিপ্রায় যে ঐ সম্বন্ধে একটা কিছু ঠিক ধারণা করাও শক্ত। immoral ত লোকে বলিতেছেই—কিন্তু ইংরাজী সাহিত্যে যা-কিছু বাস্তবিক ভাল, তাতে এর চেয়ে ঢের বেশি immoral ঘটনার সাহায্য লওয়া হইয়াছে। যাই হোক, সাহিত্যিকদের মতামত আমাকে জানাইয়া দিবে।....('যুগান্তর', ৩ মাঘ, ১৩৪৪)

[শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়কে লিখিত]

14, Lower Pozoungdoung Street,
Rangoon. 20-3-14

প্রিয় হেমেন্দ্রবাবু,—মাঝে অনেক দিন রেঙ্গুনে ছিলাম না, দিন কয়েক পূর্ব্বে ফিরে এসে আপনার চিঠি পাই। গত মেলেই সে চিঠির জবাব দেওয়া আমার উচিত ছিল, কিন্তু, দেহটা সে সময় এতই মন্দ ছিল যে, পাছে, অসঙ্গত কিছু লিখে বসি, এই আশঙ্কায় জবাব দিই নাই। কিছু মনে করিবেন না। শরীরের জন্য আমার সব সময়ে সহজ ভদ্রতাটুকু পর্য্যন্ত রেখে চলা শক্ত হয়ে পড়ে। তবে, ভরসা এই যে আমি বুড়ো মানুষ, আপনাদের কাছে সব সময়েই ক্ষমার্হ।

চরিত্রহীন, বোধ করি আগামী বর্ষের মাঝামাঝি নাগাদ শেষ হবে। সে ঠিক কথা,—শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত সাধারণ পাঠক কি ভাবে ও বস্তুটাকে গ্রহণ করবেন আন্দাজ করা যায় না। আমার লেখার ওপর আপনার অনুগ্রহ দেখে সত্যই বড় সুখী হয়েছি। অনেকেই অনুগ্রহ করেন বটে, কিন্তু, লেখা আমার নিতান্তই মামুলি ধরণের। বিশেষত্ব, আর কি আছে? তবে, এটা ঠিক ক'রে রাখি যেন মনের

সঙ্গে লেখার সঙ্গে ঐক্য থাকে। যা ভাবি, তাই যেন লিখি। এ কি মনে করবে, ও কি বল্‌বে, সেদিকে প্রায়ই তাকাই নে। বোধ করি এই জন্যেই লোকের মাঝে মাঝে ভালও লাগে—কখন বা লাগেও না, তবুও বড় একটা তুচ্ছতাচ্ছল্য ক'রে লেখককে অপমান করতে চায় না। আপনার লেখার বিশেষত্ব আছে। আমার খুব ভাল লাগে। অনেক দিন পূর্ব্বে ফণিকে ব'লে পাঠাই যেন সে আপনার অনুগ্রহটা বেশী ক'রে আদায় করবার বিশেষ চেষ্টা করে। আমার বাঙ্‌লা ভাষার ওপর মোটেই দখল নেই বল্‌লে চলে—শব্দ সঞ্চয় খুব কম। কাযেই আমার লেখা সরল হয়—আমার পক্ষে শক্ত ক'রে লেখাই অসম্ভব। আমার মূর্খতাই আমার কাযে লেগেচে। আচ্ছা, ভারতবর্ষে, "হরিদ্বার" প্রভৃতি ভ্রমণবৃত্তান্তে 'হেমেন্দ্রনাথ রায়' স্বাক্ষর করা ছিল, সে কি আপনিই ? এ কথাটার জবাব দেবেন।

মাঝে মাঝে সময় পেলে সম্বাদ দেবেন। আপনার চিঠিটা যে কোথায় রেখেচি, খুঁজে পেলাম না, তাই ফণির ঠিকানায় পাঠালাম। হয়ত সব কথার জবাব দেওয়া হ'ল না। শরীরটাও বড় দুর্ব্বল ঠেকচে। আজ এই পর্য্যন্ত—পর-পত্রে অপরাপর কথা জানাব। আমার অনেক কথাই বল্‌বার আছে।

ফণিকে এবং 'যমুনা'কে একটু দেখবেন। আপনি যদি সত্যই দেখেন, আমার তাহ'লে অর্দ্ধেক ভাবনা কমে যায়। এটা আমার আন্তরিক কথা—মন যোগানো কথা নয়। মন যোগানো কথা বড একটা বলিও নে।—আপনাদের অনুগ্রহাকাঙ্ক্ষী শ্রীশরৎ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

[শ্রীহরিদাস চট্টোপাধ্যায়কে লিখিত]

54, 36th Street, Rangoon.
15. 11. 15

প্রিয়বরেষু,— ....“শ্রীকান্তর ভ্রমণকাহিনী” যে সত্যই ‘ভারতবর্ষে’ ছাপিবার যোগ্য আমি তাহা মনে করি নাই—এখনও করি না। তবে যদি কোথাও কেহ ছাপে এই মনে করিয়াছিলাম। বিশেষ, তাহাতে গোড়াতেই যে সকল শ্লেষ ছিল, সে সকল যে কোন মতেই আপনার কাগজে স্থান পাইতে পারে না, সে ত জানা কথা। তবে, অপর কোন কাগজেব হয়ত সে আপত্তি না থাকিতেও পাবে এই ভরসা করিয়াছিলাম। সেই জন্যই আপনার মাবফতে পাঠানো। যদি বলেন ত আরও লিখি—আরও অনেক কথা বলিবার রহিয়াছে। তবে ব্যক্তিগত শ্লেষ বিদ্রূপ ঐ পর্য্যন্তই। তবে শেষ পর্য্যন্ত সব কথাই সত্য বলা হইবে।

আমার নামটা যেন কোন মতেই প্রকাশ না পায়।...ওটা কি ? অবশ্য শ্রীকান্তর আত্মকাহিনীর সঙ্গে কতকটা সম্বন্ধ ত থাকিবেই, তা ছাড়া ওটা ভ্রমণই বটে। তবে ‘আমি’ ‘আমি’ নেই। অমুকের সঙ্গে শেকহ্যাণ্ড কবিয়াছি, অমুকের গা ঘেঁসিয়া বসিয়াছি—এসব নেই।.... রবিবাবু নিজের আত্মকাহিনী লিখিয়াছিলেন, কিন্তু নিজেকে কেমন করিয়াই না সকলেব পিছনে ফেলিবার সফল চেষ্টা করিয়াছেন! যাহারা লিখিতে জানে না, অর্থাৎ যাহাদের লেখার পরখ হয় নাই, তা তাহারা যত বড় লোকই হোক, না জানিয়া তাহাদের দীর্ঘ লেখা ছাপিবার অনেক দুঃখ। ইহারা মনে করে সব কথাই বুঝি বলা চাইই। যা দেখে, যা শোনে, যা হয়, মনে করে সমস্তই লোককে দেখান শোনান দরকার। যারা ছবি আঁকিতে জানে না, তারা যেমন

তুলি হাতে করিয়া মনে করে, যা চোখের সামনে দেখি সবই আঁকিয়া ফেলি। কিন্তু দীর্ঘ অভিজ্ঞতায় সে-ই শেষে টের পায়—না, তা নয়। অনেক বড় জিনিস বাদ দিতে হয়, অনেক বলিবার লোভ সম্বরণ করিতে হয়—তবে ছবি হয়। বলা বা আঁকার চেয়ে না-বলা, না-আঁকা টের শক্ত। অনেক আত্মসংযম অনেক লোভ দমন করিতে হয়, তবেই সত্যিকারের বলা এবং আঁকা হয়।

বাঃ এ যে আপনাকেই লেকচার দিচ্চি! মাপ করবেন—এসব আমার চেয়ে আপনি নিজেই ঢের বেশি জানেন—সে আমি খুব জানি। যাই হোক শ্রীকান্ত প'ড়ে লোকে কি রকম ছি ছি করে দয়া ক'রে আমাকে জানাবেন। তত দিন শ্রীকান্ত একটি ছত্রও আর লিখব না।

আমি আবার একটা গল্প লিখচি। অর্থাৎ শেষ করব ব'লে লিখচি। ভালই হবে। comedy হবে, tragedy নয়। দেখি কত শীঘ্র শেষ হয়।

এ গল্পটা গোরার 'পরেশবাবুর' ভাব নেওয়া। অর্থাৎ নিজেদের কাছে বলতে 'অনুকরণ'। তবে ধরবার যো নেই। সামাজিক পারিবারিক গল্প। আমার ত মনে মনে বড় উৎসাহ হয়েছে যে চমৎকার হবে। তবে কি থেকে যে কি হয়ে যাবে বলবার যো নেই।....

Rangoon. 7. 12. 15

প্রিয়বরেষু,—...নূতন গল্পটা আশা করি ঠিক সময়েই পাঠাইতে পারিব। তা যদি না পারি একটা ছোট গল্প পাঠাইয়া দিব। কারণ, অসম্পূর্ণ গল্প আপনাকে আমিও পাঠাইতে চাহি না এবং তাহা সম্পূর্ণ হইবার

ভরসায় ছাপাইতে বলিতেও আমি পারি না। তবে চন্দর কান্তের কাহিনী স্বতন্ত্র। এ সম্বন্ধে একটা কথা যদি নির্ভয় দেন ত বলি। এই কাহিনীটাকে সম্পাদক মহাশয়েরা দয়া করিয়া যেন নেহাৎ তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য না করেন। আমার বড আশা আছে—ইহা অন্ততঃ যে-সকল লেখা ছাপা হয় এবং হইয়াছেও তাহাদের নিতান্ত নীচের আসনের যোগ্যও নয়। অনেক সামাজিক ইতিহাস ইহার ভবিষ্যৎ জঠরে প্রচ্ছন্ন আছে। আমার অনেক চেষ্টা ও যত্নের জিনিস অন্ততঃ বন্ধুবান্ধবের কাছেও একটু খাতির পাইবার মত হইবেই। প্রথমটা অবশ্য খুবই খারাপ—তা অনেক সত্যকার ভাল জিনিসেরও প্রথমটা মন্দ এমন দেখাও যায় ত। এই আমার কৈফিয়ৎ। এবার ছাপা হবে কি? হাতের লেখা ছাপার অক্ষরে দেখার আশাতেই ওটা দেওয়া সে ত ভূমিকাতেই লেখা আছে।...আপনার শরৎ।

54, 36th Street, Rangoon.
22. 2. 16

করকমলেষু,—অনেক দিন আপনার পত্র পাই নাই। আশা করি সমস্ত ভাল। ভায়া, আমি এবার বড়ই পড়িয়াছি। সুদূর হইতে প্রমথ ভায়ার বাতাস লাগিল না কি হইল বুঝিতে পারিতেছি না। এ আবার আরও খারাপ। এ শুনি বর্মাদেশের ব্যারাম—দেশ না ছাড়িলে কোন দিন এও ছাড়ে না। তাই দুয়ের এক বোধ করি অনিবার্য্য হইয়া উঠিতেছে। কি জানি, ভগবান্ই জানেন। ভয় হয়, হয়ত বা চিরজীবন পঙ্গু হইয়াই বা যাইব।....মানসিক চঞ্চলতাবশতঃ কিছুই কাজ করিতে ইচ্ছা হয় নাই—এই কথাটি জলধর দাদাকে জানাইয়া এই "সমাজ ধর্ম্মের মূল্য" পড়িতে দিবেন।

ইহার fair copy করা এইটুকু মাত্র পারিয়াছিলাম—বাকি লেখাটা fair করিয়া পরে পাঠাইতেছি। তার পরে যাহা লিখিব মনে করিয়াছি তাহা শুদ্ধমাত্র অপরাপর দেশের সামাজিক নিয়মকানুনের সহিত আমাদের দেশের সমাজের একটা তুলনামূলক সমালোচনা ছাড়া আর কিছু না, সুতরাং সেদিকে কোনরূপ ব্যক্তিগত সমালোচনার ভয় নাই। জানি না এ প্রবন্ধ 'ভারতবর্ষে' ছাপাইবার তাঁহার প্রবৃত্তি হইবে কি না, কিন্তু যদি না হয়, এটা আপনি ফেরত পাঠাবেন, আমি ধীরে ধীরে সমস্তটা লিখিয়া একটা পুস্তকের মত করিয়া রাখিব। এবং ভবিষ্যতে ইহার ব্যক্তিগত অংশগুলি বাদ দিয়া ছাপাইবার চেষ্টা করিব। বাস্তবিক, ভায়া, এই Sociology লইয়াই বহু দিন কাটাইয়াছি—অনেক কথা বলিবার জন্য প্রাণটা যেন আনচান্ করে। অথচ, কি করিয়া যে এ সকল বেশ ভদ্রলোকের মত বলা যায় তাও ঠিক করিতে পারি না।....

জলধরদাকে অনেক আশা দিয়াছিলাম, কিন্তু গল্প লেখা মানসিক সুস্থিরতার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে। যদি অদৃষ্ট আমার চিরকালের মত ভাঙিয়াও থাকে, তাহাও যদি ঠিক জানিতে পারি, তাহা হইলেও ধীরে ধীরে এই মহাদুঃখ বোধ করি সহিয়া যাইবে। হয়ত বা, তখন এই পঙ্গু হওয়াটাকেই ভগবানের আশীর্ব্বাদ বলিয়া মনেও করিব এবং স্থিরচিত্তে গ্রহণ করিতেও পারিব। আমার এই কাঠির মত শরীরে এইরূপ একটা ব্যামো যে কখনও সম্ভব হইতে পারিবে তাহাও মনে করি নাই। আর তাই যদি হয়—হয়ত বা শেষে ইহারই আমার আবশ্যকতা ছিল! ছেলেবেলা ভগবান্‌কে বড় ভালবাসিতাম—মাঝে বোধ করি সম্পূর্ণ হারাইয়াছিলাম, আবার শেষ বয়সে যদি তিনিই দেখা দিতে আসেন—তাই ভাল।...

[মার্চ ১৯১৬]

প্রিয়বরেষু,—আপনার পত্র পাইয়াছি। কিন্তু আজকাল সপ্তাহে মাত্র একখানি করিয়া জাহাজ যায় বলিয়া জবাবে এত দেরি হইল।

আমার অসুখের কথা শুনিয়া আপনি যাহা লিখিয়াছেন, আমি বোধ করি তাহা কল্পনা করিতেও ভরসা করিতাম না। অন্তরের সহিত আশীর্ব্বাদ করি, দীর্ঘজীবী এবং চিরসুখী হোন। ভগবান্ আপনাকে কখনো যেন কোন বিশেষ দুঃখ না দেন।

আমি পীড়িত—এখানে সারিবে বলিয়া আর ভরসা করি না। দেহের আর সমস্ত বজায় রাখিয়াও জগদীশ্বর আমাকে যদি পঙ্গু করিয়াই শাস্তি দেন—তাই ভাল। মাঝে মাঝে মনে করি বোধ করি আমার চলিয়া বেড়ানো শেষ হইয়াছে বলিয়াই তিনি পা দুটা বন্ধ করিয়া এবার শুধু হাত দিয়া কাজ করিতেই বলেন। তবে, এর একটা দোষ এই যে হজম করিবার শক্তিও নাশ হইয়া আসিতে থাকে। এইটাই কোন স্বাস্থ্যকর স্থানে থাকিয়া পোষাইয়া লওয়া চাই।

আপনি আমাকে যাহা দান করিতে চাহিয়াছেন, সেই আমার যথেষ্ট। এই এক বৎসরের মধ্যে যদি মরিয়া না যাই, তাহা হইলে হয়ত বা টাকাকড়ির দেনাটা শোধ হইতেও পারে—অবশ্য কৃতজ্ঞতার দেনা ত শোধ হইবার নয়।

আর যদি মরি—আপনাকে write off করিতেই হইবে।

আমি এক বৎসরের ছুটি লইয়াই যাইব। যে মেলের টিকিট পাইতে পারিব, তাহাতেই চলিয়া যাইবার আন্তরিক বাসনা।··· আপনি আমাকে ৩০০৲ তিন-শ টাকা পাঠাইয়া দেবেন। তাহা হইলেই বেশ যাইতে পারি।···

এই হতভাগা স্থানটা পরিত্যাগ করিয়া—আপনার আমার জন্য

এই সমস্ত অতিরিক্ত আর্থিক ক্ষতির যদি কতকটা কমাইয়া আনিতে পারি—এই একটা বৎসর সেই চেষ্টাই করিব।

আমি একটু ভাল আছি। ফোলাটা একটু কম। কবিরাজী তেল মালিশ করিয়া দেখিতেছি। এটা ভাল কি মন্দ আগামী পূর্ণিমা নাগাদ টের পাইব। আমার কোটী কোটী আশীর্ব্বাদ জানিবেন। এমন করিয়া আশীর্ব্বাদ বোধ করি আপনাকে কম লোকেই করিয়াছে। ছুটিতে আপিস হইতে কি পাইব জানি না—এখানকার নিয়ম-কানুন সবই বড় সাহেবের মর্জ্জি। যাই পাই—আপনি যা আমাকে দিবেন সে-ই আমার বাস্তবিকই যথেষ্ট।

[মার্চ ১৯১৬ ?]

…কাল আপনাব দেওয়া তিন-শ টাকা পাইয়াছি। ১১ই এপ্রিলের পূর্ব্বে আর কিছুতেই টিকিট পাওয়া যাইতেছে না।…

[মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়কে লিখিত]

14, Lower Pozoungdoung Street
Rangoon. 7. 1. '14

প্রিয় মণিবাবু,—অনেক দিন হইয়া গেল আপনার চিঠির জবাব দিই নাই। এই ত্রুটির জন্য নিজেই লজ্জিত হইয়া আছি, ইহার উপর আপনি আর যেন কিছু মনে করিবেন না।

আপনার লেখার সমালোচনা শুনিয়া আপনি যে দুঃখিত হন নাই একথা আপনার নিজের মুখে শুনিয়া বড় স্বস্তি পাইলাম। মাঝে মাঝে ভাবিতাম, আমার নিজের ত এই বিদ্যা, অপরের দোষ দেখাই, হয়ত বা তিনি কি ভাবিয়াছেন। যাক্—বড় সুখী হইয়াছি।

আমি তার পরেও আপনার বইটা আর একবার আগাগোড়া পড়িয়াছিলাম, সত্যই খুব ভাল লাগিয়াছে—এবার আরও যেন একটু বেশি করিয়া বুঝিয়াছি, কেন, এ লেখা সকলের আমার মত ভাল লাগে না। যথার্থই আপনার লেখার toneটা কবির মত। abstract ভাবের কবিতা যে-সব লোকের ভাল লাগে না, তাদেরই আপনার লেখা ভাল লাগে না একথা নিশ্চয় বলিতে পারি।

যে-সব কবিতায় বা ছোট গল্পে অনেক fact আছে, ঘটনা আছে, ভাবটা নিতান্ত সাদাসিদা সাংসারিক, আমি দেখিয়াছি বেশি লোকেরই তা ভাল লাগে, তারা সেটা বোঝে ভাল, কেন না বোঝা সহজ। এইখানে আরো একটা কথা বলি। অনেক দিন পূর্ব্বে বসুমতী কাগজে আপনাব 'বিন্দু'র সমালোচনা (?) করিয়া বলে, "হিন্দুব বিধবাব বাত্রে আর এক বাড়িতে যাওয়া, কি রুচি, ইত্যাদি ইত্যাদি"। (আমার এক বন্ধু এই সমালোচনার কথাটা আমাকে জানান—আমি নিজে ঠিক কথাগুলা দেখি নাই।) সেইটা শুনিয়া একবার আমার মনে হয় এই লোকটার স্পর্দ্ধার মত আমিও একটা কঠিন প্রতিবাদ করিয়া কোন কাগজে ছাপাইয়া দিই—আমার মনে হইয়াছিল বলিব এবং খুব কড়া করিয়াই বলিব, "লেখকের রুচি খুব ভাল, শুধু তুমি গোঁড়া এবং নির্ব্বোধ তাই ইহাতে দোষ দেখিয়াছ"। বিন্দুব অপরাধটা যে কি আমি তাহা ত কোনমতেই ভাবিয়া পাইলাম না। সে বেচারা আর একটা নিতান্ত নিরুপায় হতভাগা সঙ্গীকে রাত্রিতে লুকাইয়া দেখিতে গিয়াছিল, যদি আবশ্যক হয়, এক ফোঁটা মুখে জল দিবে কিম্বা এম্‌নি একটা কিছু করিবে —এই ত। এইতেই মহাভারত অশুদ্ধ হইয়া গেল। হয়ত বা মনে মনে একটু স্নেহও করিত—খেলার সঙ্গী—ইহা কি দোষের না রুচিবিগর্হিত? কারণ, সে বিধবা—অর্থাৎ, হিন্দুর বিধবার সুমুখে কেউ যদি মরে, আর

সে যদি একটা আঙ্গুল দিয়া স্পর্শ করিলেও সে বাঁচে, হিন্দু বিধবা তাও যেন না করে—যেহেতু সে বিধবা এবং যে লোকটা মরিতেছে সে পরপুরুষ! এই ইহাদের হিন্দু বিধবার আদর্শ!

মনে হয়, লোকগুলা এতটাই সঙ্কীর্ণ মন লইয়া পরের দোষ দেখাইবার স্পর্দ্ধা করে এবং দেখায়, এবং লোকে সেই সমালোচনা পড়িয়া বলে "ঠিক ত। ঠিক কথাই বলিয়াছে!"

আমি ঠিক বলিতে পারি না সমালোচনা কিরূপ ছিল, যেমন আমার বন্ধুর কাছে শুনিয়াছি সেইমত বলিলাম। আপনি নিজে হয়ত এই সমালোচনা দেখিয়াছেন।

আবার কতকগুলো পাঠকে মনে করে, যেথানে সেথানে জপতপ আর সন্ন্যাসী আর হিন্দু ধর্ম্মের বড় বড় কথা না থাকিলে সে গল্প বা উপন্যাস কোন মতেই ভাল হইতে পারে না।

আপনি লিখুন দেখি কোন বিধবার বিবাহ হইয়াছে—আপনার আর রক্ষা থাকিবে না—মার্ মার্ শব্দ করিয়া সব ছুটিয়া আসিবে। আর এই লোকগুলা নিতান্ত বেহায়া গালিগালাজ করিতে বিশেষ পটু, সেইটাই ইহাদের জোর—অর্থাৎ এরা চীৎকার করিয়া এবং গায়ের জোরে জিতিবার চেষ্টা করে এবং জিতিয়াও যায়।

দিন দিন আমাদের সাহিত্য যেন একেবারে এক ছাঁচে ঢালা গোছ হইয়া উঠিতেছে—প্রতি দিন সঙ্কীর্ণ হইতে সঙ্কীর্ণতর হইয়া উঠিতেছে। { তাই এক এক [বার] আমার মনে হয়, উচ্ছৃঙ্খল লেখা লিখিতে সুরু করিয়া দিব—কেবল রাগের উপরেই যা-তা লিখিয়া ফেলিব! } আমি কিছু দিন পূর্ব্বে আমার দিদির নামে "নারীর মূল্য" বলিয়া একটা প্রবন্ধ লিখি। আমার দিদি ব্যাপারটা আমাকে চিঠিতে লিখিয়া পাঠান আমি সেইটাকে বড় করিয়া লিখি।

এজন্য আত্মীয় বন্ধুবান্ধবেরা কত যে আমাকে চোখ রাঙাইয়াছেন তাহা লিখিয়া জানান যায় না। কেহ কেহ এমনও বলিয়াছিলেন, আমি ম্লেচ্ছভাবাপন্ন—ঠিক হিন্দু নই। অথচ, হিন্দুধর্ম্মকে আমি এক তিলও কটাক্ষ করি নাই ইহার গোঁড়ামিকে আক্রমণ করিয়াছিলাম মাত্র। কত লোকে কত সমালোচনা (ভয়ানক প্রতিবাদ) করিবেন বলিয়া ভয় দেখাইলেন, অথচ, আজ পর্য্যন্ত কেহই কিছু করিলেন না। সেই সময়ে আমার এক মামা চিঠি লিখিলেন আমি মনে মনে ব্রাহ্ম বাহিরে হিন্দু। অথচ, আমার গলায় তুলসীর মালা আছে, সন্ধ্যা-আহ্নিক না করিয়া জলগ্রহণ করি না, যার তার হাতে জল পর্য্যন্ত খাই না। (কিছু মনে করিবেন না মণিবাবু, আপনার কাছে এ-সব বলা অন্যায়।) আমি যা' তাই শুধু আপনাকে বলিলাম। এ-সব থাকা সত্ত্বেও তাঁরা আমাকে কত যে গালিগালাজ করিলেন এবং আমি বাহিরে ভড়ং করি বলিয়া শাসাইয়া দিলেন তাহা আর কত লিখিব। তার পরেই পীড়িত হইয়া পড়িলাম, না হইলে ইচ্ছা ছিল, ঐ রকম করিয়া "ঠাকুর দেবতার মূল্য" এবং "হিন্দু শাস্ত্রের মূল্য" বলিয়া প্রবন্ধ সুরু করিব। যাক্‌ নিজের কথাতেই চিঠি পূর্ণ করিয়া দিলাম—কেমন আছেন? শরীর সারিল কি? নূতন কিছু লিখিলেন? হাঁ ভাল কথা, যা লিখিবেন শেষটায় অস্থির (impatient) হইয়া শেষ করিবেন না—এইখানে বোধ করি আপনার দোষ হয়।—আপনার শ্রীশরৎ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

একটা অনুরোধ, যাহাই এই চিঠিতে লিখিয়া থাকি না কেন দোষ লইবেন না—যদি বা কিছু অন্যায় বলিয়াও থাকি তাহা হইলেও।

পুঃ—আপনার ভাষার দু-একটা তুচ্ছ খুঁত লইয়া প্রায়ই লোক-জনকে হৈ চৈ করিতে দেখি। অবশ্য, আমি নিজে আপনার (ওই

খুঁতগুলার) মত লিখি না, কিন্তু, দোষও দেখি না। আপনি জানিয়া শুনিয়াই ঐ ভাষা এবং বানান লিখিতেছেন—বেশ করিতেছেন। যাহা ভাল বলিয়া বুঝিয়াছেন—শুধু পরের কথায় ছাড়িবেন না। তবে, যদি নিজে দেখেন ওগুলা বদলান আবশ্যক, তখন বদলাইবেন।

[শ্রীসুধীরচন্দ্র সরকারকে লিখিত]

[ডিসেম্বর ১৯১৫]

প্রিয় সুধীর,—কাল রাত্রে তোমার পত্র পাইলাম। বিলম্ব যে হইতেছে এবং তাহাতে যে ক্ষতি হইতেছে সে কি জানি না? তবে, প্রায় অধিকাংশই নূতন করিয়া লিখিতে হইতেছে। যদি দু-এক মাস দেরি হয় বরং সে ভাল, কিন্তু পাছে এমন করিয়া সুরু করিয়া খারাপ হইয়া শেষ হয়, সেই আমার বড় ভয়।

তবে, আর ছাপা বন্ধ হইবে না, পরের মেলেই এতটা যাবে। হয়ত বেশী হইবে। আর একটা কথা, rewrite করার জন্য অনেক সময় ভয় হয়, পাছে যাহা একবার পূর্ব্বে বলিয়াছি, হয়ত আবার তাহা বলিতে পারি। যতটা ছাপা হইয়াছে, তাহার অনেক copy আমি পাই নি। যদি registry করিয়া সমস্ত ছাপাটা পাঠাও বোধ করি সিকি পরিশ্রম আমার কমিয়া যায়। অতি অবশ্য সবটুকু গোড়া হইতে পাঠাইয়া দিবে। তাড়াতাড়ি করিয়া ত সবটুকু ১৫ দিনে হয়; কিন্তু সে কি ভাল? তবে আর যত বিলম্বই হোক মাঘ মাসের শেষে বেশি ছাপা শেষ হয়ে যেতে পারবেই। আমার হাতের অবস্থা ঠিক তেমনি, বোধ করি আর ভালই হবে না। ইচ্ছা আছে ফাল্গুন মাসে কলিকাতায় যাব। আমার স্নেহাশীর্ব্বাদ জানিবে। ইতি—

('আনন্দবাজার পত্রিকা,' ৮ মাঘ ১৩৪৪)

[১৪ মার্চ ১৯১৬]

....শুনিয়াছ বোধ হয়, আমি প্রায় পঙ্গু হইয়া গিয়াছি। হাঁটিতে পারি না বলিলেই চলে। তবে লেখাপড়ার কাজ পূর্ব্বের মতই করিতে পারি। কিন্তু মন এত বিমর্ষ যে, কোন কাজে হাত দিতে ইচ্ছা করে না—করিলেও তাহা ভাল হয় না। শুধু যেগুলা আগে লেখা ছিল—অর্থাৎ অর্দ্ধেক, বারো আনা, চার আনা, এমন অনেক লেখাই আমার আছে—সেইগুলাই কোনমতে জোড়া-তাড়া দিয়া দিই। চরিত্রহীন সম্বন্ধে ওটা করিতে চাই নাই বলিয়াই এত দিন ২ অধ্যায় করিয়া পাঠাইতেছিলাম। এবার তুমি আমার কাছে বসিয়া না হয় সবটা ঠিক করিয়া লইয়ো। আমি কবিরাজী চিকিৎসার জন্য কলিকাতা যাইতেছি। এক বৎসর থাকিব। ১১ই এপ্রিল রওনা হইব। কারণ, তার আগে আর টিকিট পাওয়া কোন মতেই গেল না। আজকাল সপ্তাহে একটা, কখনও বা দেড় সপ্তাহে এক-খানা করিয়া জাহাজ ছাড়িতেছে। ...বেশ ত আসতে ইচ্ছা কর এসো। কিন্তু টিকিট পাবে কি? ('আনন্দবাজার পত্রিকা,' ৮ মাঘ ১৩৪৪)।

['প্রবাহ', আশ্বিন ১৩৪৫]

54, 36th Street, রেঙ্গুন, ১০. ৩. ১৬.

পরমকল্যাণবরেষু,—আমি বৃদ্ধ বলিয়া আপনাকে আশীর্ব্বাদ করিতেছি। আমার সহিত পরিচয় না থাকা সত্ত্বেও আমাকে পত্র লিখিয়াছেন, ইহাকে পরম সৌভাগ্য জ্ঞান না করিয়া ধৃষ্টতা মনে করিব, এত বড় উঁচু মন আমার নাই।

তবে, আপনার চিঠির জবাব দিতে বিলম্ব হইয়াছে। তাহার প্রথম কারণ, আজকাল ১০।১২ দিনের মধ্যে মেল থাকে না। দ্বিতীয় কারণ, আমি বড় পীড়িত।

অবশ্য আমার এ বয়সে আর অসুখ-বিসুখের বিরুদ্ধে অভিযোগ করা শোভা পায় না, তবুও প্রাণের মায়াটা ত কাটিতে চায় না—তাই মাঝে মাঝে মনে হয় আর কিছু দিন অপেক্ষা করিয়া চল্লিশের ও-পারে গিয়া এ-সব ঘটিলেই সব দিকেই দেখিতে ভাল হইত। নিজের মনটাও আর খুঁত খুঁত করিতে পারিত না। কিন্তু সে কথা থাক্।

পল্লীসমাজ আপনার মন্দ লাগে নাই, ববং ভালই লাগিয়াছে শুনিয়া আনন্দিত হইয়াছি। বাল্য এবং যৌবন কালটার অনেকখানি পাড়াগাঁয়েই আমার কাটিয়াছে। গ্রামকেই বড় ভালবাসি। তাই দূরে বসিয়াও যে দুই চারিটা কথা মনে পড়িয়াছে তাহা লিখিয়াছি—স্মরণশক্তিও আর বুড়া বয়সে নাই—তবুও যে কতক কতক মিলিয়াছে, এ আমার বাহাদুরি বই কি। তবে কিনা পাড়াগাঁয়ের লোকে যদি নিজের মনের সহিত মিলাইয়া লইয়া সত্য কথাগুলাই বলিবার চেষ্টা করে, তাহা হইলে কথাগুলা চলনসই প্রায়ই হয়। অন্ততঃ ভুলচুক তত হয় না, যত কলিকাতা বা সহরের বড়লোকে কল্পনা করিয়া বলিতে গেলে হয়।

তার পরে প্রতিকারের উপায়। উপায় কি, সে পরামর্শ দিবার সাধ্য কি আমার আছে? সে অনেক শক্তি, অনেক অভিজ্ঞতার কাজ। আমার মুখ দিয়া সে-কথা বাহির করা কতকটা ধৃষ্টতা নয় কি? তবুও, মনের ঝোঁকে মাঝে মাঝে বলিয়াও ফেলিয়াছি ত! যেমন, প্রতিকার আছে শুধু জ্ঞান বিস্তারে। আর যারা প্রতিকার করিতে চায়, তাহাদের মানুষ হইতে হইবে গ্রাম ছাড়িয়া দূরে গিয়া,—বিদেশে বাহির হইয়া। কিন্তু কাজ করিতে হইবে গ্রামে বসিয়া এবং গ্রামের ভাল মন্দ সকল প্রকার লোকের সহিত ভাল করিয়া মিল করিয়া লইয়া—তবে। এইটা বড় দরকারী জিনিস। এই ধরণের দু'টা চারটা কথা।

বিশ্বেশ্বরীর কথাগুলা হয়ত আপনার তেমন দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারে নাই।—যদি আপনার ধৈর্য্য রাখা সম্ভবপর হয়, আর একবার তাঁর কথাগুলায় চোখ বুলাইয়া লইলে যেগুলা প্রথমে নজরে পড়িতে পারে নাই, দ্বিতীয় বারে হয়ত চোখে লাগিতেও পারে। তবে এ কথাও সত্য যে, চোখে পড়িলেও সে-সব কথার এমন কিছু সত্যকার মূল্য নাই, যার জন্য আর একবার পড়িয়া সময় নষ্ট করা যাইতে পারে। সেটা আপনার ইচ্ছা।

একে একে মোটের উপর প্রায় সব কথাই হইল। বাকি রহিল শুধু ঐ শিষ্যত্বের কথাটা।

গুরু হইবার ভারি শক্তি ছিল আমার বয়স যখন ১৮ পার হয় নাই। তখন যাঁদের গুরুগিরি করিয়াছিলাম, এখন তাঁরা আমাকে ডিঙাইয়া এত উঁচুতে গিয়াছেন যে, তাঁদের নাম যদি করি, আপনার বিস্ময় রাখিবার স্থান থাকিবে না যে, আমি তাঁদেরও এক সময়ে লেখা পড়িয়া কাটিয়া কুটিয়া দিয়াছি, ভালমন্দ মতামত প্রকাশ করিয়াছি এবং পথ দেখাইয়া দিয়াছি!

তার পর যত অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছি, ঐ ক্ষমতাটা ততই হারাইয়াছি। এখন—আজকাল একেবারেই আর নাই। আমি শিখাইব আপনাদের এ-কথা আর ত মনে আনিতেই পারি না।

এ পত্র যত দিনে আপনার হাতে পড়িবে, সেই সময় আমিও সম্ভবতঃ তোড়জোড় বাঁধিয়া রেঙ্গুন ছাড়িয়া জাহাজে চড়িব। দেহটা যদি দেশ বদলাইলে একটু সারে এই আশা।

আর একবার বুড়া মানুষের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিবেন। ইতি—

বিবিধ পত্র

এই বিভাগে মুদ্রিত প্রমথ চৌধুরীকে লিখিত পত্র চারিখানি শ্রীমতী ইন্দিরা দেবীর ও লীলারাণী গঙ্গোপাধ্যায়কে লিখিত পত্রগুলি তদীয় পুত্রবধূ শ্রীমতী মিনতি দেবীর সৌজন্যে প্রাপ্ত। শ্রীহরিদাস চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীদিলীপকুমার রায় তাঁহাদিগকে লিখিত শরৎ চন্দ্রের মূল পত্রগুলি আমাকে দেখিতে ও প্রয়োজন-মত ব্যবহার করিতে অনুমতি দিয়াছেন। এই সকল পত্রের অনেকগুলি সর্ব্বপ্রথম এই পুস্তকে মুদ্রিত হইল। শ্রীপ্রসন্নকুমার পাল একদা 'বেণু'র সম্পাদক ছিলেন; তিনি 'বেণু'র পৃষ্ঠা হইতে শরৎ চন্দ্রের পত্র দুইখানি উদ্ধার করিয়া দিয়াছেন। অপরাপর পত্রগুলি যেখান হইতে গৃহীত, তাহার নির্দ্দেশ যথাস্থানে দেওয়া হইয়াছে।

[প্রমথ চৌধুরীকে লিখিত]

6, Nilkamal Kundu's Lane
Baje-Shibpur. ১৯।৯।১৬

সবিনয় নিবেদন,—কোন কারণেই যে হঠাৎ আপনার চিঠি পেতে পারি এ আশা আমি কখনো করি নি। আজ শ্রীমান মণ্টুরও একখানা চিঠি পেলুম।

প্রায় মাস পাঁচেক হ'তে চল্ল আমি এ দেশে এসেচি। আসা পর্য্যন্তই আপনার সঙ্গে দেখা করবার চেষ্টা করেচি কিন্তু ঘটে ওঠে নি। একে ত কোথা দিয়ে গেলে আপনার বাড়িতে পৌঁছানো যায় তা জানি নে, তার ওপর এও একটা সঙ্কোচ ছিল, পাছে অসময়ে গিয়ে আপনার সময় নষ্ট করি। এখন আপনি নিজেই যখন ডেকেচেন তখন ত নিশ্চয়ই যাবো। দেখি, কাল বুধবারে যদি আপনার আফিসে গিয়ে হাজির হ'তে পারি। না পারি শনিবারে আপনার বালিগঞ্জের বাড়িতে যাচ্ছি।

আমার দেখা করবার একটা বিশেষ হেতু আছে। আপনার লেখার আমিও একজন ভক্ত। অন্ততঃ, একটু বেশি রকম পক্ষপাতী। তাই, বাইরের লোকেরা আপনাকে যখন গালি-গালাজ করে তখন আমারও লাগে। দুই পক্ষের লেখাই আমি মন দিয়ে পড়ি। কিন্তু আমার মুসকিল হয়েচে এই যে না পারি ঠাওরাতে তাদের ক্রোধের কারণ, না পারি বুঝতে আপনি বা কি বুঝিয়ে বলেন। এ-সব তর্কাতর্কি নিশ্চয়ই খুব উচ্চ অঙ্গের হয় তাতে আমার সংশয় নেই। কিন্তু, ছাপার অক্ষরে একটা অক্ষরও আমার মাথায় ঢোকে না। আমার বুদ্ধিটা মোটা; কোন জিনিস সেই জন্যে বেশ একটু মোটা ক'রে বুঝতে না পারলে আমার বোঝাই হয় না। দেখা করবার

হেতু এই। ভেবেচি মুখোমুখি জিজ্ঞাসা ক'রে জেনে নেব ব্যাপারটা বাস্তবিক কি। শ্রীযুক্ত যাদবেশ্বর পণ্ডিত মশাইকে এক দিন এই প্রশ্নই করেছিলুম। তিনি বুঝিয়েও দিয়েছিলেন। আমাদের মণি-লালকেও জিজ্ঞাসা করেছিলুম তিনিও বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। এইবার আপনার পালা।

শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদবাবু (নাট্যকার) এক দিন আমাকে বলেছিলেন আমি বাঙলা সাহিত্যের একটি রত্ন। তার কারণ আমি যে ভাষায় লিখি তাই ঠিক। কিন্তু 'সবুজপত্রে'র ওঁরা ভাষাটাকে একেবারে মাটি ক'রে দিচ্চেন। ওঁদের ওটা ভাষাই নয়।

আমি নিজে কিন্তু কিছুতেই আবিষ্কার করতে পারলুম না, আমার ভাষার সঙ্গে 'সবুজপত্রে'র ভাষার পার্থক্যটা কি। এই কথাটাই আপনার কাছে গিয়ে বেশ ভাল ক'রে বুঝে আস্‌ব।

আমার কোন লেখা আপনি পড়েছেন কি না জানি নে, যদি প'ড়ে থাকেন তাহ'লে কোন অসুবিধেই হবে না।

পণ্ডিত মশাই সেদিন বলেছিলেন বাঙলা ভাষাটা সংস্কৃত ঘেষা হওয়া চাই এবং তাই নিয়েই বিবাদ। কিন্তু ঘেষাটা যে কতখানি চাই তা তিনিও জানেন না আপনারাও না। দেখি এই মীমাংসাটা যদি আপনার কাছে গেলে হয়।—শ্রীশরৎ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

6, Nilkamal Kundu's Lane
Baje-Shibpur. 21. 9. 16

সবিনয় নিবেদন,—কাল আপনি আমাকে একখানি বই দিয়েছিলেন। এই বই পাওয়াটা আমার এমনি অভ্যাস হয়ে গেছে যে তা থেকে একটা বিশ্রী বদ্ অভ্যাস দাঁড়িয়েচে। সে বই পড়ি আর না পড়ি পাওয়াটা স্বীকার করা যে অন্ততঃ একটা ভদ্রতা এও আর যেন

মনে পড়ে না। কথাটা দম্ভের মত শোনালেও জিনিসটা সত্য। তাই আপনার বইখানা অনেক দিনের পর এই ত্রুটিটা আজ যখন প্রথম দেখিয়ে দিলে তখন আপনাকে ধন্যবাদ না দিয়ে ত পারি নে। এক দফা ধন্যবাদ এ জন্য আর এক দফা ধন্যবাদ এই চিঠির শেষে পাবেন।

কাল রাত্রেই বইখানি শেষ করি। গল্প প'ড়ে এত আনন্দ বহুকাল পাই নি। এর বিশেষ সুখ্যাতি করতে যাওয়ার নাম এর সমালোচনা করা। এ কাজ অনেকেই করবেন ব'লে আপনাকে যে দিনরাত শাসাচ্চেন সে ইঙ্গিতও কাল আপনার ঘরে ব'সেই শুনে এলুম। সুতরাং এ কাজ আমি করব না। কিন্তু তাঁরাও যে কি করবেন, শিব গড়বেন কি বাঁদর গড়বেন সে তাঁরাই জানেন। তাঁদের ভাল লেগেছে—এ এক কথা, কিন্তু এ লেখার মধ্যে যে কত জোর, কত সূক্ষ্ম কারুকার্য্য আছে, এর নিজস্ব সৌন্দর্য্য কোন্‌খানে, কোথায় এর মধুর কাব্য-রস—**সবচেয়ে এ লেখা লিখ্‌তে পারা যে কত শক্ত,** এ কথা বুঝবে বোধ করি শুধু তারাই যাদের নিজেদের হাতেকলমে লেখার বাতিক আছে। আর সে লেখা পড়বার বাতিকও দেশের পাঁচ জনের আছে। কিন্তু সে যাক্। আমার আসল কথাটা এই যে, এক রবিবাবুর লেখা প'ড়ে মনে হয়েচে চেষ্টা করলেও আমি এমন পারি নে আর কাল আপনার এই গল্পের বইটা প'ড়ে মনে হ'ল চেষ্টা করলে আমি এমন ক'রে কিছুতেই লিখ্‌তে পারি নে। এই কথাটা জানাবার জন্যই এই পত্র।

কাল সন্ধ্যার সময় অর্থাৎ আপনার ওখান থেকে বেরিয়ে 'ভারতবর্ষ' আফিসে আসি এবং সেইখানেই "সোমনাথের গল্পটা" শেষ ক'রে জলধরবাবু প্রভৃতি কয়েক জনের সঙ্গে এই নিয়ে আলোচনা ওঠে। আমি আমার মত এই ব'লে দিই যে এ বই পড়া উচিত তাদেরই

বেশি কোরে যারা নিজেরা বই লেখে। এর নির্মল লিখনভঙ্গী, সোজা সরল কথোপকথন অথচ এমনিই রসে ভরা, মনের ভাবটা বলবার এই অনাবিল, মুক্ত পথ তাঁরা যত শিখ্‌তে পারবেন যারা বই লেখে না তারা তেমন কোরে শিখ্‌তে পারবে না। তাদের শুধু ভালই লাগবে কিন্তু গ্রন্থকারদের ভালও যেমন লাগবে শিক্ষাও তেমনি হবে। এই আমার মোটের ওপর বক্তব্য। এখানে একটা অনুরোধ আপনাকে কোরব। আপনি দয়া ক'রে এইটে মনে করবেন না যে আমার এই উচ্ছ্বসিত প্রশংসার ভেতর এতটুকু অত্যুক্তি—ইতর লোকে যাকে বলে 'খোসামোদ' তাই আছে। কারণ আমি জানি ইতিমধ্যে যত লোকের যত প্রশংসা আপনি এই 'চারইয়ারি' উপলক্ষ্যে পেয়েছেন তার মধ্যে উপরোক্ত ওই ইতর কথাটা যে আছে তা নিজেই হয়ত অনুভব করেছেন। অন্ততঃ আমি হ'লে ত তাই করতুম। কারণ, এটা আমি নিশ্চয় বুঝতুম এ বই সাধারণ পাঠকের জন্য নয়। তারা বুঝবেই না।* ইংরিজিতে যে একটা কথা আছে 'art to hide art'

---

* সেদিন এই বইয়ের প্রসঙ্গে একজন পণ্ডিত ব্যক্তি আমাকে বলেছিলেন, আপনি রবিবাবুর সব কবিতার মানে বুঝিয়ে দিতে পারেন?

আমি বলি, না, পারি না। তার কারণ, আপনি বেদান্তে বড় পণ্ডিত হ'লেও কাব্য বোঝবার পণ্ডিত ন'ন। তাছাড়া সব কবিতার মানে সবাইকে যে বুঝতেই হবে এমন কিছু মাথার দিব্যি দেওয়াও নাই। রবিবাবুর 'শ্রেষ্ঠভিক্ষা' প'ড়ে গুরুদাসবাবু বলেছিলেন এমন অশ্লীল বস্তু ইতিপূর্ব্বে তিনি দেখেন নাই। সুতরাং কথাটা স্যার গুরুদাসের মুখ থেকে বার হয়েচে ব'লেই মেনে নিতে হবে এবং না নিলে মারাত্মক অপরাধ হবে তাও ত নয়।—শঃ 2.10.16.

সেটা তারা না ধরতে পেরে মনে করবে এর চাঁচা-ছোলা সৌন্দর্য্যের মধ্যে সৌন্দর্য্যই নেই। এই ধরুন না যেমন মাড়ওয়ারীরা বাড়ি তৈরি করায় এবং তাতে পয়সা খরচ ক'রে কারুকার্য্য করিয়ে নেয়।

পাঠকের Intelligence এবং Culture একটা বিশেষ সীমায় না পৌঁছন পর্য্যন্ত তারা এ বইয়ের সমঝদার হ'তেই পারে না। কথাটা আমি বানিয়ে বল্‌চি নে। সেদিন যে আলোচনা হয় তা থেকেই এই অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলুম। যাক্‌। আবার যদি কখনো দেখা হয় এ-কথা হবে। আপনাকে শত সহস্র ধন্যবাদ দিয়ে আজ বিদায় নিলুম। এমনও হ'তে পারে আমার ভাল লাগার দাম হয়ত আপনার কাছে খুবই সামান্য।—শ্রীশরৎ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

2. 10. 16 শিবপুর

আজ এইমাত্র আপনার পত্র পেলুম। সেদিন আপনাকে যে চিঠিখানি লিখেছিলুম, অথচ পাঠাই নি—পাছে হঠাৎ আপনি কিছু একটা মনে ক'রে বসেন—সেইখানাই আজ পাঠিয়ে দিলুম। এক দিন যেদিন হোক আপনার বালিগঞ্জের বাড়িতে যাব।—শঃ

6, Nilkamal Kundoo's Lane,
Baje-Shibpore, Howrah. 11-10-16.

সবিনয় নিবেদন,—কয়েক দিন হ'ল আপনার চিঠি পেয়ে জবাব দিতে বিলম্ব হওয়ায় লজ্জিত হয়ে আছি। যাওয়াও ঘ'টে উঠ্‌ল না ব'লে নিজের মনেই এক প্রকার ক্লেশ বোধ করচি। পরশু অর্থাৎ বৃহস্পতিবারে যদি বাড়ি থাকেন, বিকালবেলায় একবার আপনার ওখানে যাবো। কিন্তু কি একটা আমার স্বভাব বড়লোকের বাড়ি যাবো মনে হ'লেই কেমন সমস্ত মনটা দ্বিধায় সঙ্কোচে অপ্রসন্ন হয়ে ওঠে। তাই যাই-যাই ক'রেও যাওয়া হয় না।

এই সঙ্কোচটা যদি কাটাতে পারি পরশু নিশ্চয়ই গিয়ে হাজির হব। আর যদি না যাই ত তার কারণ আপনাকে কিছু বোঝাতে হবে না। সে কথা কিন্তু যাক্।

আপনার এই বইখানার সমালোচনা যাঁরা লিখেছিলেন তাঁরা অতি উচ্ছ্বাসের দোষেই যে কাগজওয়ালাদের মনোরঞ্জন কর্‌তে পারেন নি তা বোধ হয় নয়। আপনি ত জানেন আমাদের কাগজে 'নামের ভার' না থাক্‌লে ধারটা কেউ অর্থাৎ কোন সম্পাদক যাচাই ক'রে দেখ্‌তে চান্ না। আমার সমালোচনা নিশ্চয়ই ভালো হবে না, কারণ, এ বিষয়ে শক্তি আমার বড় কম কিন্তু নামটা নীচে লিখে দিলেই যে-কোন কাগজেই তা স্থান পাবে সুতরাং তাই আমি আগামী মাসে করব কিনা ভাব্‌চি। হয় 'ভাবতবর্ষে' না হয় 'প্রবাসী'তে। তবে, কিনা অক্ষমের তুলির আঁচড়ে জিনিসটার চেহাবা পাছে আজ-কালকার Indian আর্টের উৎকৃষ্ট নমুনার মত দেখায় সেই আমার ভয়। আর আপনার নিজের ত তাহলে কথাই নেই—আহ্লাদ রাখবার আর জায়গাই থাক্‌বে না। তবে যদি অভয় দেন ত করি।

আপনার 'বড়বাবুর বড়দিন'—শ্রীযুক্ত পাচকড়ি বাবুরা যাকে বলেন 'মুন্সিয়ানা' তার যদিচ কোনো অভাব নেই (না থাক্‌বারই কথা!) আমার কিন্তু ভাল লাগল না। আমি জানি এ সম্বন্ধে আপনার অন্যান্য সমঝদারদেব সঙ্গে আমার মতভেদ আপনি স্পষ্টই টের পাচ্চেন। তাঁরা হয়ত আপনাকে বলেচেন একটা চরিত্রকে 'বাঁদর' বানিয়ে তোল্‌বার ক্ষমতা আপনার অসাধারণ। আমিও যে তা বলি নে তা নয়। বিদ্রূপ ব্যঙ্গের খোঁচায় মানুষের বিশেষ কোন একটা বাঁদরামি প্রবৃত্তিকে পাঠকের কাছে রিডিক্লাস ক'রে তুল্‌তে আপনি ভারি পারেন কিন্তু, আমি দেখি মানুষকে মানুষ ক'রে দেখাবার ক্ষমতা

এর চেয়েও আপনার ঢের বেশি। এক একটা অত্যন্ত চাপা লোক যেমন তার বড় দুঃখটাকেও বলবার সময় এমন একটা তাচ্ছিল্যের স্বর দেয় যে হঠাৎ মনে হয় যেন সে আর কারো দুঃখটা গল্প ক'রে যাচ্চে। এর সঙ্গে তার নিজের যেন কোন সম্পর্ক নেই। আপনিও বলেন ঠিক তেম্‌নি ক'রে। ইনিয়ে বিনিয়ে কাতরোক্তি কোথাও নেই—অথচ, কত বড় না একটা জীবনের ট্র্যাজিডি পাঠকের বুকে গিয়ে বাজে। আপনার লেখায় এই সহজ শান্ত রিফাইণ্ড্ বলার ভঙ্গীটাই আমাকে সবচেয়ে বেশি মুগ্ধ করে। তাইতেই সেদিন লিখে-ছিলুম ওই চারইয়ারীর কথাগুলো ঠিকমত বোঝবার জন্যে পাঠকের Education এবং Culture বিশেষ একটা পর্য্যায়ে পৌছান দরকার। তা না হ'লে এর সমস্ত সৌন্দর্য্যই তার কাছে ঝুটো হয়ে যাবে।

কিন্তু 'বাঁদর' বানাবার সময় ওই চাপা তাচ্ছিল্যের সুরটা লেখায় কোনমতেই থাকা সম্ভবপর নয় থাকেও না। বোধ করি এই জন্যেই "বড়দিন" আমার ভাল লাগে নি। ওর মর্য্যালের তামাসাটা ধরতে পারলুম না।

আবার এমনও হ'তে পারে আমি মোটেই বুঝ্‌তে পারি নি। হয়ত তাই। সুতরাং আমার ভাল-না-লাগার দাম একেবারে নাও থাকতে পারে। হয়ত বা আগাগোড়াই অনধিকার-চর্চা ক'রে যাচ্চি। তা যদি হয় আমাকে মাপ করবেন। অনধিকার-চর্চার কথাটা আমি অতি-বিনয় ক'রে বলচি নে। কারণ, আমি লেখাপড়া শিখি নি ইংরিজি ভাল ক'রে না পড়াশুনা থাকলে লেখার ভাল-মন্দ বিচার করবার ক্ষমতা হয় না। এ ক্ষমতাটাও **শিক্ষাসাপেক্ষ**। বড় বড় লোকের বড় বড় সমালোচনা যারা পড়ে নি তারা স্বাভাবিক অভিজ্ঞতা থেকে অমনি এক রকম ক'রে বুঝতে যে পারে না তা নয় বটে, কিন্তু

যে-সব জিনিস তাদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার বাইরে তাদের ভেতর তারা এক পাও ঢুক্‌তে পারে না। কপাট যে বন্ধ, সে যে বাইরে দাঁড়িয়ে ফ্যাল ফ্যাল ক'রে শুধু বন্ধ কপাটের পানে চেয়ে আছে এও ঠাওর পায় না। এই জন্যেই ত সব জিনিসেরই সবাই সমালোচক। মনে করে কথার মানেগুলো যখন বুঝ্‌তে পারচি তখন সমস্তই বুঝচি। ইংরিজির কথা এই জন্য তুল্‌লুম যে বাঙলা ভাষায় সমালোচনার বইও নেই সে শেখবার বালাইও নেই। এও যে রীতিমত সাক্‌রেদি ক'রে শিখতে হয় এ ধাবণাও নেই। আমার ধারণা আছে ব'লেই এত কথা বল্‌লুম। এ-সব কথা আমি বিদ্বান লোকদেব মুখে শুনেচি। অতএব, আমার ভাল-না-লাগার মূল্য আপনি এই আন্দাজে দেবেন। আমি জানি আমি যা-তা একটা সমালোচনা লিখে ছাপ্‌তে দিলেই তা ছাপা হয়ে যাবে এবং সেজন্য আপনার অনুমতি চাওয়াটাও বাহুল্য কিন্তু আপনার লেখার উপর আমার একটু বেশি শ্রদ্ধা আছে ব'লেই আমার অক্ষমতা জানিয়ে আপনার মত জান্‌তে চাচ্চি। যদি আপত্তি না থাকে ত দুটো একটা কথা বল্‌বার সাধটা মিটিয়ে নিই। আমার বিজয়ার শ্রদ্ধা গ্রহণ করিবেন।—শ্রীশরৎ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

[লীলারাণী গঙ্গোপাধ্যায়কে লিখিত]

বাজে শিবপুর ২৪।৭।১৯ (হাওড়া)

পরম কল্যাণীয়াসু,—আপনার পত্র এবং 'মিলন' আদ্যোপান্ত পড়িলাম। আমার বই যে আপনার ভাল লাগে ইহার চেয়ে গ্রন্থ-কারের বড় পুরস্কার আর কি আছে।

আপনি ভক্তির দাবী জানাইয়াছেন। ভক্তি যেখানে শুধু বিনম্র

বাজে শিবপুর ২৫/৭/১৯.
(হাওড়া)

পরম কল্যাণীয়েষু,

আপনার পত্র এবং 'মিলন' আদ্যোপান্ত পড়িলাম। আমার মনে হয় যে আপনার ভাল লাগা ইহার [illegible] [illegible] [illegible] এখন কি আছে।

আপনি ভক্তির দাবী জানাইয়াছেন। ভক্তি দেখানো শুধু বিষয় নয়, সত্যকার বস্তু, সেখানে এ দাবী আছে কি কি। তবে, ভক্তি কাহাকে [illegible] দেখাতে একটু বিচার করা আবশ্যক।

আপনার সহিত আমার পরিচয় নাই, সেই জন্য বেশি কিছু প্রশ্ন করা শোভা পায় না, তবু এ জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা হয়, আপনি যখন প্রাপ্ত বয়সের নয়, তখন মিলন-বিরহ লিখিতে চান কেন?

এটা কি শুধু একটা কবিতার যেমন 'প্রেম ও প্রীতি' [illegible] অনুবাদ করিয়া প্রচার করিয়াছেন? এতে কি আপনার সত্যকার অনুভূতি নাই? তা যদি থাকে, তবে এমন 'মিলন' হইয়া [illegible] [illegible] হয় — এই বিচারে ও এ 'মিলনের' ভিতরে কোন মূল্য আছে বলিয়া মনে করিতে পারিনা।

তবে, লেখা হিসাবে সর্বত্র ভাষার [illegible] বিচারে এ লেখার [illegible] [illegible] একটু চিন্তা করিবেন।

আমার সকল বই আপনি পড়িয়াছেন কিনা জানিনা। পড়িলে জানিতেন নিশ্চয়ই অন্তত: এই গ্রন্থকারের লেখা পড়িয়াছে যে অনেক [illegible] [illegible] এবং সুন্দর জীবন শুধু মিলন-বিরহ সমাজে না থাকায় [illegible] চিরদিনের জন্য [illegible] নিষ্ফল হইয়া গিয়াছে। ইহার অধিক কিছুর সম্বন্ধে বলিবার আমার নাই।

শ্রীশরৎ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

[শরৎ চন্দ্রের হস্তাক্ষরের প্রতিলিপি]

নয়, সত্যকার বস্তু, সেখানে এ দাবী আছে বৈকি। তবে, ভক্তি কাহাকে করি সেটাও একটু বিচার করা আবশ্যক।

আপনার সহিত আমার পরিচয় নাই, সেই জন্য বেশি কিছু প্রশ্ন করা শোভা পায় না, তবুও জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা হয়, আপনি যখন ব্রাহ্মসমাজের নয়, তখন বিধবা-বিবাহ দিতে চান কেন?

এটা কি শুধু একটা ক্ষণিকের খেয়াল 'হেম ও গুণীর' অবস্থা দেখিয়া করুণায় জন্ম গ্রহণ করিয়াছে? এতে কি আপনার সত্যকার আপত্তি নাই? তা যদি থাকে, অথচ একটা 'মিলন' হইয়া গেলেও মনটা খুসি হয়— এই যদি হয় ত এ 'মিলনের' বিশেষ কোন মূল্য আছে বলিয়া মনে করিতে পারি না।

তবে, লেখা হিসাবে অর্থাৎ রচনার ভাল-মন্দ বিচারে এ লেখার দাম ধার্য্য কবিতে যাওয়া এটুকু চিঠির কর্ম্ম নয়।

আমার সকল বই আপনি পড়িয়াছেন কি না জানি না। পড়িয়া থাকিলে নিশ্চয়ই অন্ততঃ এই ব্যাপারটা চোখে পড়িয়াছে যে অনেকগুলি বড এবং সুন্দর জীবন শুধু বিধবা-বিবাহ সমাজে না থাকার জন্যই চিরদিনের জন্য ব্যর্থ নিষ্ফল হইয়া গিয়াছে। ইহার অধিক নিজের সম্বন্ধে বলিবার আমার নাই।—শ্রীশরৎ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

বাজে শিবপুর। হাওড়া ২৯।৭।১৯

পরম কল্যাণীয়াসু,—আপনার পত্র পাইলাম। আমাকে চিঠি লিখিয়া প্রত্যুত্তরের আশা করাটা যে অত্যন্ত দুরাশা, আমার এই চমৎকার অভ্যাসটির খবর যে আপনি কি করিয়া সংগ্রহ করিলেন তাহাই ভাবিতেছি। কারণ, কথাটা এতবড় সত্য যে তাহার প্রতিবাদ করা আমার পক্ষে একেবারে অসম্ভব। যথার্থই লোকে আমার কাছে জবাব পায় না—আমি এম্‌নি অগাধ কুড়ে।

তবুও আপনাকে দু'দুখানা চিঠি লিখিয়া ফেলিলাম যে কি করিয়া, ভাবিতে গিয়া দেখি ঐ যে আপনি ভক্তির দাবী করিয়াছেন,—উহাই এই অসম্ভবকে সম্ভব করিয়াছে। বস্তুতঃ, এই বস্তুটা মানুষকে দিয়া কত অদ্ভুত কার্য্যই না করাইয়া লয়। আমাকে যে বড় ভাইয়ের মত ভক্তি করে, তাহাকেই চিঠি লিখিতেছি, তাহার কথাব উত্তর দিতেছি,—ইহার অন্তবে কি বিপুল অহঙ্কাবই না প্রচ্ছন্ন থাকে !

আপনাকে আমি কিছুই শিখাই নাই, কখনো চোখেও দেখি নাই, কাহার কন্যা, কাহার বধূ, কি পরিচয় কিছুই জানি না, অথচ, নিজেকে যখন আপনি আমাব ছোট বোন বলিয়া অভিহিত কবিতেছেন,—এ সৌভাগ্য কদাচিৎ ঘটে,—তখন, এ ভাগ্য যাহাব ঘটে, তাহাকে এক প্রকাব নেশার মত পাইয়া বসে।

আমাকে না জানিয়া এবং হিন্দুঘরের বধূ হইয়াও আমাকে অসঙ্কোচে পত্র লিখিয়াছেন। ইহা সকলে পারে না সত্য। কিন্তু তাই বলিয়া আমিও যে আপনাকে অসঙ্কোচে পত্র লিখিতে পাবি প্রশ্ন করিতে পারি, এ আশঙ্কা আপনাব মনেব মধ্যে ছিল না বলিয়াই লিখিতে পারিয়াছিলেন, থাকিলে পাবিতেন না। এতটুকু বিশ্বাস আমার প্রতি আপনার ছিলই। না হইলে এতগুলা বই লেখা আমাব বৃথাই হইয়াছে।

বেশ, ছোট বোনের মত তুমি যখন খুসি আমাকে চিঠি লিখো। আমার সত্যকার শিষ্যা এবং সহোদরাব অধিক একজন আছে, তাহার নাম নিরুপমা। আজ সাহিত্যের সংসারে সে আপনার বোধ করি অপরিচিত নয়, 'দিদি' 'অন্নপূর্ণার মন্দির' 'বিধিলিপি' ইত্যাদি তাহারই লেখা। অথচ, এই মেয়েটিই এক দিন যখন তাহার ষোল বৎসর বয়সে অকস্মাৎ বিধবা হইয়া একেবারে কাঠ হইয়া গেল,

তখন আমি তাহাকে বার বার করিয়া এই কথাটাই বুঝাইয়াছিলাম, "বুড়ি, বিধবা হওয়াটাই যে নারীজন্মের চরম দুর্গতি এবং সধবা থাকাটাই সর্ব্বোত্তম সার্থকতা ইহার কোনটাই সত্য নয়।" তখন হইতে সমস্ত চিত্ত তাহার সাহিত্যে নিযুক্ত করিয়া দিই, তাহার সমস্ত রচনা সংশোধন করি এবং হাতে ধরিয়া লিখিতে শিখাই—তাই আজ সে মানুষ হইয়াছে, শুধু মেয়ে-মানুষ হইয়াই নাই।

এইটি আমার বড় গর্ব্বের জিনিস।

তুমি লিখিয়াছ, যে স্বামীকে জানিল না চিনিল না তেমন বালবিধবার আবার বিবাহ দিতে দোষ কি? তোমার মুখে এই কথাটার অনেক দাম। এবং আমার লেখা যদি একটিও বালবিধবার প্রতি তোমার এই করুণা জাগাইতে পারিয়া থাকে ত আমারও বড় পুরস্কার পাওয়া হইয়াছে।

এইবার তোমার লেখার সম্বন্ধে কিছু বলিব। আজকাল রাশি রাশি বাঙ্‌লা উপন্যাস বাহির হইতেছে। ইহাতে দু'টা জিনিস আমি লক্ষ্য করিয়াছি। প্রথম, পুরুষদের লেখা বইগুলা প্রায়ই যে অন্তঃসারহীন অপাঠ্য বই হইতেছে,—শুধু এই নয়, ইহাদের পোনর আনাই অন্য লোকের চুরি। এবং ইহাতে তাহারা লজ্জা পর্য্যন্ত অনুভব করে না। বই বিক্রী হইলেই তাহারা যথেষ্ট মনে করে।

দ্বিতীয় এই দেখিয়াছি মেয়েদের লেখা বইগুলা আর যাহাই হোক, সেগুলা অন্ততঃ কাহারো চুরি নয়। তাহারা যাহা কিছু ক্ষুদ্র পরিবারের মধ্যে দেখিয়াছে, নিজের জীবনে যথার্থ অনুভব করিয়াছে তাহাই কল্পনা দিয়া প্রকাশ করিতে চেষ্টা করে। সুতরাং তাহাতে কৃত্রিমতাও বেশি থাকে না।

তোমার লেখায় যে সৎসাহস ও সরলতা আছে তাহা আমাকে

মুগ্ধ করিয়াছে। রচনা হিসাবে খুব ভাল না হইলেও ইহার অকৃত্রিমতাই ইহাকে সুন্দর করিয়াছে। আমার পরিশিষ্ট লিখিতে গিয়া আর সময় নষ্ট করিয়ো না,—স্বাধীনভাবে বই লিখিয়ো, আমি আশীর্ব্বাদ করিতেছি তুমি কাহারো চেয়ে হীন হইবে না।

এইখানে তোমাকে আর একটা উপদেশ দিয়া রাখি। নারীর স্বামী পরম পূজনীয় ব্যক্তি, সকলের বড় গুরুজন। কিন্তু তাই বলিয়া স্ত্রীও দাসী নয়। এই সংস্কার নারীকে যত ছোট, যত ক্ষুদ্র যত তুচ্ছ করে এমন আর কিছু নয়।

যখনই বই লিখিবে এই কথাটাই সকলের বেশি মনে রাখিতে চেষ্টা করিবে।

স্বামীর বিরুদ্ধে কদাচ বিদ্রোহের স্বর মনে আনিতে নাই, কিন্তু স্বামীও মানুষ, মানুষকে ভগবান বলিয়া পূজা করিতে যাওয়া কেবল নিষ্ফল নয়, ইহাতে নিজেকে এবং স্বামীকে উভয়কেই ছোট করিয়া তোলা হয়।

তোমাকে আর একটা প্রশ্ন করিব। "যে বিধবা স্বামীকে জানে নাই চিনে নাই···"

কিন্তু যে একবার জানিয়াছে চিনিয়াছে—অর্থাৎ যে ষোল সতর বছর বয়সে বিধবা হইয়াছে, তাহার সুদীর্ঘ জীবনে আর কাহাকেও ভাল বাসিবার বা বিবাহ করিবার অধিকার নাই? নাই কিসের জন্য? একটু চিন্তা করিয়া দেখিলেই দেখিতে পাইবে ইহার মধ্যে শুধু এই সংস্কারটাই গোপন আছে যে স্ত্রী স্বামীর জিনিস। স্ত্রীর নারী বলিয়া আর কোন স্বাধীন সত্তা নাই।

"হেম সংশয়ের মধ্যেই দিন কাটাইতেছিল। যাহার দৃঢ়তা নাই তাহার কি বন্ধনই ভাল নয়?"

বন্ধন কেবল তখনই ভাল যখন এই প্রশ্নটার শেষ মীমাংসা হইয়া যাইবে যে বিবাহই নারীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শ্রেয়ঃ।

অথচ, আমি কোথাও বিধবাব বিবাহ দিই নাই। এইটি তোমার কাছে আশ্চর্য্য বলিয়া মনে হইতে পারে।

তার উত্তর এই যে সংসাবে অনেক আশ্চর্য্য দ্রব্য আছে, এবং চেষ্টা কবিয়াও তাহাব হেতু খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

তুমি আমার আশীর্ব্বাদ জানিয়ো।—শ্রীশরৎ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

মঙ্গলবার, ৫ই আগষ্ট '১৯

বাজে শিবপুর—হাওড়া

পরম কল্যাণীয়াসু,—আপনার খাতা এবং ভিতরের অন্যান্য লেখা-গুলা যথাসময়ে পাইয়াছি, এবং এত সত্বর উত্তর দিতে বসিয়াছি দেখিয়া অত্যন্ত আত্মপ্রসাদ লাভ করিতেছি। মনে হইতেছে এইবার আপনাকে অনেক কথা বলা প্রয়োজন। কিন্তু আপনার মত গুছাইয়া পত্র লিখিবার শক্তি আমার এত অল্প যে হিতৈষী বন্ধুবা বেশ স্পষ্ট করিয়াই শুনাইয়া দেন যে আমার একান্ত বিশৃঙ্খল ও ছেলেমানুষের মত এলোমেলো পত্রের সমস্তটুকু পড়িয়া উঠিতে তাঁহাদেব ধৈর্য্য রক্ষা করা দায় হইয়া উঠে, এবং যদিচ কোনমতে তাহা শেষ হয় ত মানে বুঝিতে গলদঘর্ম হইতে হয়। অভিযোগটা নিতান্ত যে ভিত্তিহীন নয় তাহা অতিবড় বিনয়ের দোহাই দিয়াও প্রতিবাদ করা চলে না। এবং ইহার নমুনা হইতে যে আপনাকে বঞ্চিত করি নাই এ সংবাদ গোপনে যদি আপনার বন্ধুবান্ধবের কাছে প্রকাশ করেন ত আমি অভিমান করিব না।......

আমার অনেক ব্রাহ্ম মহিলা বন্ধু আছেন। তাঁহাদের পত্র লিখিতে এবং বন্ধুর মতই অসঙ্কোচে লিখিতে আমার বাধ-বাধ করে না।

কিন্তু আমাদের সমাজ এবং তাহার বিধি-বিধান এমন যে ছোট বোনটিকেও চিঠি লিখিতে শুধু সঙ্কোচ নয় শঙ্কা হয়, পাছে, আপনার অভিভাবক বা স্বামী কিছু মনে করেন এবং সেজন্য আপনাকে দুঃখ পাইতে হয়।···তবুও যে আপনাকে এত কথা লিখিতে বসিয়াছি তাহার এইমাত্র কারণ যে, স্ত্রীলোক সম্বন্ধে আমার যতটুকু অভিজ্ঞতা তাহাতে আপনার পত্র পড়িয়া এই কথাই আমার বার বার মনে হইয়াছে যে-বয়সে নারীর আত্মমর্য্যাদা জন্মে ইহা সেই বয়সের লেখা। এই গাম্ভীর্য্য, এই সাহস ও সংযম স্ত্রীলোকের পঁচিশের এদিকে জন্মিতে আমি দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। অবশ্য আপনার সম্বন্ধে আমার ভুল হইতেও পারে, কিন্তু ভুল না হইলেই আমি নিশ্চিন্ত হইব। কারণ, একান্ত তরুণ বয়সের অনাত্মীয় রমণীর সহিত পত্রের আদান-প্রদান করিতে কেন সঙ্কোচ ও দ্বিধা হয় যদি সে বয়স উত্তীর্ণ হইয়া থাকেন ত অনায়াসেই বুঝিবেন। তবে সকলের চেয়ে বড় কথা এই যে আমাকে তুমি দাদা বলিয়া ডাকিয়াছ। দাদার কাছে ছোট বোনের লজ্জা করিবার বিশেষ কিছু নাই। বড় ভাইয়ের সম্মান এবং মর্য্যাদা অক্ষুন্ন রাখিয়া আমাকে যখন ইচ্ছা এবং যা ইচ্ছা হয় লিখিও এবং যত খুসি দাদার উপর অত্যাচার উপদ্রব করিয়ো আমি আনন্দই পাইব।

তোমার চিঠির এবং লেখার ধরণ ও ভঙ্গী দেখিয়া আমার কেবল বুড়িকে মনে পড়ে। তোমাদের হাতের লেখাটা পর্য্যন্ত যেন এক।

এই ৪।৫ দিন জলে ভিজিয়া জ্বরের মত হইয়াছে,—কোথাও বার হইতে পারি নাই বলিয়া তোমার খাতাখানা বেশ মন দিয়া পড়িবার অবকাশ পাইয়াছি। পড়িতে পড়িতে কি মনে হইয়াছে জানো? একটা দামী জিনিসের দোকান অগোছালো এলোমেলো হইয়া পড়িয়া

থাকিলে যে জিনিসের দাম জানে তার যেমন কষ্ট বোধ হয়—ঠিক তেমনি। ঠিক্ এই অবস্থায় এক দিন বুড়ির লেখাগুলা পাইয়াছিলাম।

তোমার অনেক দামের মালমশলা মজুদ আছে দিদি, কিন্তু বড় বিশৃঙ্খল। আমার ব্যবসাও এই বলিয়া খালি মনে হয় তার মত তোমাকেও যদি হাতে ধরিয়া বছরখানেকও শিখাইতে পারিতাম ত ইতিপূর্ব্বে আমি যে আশীর্বাদ তোমাকে করিয়াছিলাম তা শাখায় শাখায় ফুলে ফলে ফুটিয়া উঠিতে বেশি দেরী হইত না। 'দিদি'র মত আর একখানা বই লোকের চোখের উপর পড়িতে অতি অল্প সময়ই লাগিত। কিন্তু সে যখন হইবার নয় তখন দুঃখ করিয়া আর কি করিব! মনে ভাবি এমনতর কত শতই না শুধু একটুখানি শেখানোর অভাবে নষ্ট হইয়া যাইতেছে। কে তাহার খবর রাখে? শুধু যে সব আবর্জ্জনা, যারা কেবল চুরি করা ছাড়া আর কোন শক্তিই ধরে না তারাই কেবল ঝুড়ি ঝুড়ি নোঙ্‌রা দিয়া বাঙ্‌লা সাহিত্যকে দূষিত এবং ভারাক্রান্ত করিতেছে। যারা সংসারে সত্য উপলব্ধি করিয়াছে, নিজের প্রাণ দিয়া যারা স্নেহ প্রেমের স্বরূপ অনুভব করিয়াছে, তারা আড়ালেই পড়িয়া থাকে। দুঃখের আগুনে পুড়িয়া যাদের অনুভূতি শুদ্ধ ও সৎ হইতে পায় নাই,—তাদের উপরেই আজকাল সাহিত্যসৃষ্টির ভার পড়িয়াছে বলিয়াই বাঙ্‌লা সাহিত্য আজকাল এমন করিয়া নীচের দিকে চলিয়াছে।

লীলা, কেবল হৃদয়ে অনুভব করিলেই একটা জিনিস ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। সমস্ত জিনিসই কিছু-না-কিছু শিখিতে হয়, এই শেখাটা কেবল নিজে নিজেই সব সময়ে হয় না। কিন্তু কি করিব দিদি, তোমাকে শিখাইয়া নিরুপমার মত করিয়া তুলিতে

পারি সে অবকাশ ত নাই। আর যা নাই তার জন্য আপশোষ করিয়াই বা কি হইবে।

যাই হোক, তোমাকে মোটামুটি একটা উপদেশ দিই। রচনায় 'অধ্যায়' ভাগ করিতে হয়, এবং গ্রন্থকারের মুখে রচনার বিষয়টা চোদ্দ আনা না দিয়া পাত্র-পাত্রীর মুখে দিতে হয়। শুধু যেখানে তাহা পারা যায় না সেইখানেই কেবল গ্রন্থকারের মুখের কথায় পাঠকের ধৈর্য্যচ্যুতি হয় না। আর একটা কথা এই যে, বেশি খুঁটিনাটি লইয়া আপনাকে এবং পাঠককে কাহাকেও দুঃখ দেওয়া কর্ত্তব্য নয়। অনেক জিনিস তাহাদের কল্পনার জন্য ফেলিয়া রাখিতে হয়। কিন্তু কতটা গ্রন্থকার বলিবে এবং কতটা পাঠকেরা সম্পূর্ণ করিয়া লইবে এই জিনিসটা শিক্ষাসাপেক্ষ। এবং বুদ্ধিসাপেক্ষও বটে।

এখন হইতে তোমার সত্যকার শিক্ষা আরম্ভ হোক। অধ্যায় ভাগ করিয়া আমার বইয়ের ধরণে লিখিতে সুরু কর এবং দুটো অধ্যায় লিখিয়া আমাকে পাঠাও। আমি কাটিয়া কুটিয়া (আমার সামান্য শক্তির মত) তোমাকে ফিরিয়া পাঠাইব। এবং তাহারই পাশে পাশে কেন কাটিলাম তাহার কৈফিয়ৎ লিখিয়া দিব।

এই পরিশ্রমটা আমি কেন করিব জানো লীলা? তোমাকে দিয়া সত্যই সাহিত্যের মন্দিরে কিছু পূজার জিনিস জোগাড় করিব বলিয়া। এবং এ আশাও করি সে-জিনিস বড সামান্য মূল্যের হইবে না। তোমার মধ্যে এ জিনিসের মূল্য স্পষ্ট দেখিতে না পাইলে তোমাকে শুধু শুধু গোটাকতক মন-রাখা ভদ্রতার কথা বা ইতর কথায় খোষামোদ করিয়া নিজের এবং তোমার উভয়েরই সময় নষ্ট করিতাম না।

আমার এই কথাটা মনে রাখিয়ো, আমার আশীর্ব্বাদে তুমি কাহারো চেয়ে কম হইবে না।

তোমার খাতাখানা ২।৪ দিন পরে ফিরাইয়া পাঠাইব। "কালো" গল্পটাকে অধ্যায় ভাগ করিয়া আমার পরিণীতার ধরণে আর একবার পাঠাইতে পারো না? দিদি, প্রথমে অনেক দুঃখ অনেক কষ্ট করিতে হয়, অসহিষ্ণু হইলে হয় না। এ জিনিস এত দুঃখ এত পরিশ্রমের বলিয়াই ইহার এত মূল্য! অনেক পরিশ্রমই বৃথা যায় বলিয়া প্রথমে মনে হয় বটে, কিন্তু, কোন পরিশ্রমই কোনদিন সত্যসত্যই নষ্ট হয় না,—আব এক ভাবে ফিরিয়া আসে। রাত্রি অনেক হ'ল, উপরে যাবার জন্যে তিনি ভয়ানক চেঁচামেঁচি করচেন—তাই আজ এইখানেই শেষ কবি। আজও পেটে ভাত পড়ে নি ব'লে বোধ করি চিঠিখানা আরও গোলমেলে হয়ে গেল,—একটু কষ্ট ক'বে পোড়ো এবং কোথাও যদি কোন কথা অসংলগ্ন থাকে বড়দাদা ব'লে মাপ কোরো। আমার আশীর্ব্বাদ জেনো।

রাত্রি ১২॥০ টা। তোমার দাদা

যখন বুঝিব তখন আমি নিজেই মাসিকপত্রে ছাপিতে দিব। আমি দিলে কোন সম্পাদকই কখনো 'না' বলে না। তাহারা জানে আমি উপযুক্ত না হইলে দিই না।

সংসারের কাজে নাকি তোমাব সময় খুব কম। হইবারই কথা। তবুও এই কথাটাই সত্য যে অনবকাশের মধ্যেই হয়ত বা কখনো কখনো সময় পাওয়া যায়, কিন্তু অবকাশেব মধ্যে কোনকালে কাজ করিবার অবকাশ পাওয়া যায় না।

বাজে শিবপুর। হাওড়া। ১৪. ৮. ১৯

পরম কল্যাণীয়াসু,—কাল এবং আজ তোমার বড় এবং ছোট্ট দুখানি চিঠিই পেলাম। প্রথমেই নিজের খবরটা দিই। আমি চিরকালই সমস্ত দোর জানালা খুলে শুই। সেদিন রাত্রি চারটের সময় ঘুম

ভেঙে দেখি বিছানা বালিশ গায়ের জামা কাপড় সমস্ত বৃষ্টির ছাটে এম্‌নি ভিজেচে যে শীত করচে। দুর্ভাগ্য আবার এমন যে সেদিন বিকেল বেলাতেও বার হয়ে পথে কম ভিজি নি,—দুটোতে জড়িয়ে একটু জ্বরের মত হ'ল কিন্তু এক দিনেই সারলে না,—বাড়তেই লাগল। এখন ওটা সেরেছে। দ্বিতীয় দফায় আরো চমৎকার। ক'দিন থেকে ডান পায়ের হাঁটুর খানিকটে নীচেয় এত জ্বালা আর চুলকোতে লাগল যে অস্থির হয়ে উঠ্‌লাম। দিন-চারেক পূর্ব্বে এক দিন সকালে উঠে দেখি খানিকটে যায়গা লাল হয়ে ঠিক যেন একজিমার ভাব হয়েছে। একটু একটু ফুলেও আছে। কিছু দিন থেকে শুন্‌ছিলাম এদিকে খুব বেরি-বেরি হচ্ছে। ওটা যে কি পদার্থ তা আজও দেখবার সুযোগ পাই নি, ভাবলাম বুঝি, আমাকেই ধরেচে। ভয়ে যাই আর কি। ক'সে টিনচার আইডিন লাগাতে সুরু ক'রে দিলাম,—কিন্তু বার কয়েক ঘন-ঘন লাগাবার পরে সে এমন মূর্ত্তি ধারণ করলে যে, তার চেয়ে বুঝি সত্যিকারের বেরি-বেরি হওয়াই ছিল ভাল। ডাক্তার এসে ভয়ানক বকৃতে লাগলেন,—আপনার কি এতটুকু কোন বিষয়ে সবুর নেই? এবাব না-হয় কষ্টিক কিম্বা এ্যাসিড-ট্যাসিড লাগিয়ে যা পারেন করুন আমি চল্‌লাম। যাই হোক পরে ঠাণ্ডা হয়ে ঔষুধ আর মালিসের ব্যবস্থা ক'রে হুকুম ক'রে গেলেন, পা দুটো একটা তাকিয়ায় তুলে দিয়ে যেন চুপ ক'রে শুয়ে থাকি। কি করি দিদি, তাই আছি। তৃতীয় দফায়,—কোন কালে আমি অম্বলের রুগি নই। এত কম খাই যে অম্‌বল পর্য্যন্ত আমার কাছে ঘেঁসে না পাছে তাকেও বা অনাহারে শুকিয়ে মরতে হয়। কি যে সেদিন জোর ক'রে ছাই পাঁশ কতকগুলো ঘরের তৈরি করা সন্দেশ খাইয়ে দিলে যে আজও যেন তার ঢেঁকুর উঠ্‌চে। আমি এ-দেশের একটি বিখ্যাত কুড়ে।

চিবোবার ভয়ে কোন জিনিস সহজে মুখে দিতে চাই নে,—আমার ধাতে ও-অত্যাচার সইবে কেন? কি বল দিদি, ঠিক না? কিন্তু বাড়ির লোকে বোঝে না, তারা ভাবে আমি কেবল না খেয়ে খেয়েই রোগা। সুতরাং খেলেই বেশ ওদেরই মত হাতী হয়ে উঠব। স্বর্গীয় গিরিশবাবু তাঁর আবুহোসেনে লাখ কথার একটা কথা ব'লে গিয়েছেন যে "অবলার বড় নোলা, তারা মলেও খায়।" মেয়েমানুষ জাতটাকে তিনি চিনেছিলেন! আজ বিশ বছর আমরা কেবল খাওয়া নিয়েই লাঠালাঠি ক'রে আস্‌চি। ঐ খেলে না, খেলে না—রোগা হয়ে গেল—ঘর-সংসার রান্না-বান্না কিসের জন্যে—যেখানে দু-চোখ যায় বিবাগী হয়ে যাবো—ইত্যাদি কত কি। আমি বলি, ওরে বাপু, বিবাগী হবে ত শীগ্‌গীর হও,—এ যে শুধু আমাকে ভয় দেখিয়ে দেখিয়েই কাঁটা ক'রে তুল্‌লে! বাস্তবিক, আমার দুঃখটা আর কেউ দেখলে না দিদি! আমি প্রায়ই ভাবি, সত্যিকার স্বর্গ যদি কোথাও থাকে ত সেখানে বোধ হয় এমন ক'রে একজন আর একজনকে খাবার জন্যে জবরদস্তি করে না! আর তা যদি হয় ত আমি যেন বরঞ্চ নরকেই যাই!

হাঁ, আরও একটা আছে। দিন কুড়ি আগে কুকুরের ঝগড়া থামাতে গিয়ে কোথাকার একটা ঘেয়ো কুকুর আমার হাতের তেলোতে আচ্ছা ক'রে দাঁত ফুটিয়ে দিয়ে পালাল। হতভাগা কুকুরটা কি অকৃতজ্ঞ! তাকেই আমি আমার 'ভেলু'র কবল থেকে বাঁচাতে গিয়েছিলাম। ভয়ে কাউকে এ কথা বলি নি, শুকিয়েও গিয়েছিল কিন্তু কাল থেকে আবার যেন মনে হচ্চে ব্যথা হচ্চে।

কিন্তু আর নয়, আপাততঃ এইখানেই আমার শারীরিক কুশলের তালিকাটা মোটামুটি সম্পূর্ণ করলাম। তবে একটা সুখ এই যে বুড়ো হয়েচি। এখন থেকে এমনি একটা-না-একটা উপলক্ষ ক'রে ত চল্‌তে

হবে। কত রকম-বেরকমের দুঃখ দৈন্য আপদ বিপদের মাঝখান দিয়ে ত আজ চল্লিশের কোটা পার হোলাম—শুনি আমাদের বংশে আজও কেউ চল্লিশ পৌঁছোন নি। সে হিসেবে ত অন্ততঃ পিতৃ-পিতামহদের হারিয়েছি! আর কি চাই!

যাক্ গে। বুড়ো মানুষের বাঁচা-মরা নিয়ে আর তোমাদের উদ্বিগ্ন করতে চাই নে, কিন্তু তুমি ত দিদি তেমন ভাল নেই? শরীরে যত্ন কোরো,—এখন পরিশ্রম করার দরকার নেই, ভাল হয়ে বাড়ি ফিরে এসো তার পরে সব হবে। তোমার খাতার লেখাগুলো ত মন দিয়েই পড়লাম,—সমস্তই আছে তাতে, নেই শুধু একটু শিক্ষা। সাহিত্য রচনা করবার কৌশলটাও ত আয়ত্ত করা চাই, ভাই, নইলে শুধু শুধু ত নিজের অনুভূতি মাত্র সম্বল ক'রেই কাজ হবে না। কিন্তু আমি এই ব্যবসাই ত করি, ঠিক জানি এটুকু শিখিয়ে নিতে আমার বেশি দেরি লাগবে না। কতটুকু লিখতে হয়, কোন্‌টা বাদ দিতে হয়, কোন্‌টা চেপে যেতে হয় "ঘটে যা তা সব সত্য নয়,

কবি তব মনভূমি, রামের জনমস্থান
অযোধ্যার চেয়ে ঢের সত্য জেনো।"

এতবড় সত্য কথা আর নেই। দিদি, যত ঘটনা ঘটে তার সবটুকু ত লিখতে নেই—কতক পরিস্ফুট ক'রে বলা, কতক ইঙ্গিতে সারা, কতক পাঠকের মুখ দিয়ে বলিয়ে নেওয়া। অবশ্য, যতটুকু তোমাকে সাহায্য করতে পারতাম, কেবল চিঠি লিখে কেটে কুটে দিয়ে দূর থেকে ব'সে ততটুকু হবে না, তবুও চেষ্টা করতে হবে বৈকি। আর যদি এবারেও শীতের পূর্ব্বে বেরিয়ে পড়তে পারি ত, তোমাদের ঐ খোট্টার দেশেও না হয় ১০।১৫ দিনের জন্যে কাছাকাছি কোথাও একটা বাড়ি নিয়ে একটু সাহায্য করবার চেষ্টা করব। আর আমার সনাতন কুড়েমিই যদি সে সময়ে পেয়ে বসে ত বাস্ এই পর্য্যন্তই।

···· মহিলারা ? তাঁরা নিরাপদে থাকুন, তাঁদের অনেকের কাছেই তোমাকে বার করতে বোধ করি আমার প্রবৃত্তি হয় না। একটা কথা খুলে বলি। ঐ দূর থেকে শুন্‌তেই · মহিলারা! উচ্চ শিক্ষিতা! দু-চার জন ছাড়া আমাকে তাঁরা মনে মনে ভারি ভয় করেন; তাঁদের কেবলই মনে হয় আমি তাঁদের ভিতরটা বুঝি খুঁটিয়ে দেখে নিচ্চি—তাই তাঁরা আমার সাম্‌নে কিছুতে স্বস্তি পান না,—অন্তরটা তাঁদের এমনি কৃত্রিম, এমনি সঙ্কীর্ণতায় ভরা! বস্তুতঃ এদেব মত সঙ্কীর্ণ চিত্তের স্ত্রীলোক বাঙলা দেশে আর নেই! দিদি, আমি কোন কালে খাওয়া-ছোঁয়াব বাচবিচার করি নে, কিন্তু ···· মেয়েদের হাতে আমি কোন দিন কিছু খাই নে। শুধু খাই তাঁদের হাতে যাঁদের বাপ মা দু-জনেই ব্রাহ্মণ এবং বিয়েও হয়েচে ব্রাহ্মণের সঙ্গে। ····সমাজ-ভুক্ত হোন্ তাতে আসে যায় না, কিন্তু ঐ রকম মেশানো-জাত হ'লে আমি তাঁদের ছোঁয়া খাই নে। তারা বলে শরৎবাবু শুধু লেখেন বড়-বড় কথা, কিন্তু বাস্তবিক তিনি ভারি গোঁড়া। আমি গোঁড়া নই লীলা, কিন্তু শুধু রাগ ক'রেই এদের হাতে খাই নে। আর এটাও দেখেছ বোধ হয় ···· মেয়েদের মধ্যে সাড়ে পোনর আনাই কুরূপা। কেবল সাবান পাউডার আর জামা কাপড়ের দ্বারা আর নাকি খোনা গলায় কথা ক'য়ে যত দূর চলে! কেবল ৪।৫টি মেয়েকে দেখেচি তাঁরা সত্যিই শ্রদ্ধার পাত্রী। তাঁদের বি. এ. পাশ করা সত্বেও আমাদের বোনেদের সঙ্গে প্রভেদ করা যায় না। এতই ভাল, মনে হয় যেন তাঁরা হিন্দুর মেয়ে হয়ে আজও আছেন।

এই মেয়েদের নিন্দে করচি ব'লে হয়ত তোমার খুব রাগ হচ্চে, কিন্তু জানই ত দিদি, ভেতরে ভেতরে তোমাদের প্রতি আমার কত শ্রদ্ধা কত স্নেহ। শুধু তাদের ন্যাকামি, বিদ্যের জাঁক আর কুসংস্কার-বর্জ্জিত

আলোর দম্ভ,—এবং যা সত্য নয় তার ভান—এই দেখেই আমার এত অরুচি।

তাদের কাছে তুমি হাসির পাত্রী হবে? কি বোল্‌ব, এদের ডজন-খানেক গাড়ী বোঝাই ক'রে যদি তোমাদের কানপুরে একবার চালান দিতে পারতাম! আর কিছু না হোক ভায়ার কাজে লাগতে পারত।

"দাদার মর্য্যাদা?" কি ক'রে জান্‌বে তোমার ত দাদা নেই!

তোমার স্বামীর উদার মতের কথা শুনে ভারি খুসি হ'লাম। আমি তাঁকে সর্ব্বান্তঃকরণে আশীর্ব্বাদ করচি। কিন্তু দিদি, একটি কথা তাঁকে বল্‌তে ইচ্ছে করে। আমি নিজে একবার ছেলেবেলায় ৬।৭ সাত শত বাঙালী কুলত্যাগিনীর ইতিহাস সংগ্রহ করেছিলাম। অনেক দিন, অনেক মেহন্নত, অনেক টাকা তাতে নষ্ট হয়, কিন্তু একটা আশ্চর্য্য শিক্ষাও আমার হয়েছিল। তুর্নামে দেশ ভ'রে গেল সত্যি, কিন্তু এই কথাটা নিঃসংশয়ে জানতে পারলাম যারা কুলত্যাগ ক'রে আসে তাদের শতকরা প্রায় আশি জন সধবা! বিধবা খুব কম! স্বামী বেঁচে থাক্‌লেই বা কি, আর কড়া পাহারা দিয়ে রাখলেই বা কি! আর বিধবা হ'লেই বা কি! দিদি, অনেক তুঃখেই মেয়েমানুষে নিজের ধর্ম্ম নষ্ট করতে রাজী হয়, আর যে-জন্যে হয় সেটা পরপুরুষের রূপও নয়, একটা বীভৎস প্রবৃত্তির লোভও নয়। তারা এতবড় জিনিসটা যখন নিজের নষ্ট করে তখন বাইরে গিয়ে কিছু একটা আশ্চর্য্য বস্তু পাবার লোভে নয়, কেবল কিছু একটা থেকে আপনাকে রেহাই দেবার জন্যেই এ তুঃখ মাথায় তুলে নেয়। এ-সকল কথা হয়ত তুমি সব বুঝবে না, আমার বলাও হয়ত সাজে না, কিন্তু—সবচেয়ে বড় কথা এই যে তুমি ত শুধু মেয়েমানুষই নও,—

আমার ছোট বোন কি না! আর এ জিনিসটা সংসারে নিতান্ত তুচ্ছ জিনিসও নয়।

"কাহিনী"র ভেতরে কতটা সত্যি আর কতটা কল্পনা আছে জানি নে, কিন্তু কল্পনা যদি হয় ত বাহাদুরী আছে বটে! সাহসের ত অন্ত নেই দেখি! কে উনি? এখন পবিত্রর কথা একটু বলা চাই। তাকে আমি বেশি দিন জানি নে বটে, কিন্তু এটা জানি সে নির্ম্মলচরিত্র এবং সত্যিই খুব সৎ ছেলে। তোমাকে দিদি হয়ত বলতেও পারে। কারণ বয়সে হয়ত তোমার চেয়ে ২।৪ মাসের ছোটই হবে। তার কাছে কখনো কোন নারীর অমর্য্যাদা হবে না এই ত আমার বিশ্বাস। তাকে তুমি চিঠি লিখতে পারো কোন ক্ষতি নেই। আর তা ছাড়া তুমি নিজেও ত খাঁটি সোনা। কার কেমন সম্মান কেমন মর্য্যাদা সমস্ত তোমার কাছে বজায় থাকবে এই আমার দৃঢ় ধারণা। শুনতে পাই সে না-কি এরি মধ্যে চারি দিকে রাষ্ট্র ক'রে বেড়াচ্চে যে অল্প দিনের মধ্যে বাঙলা সাহিত্যে আর একজন লেখিকার লেখা দেখতে পাওয়া যাবে যে কারও চেয়ে ছোট যায়গায় দাঁড়াবে না। কাল একটা লোক ওই মিলনটা ছাপাবার জন্যে আমায় খোসামোদ করতে এসেছিল। আমি দিই নি। বলি, কাগজের উপযুক্ত নয়। তাড়াতাড়ি দরকার ত নেই। অনেকে খুব ভাল বল্‌বে জানি, কিন্তু নিন্দে করবারও লোকের অভাব হবে না তাও জানি। আমি ধৈর্য্য ধ'রে এক বৎসর অপেক্ষা ক'রে যখন মাসিক পত্রে ছাপতে দেব, তখন এই সন্দেহটা থাকবে না।

আমি ত তোমাকে শিষ্যা করতে সম্মত হয়েচি, কিন্তু দেখো বোন্, শেষকালে বুড়ির মত যেন গুরু-মারা বিদ্যে পেয়ে বোসো না। সে তো আমার চেয়ে বড় হয়ে গেছেই, হয়ত বা শেষকালে

তুমিও তাই হবে। সংসারে বিচিত্র কিছুই নয়,—কিছুই বলা যায় না।

কিন্তু এতে স্বীকার কোরব যখন তুমি লিখে জানাবে যে তুমি ভাল হয়ে গেছ, আর কোন অসুখ নেই। নইলে হার্ট ডিজিজের লোককে আমি সাক্‌রেদ কোরব না। আগে তাকে ডাক্তারের সার্টিফিকেট পেশ করতে হবে, তা কিন্তু জানিয়ে রাখচি। আমি কষ্ট ক'রে শেখাবো আর তুমি হঠাৎ স'রে প'ড়ে আমাকে পণ্ডশ্রম করাবে সে হবে না।

তুমি একবার লিখেছিলে "আপনার জানিত শ্রীরামপুর!" আর জয়রামপুরটা বুঝি অজানিত? তার ম্যালেরিয়া আর বোলতার মত মশার ঝাঁক সহজে ভুল্‌তে পারে এমন মানুষ পাওয়া যাবে কি না সন্দেহ। গত বোশেখ মাসে এর ভয়েই বৌ-ভাতের নিমন্ত্রণ নিতে পারি নি। জয়রামপুরের আর একটি মেয়ে আমাকে বলে দাদা, আর আমি বলি 'ছোড়্‌দি'।

ডিহরীতে যাচ্ছো? যখন তোমাদের জন্মও হয় নি তখন আমি ওই ডিহরীর ক্যানালের পাড়ে পাড়ে পাকা খিরনী কুড়িয়ে কুড়িয়ে বেড়াতাম আর ফাঁস ক'রে গিরগিটি ধরতাম। উঃ সে কত কালের কথা! তখন রেল হয় নি ছোট ষ্টিমারে চ'ড়ে আরা থেকে যেতে হোতো। তোমাদের বাঙলোটাও আমি যেন চোখে দেখ্‌তে পাচ্চি। আচ্ছা, তোমার ঘর থেকে বেরিয়ে ডানহাতি সূর্য্য উঠে না,? তখনকার কালে ওদেশে একটা ঘাট ছিল সতীচওড়া না এমনি একটা কি নাম। বোধ করি তোমাদের ওখান থেকে মাইল দুই হবে। কিছু কাল ঐখানে বসেচি কি জানি সে ঘাটের অস্তিত্ব আজও আছে কি না!

"ভবঘুরে"র ত কোথাও যেতে আসতে বাধে না কি না! আচ্ছা,

বর্ম্মার অত কথা জান্‌লে কি ক'রে? ম্যাজিষ্ট্রেট (ডেপুটি) যে ওখানে 'মিউক' এ খবর কে দিলে? ম্যাণ্ডলে থেকে যে ল্যাঙ্কে যাতায়াতের পথ আছে সেই বা কে বল্‌লে? যদি যথার্থই বর্ম্মায় থেকে থাকো সে কোন্ যায়গায়? ও দেশটার হেন স্থান তো নেই যেখানে এ দুটি পা এক দিন না এক দিন ঘুরে বেড়িয়েচে! অথচ আমার মত বাদশা-কুড়েও দুনিয়ায় কমই আছে।

'রাজলক্ষ্মী'কে কোথায় পাবে? ও-সব বানানো মিছে গল্প। শ্রীকান্ত একটা উপন্যাস বইত নয়! ও-সব মিছে জনরবে কান দিতে নেই। 'কাহিনী'টি কি সত্যি? কার কাহিনী? তুমি বেঁচে থাকো দীর্ঘজীবী হও, মানুষ হও বার বার এই আশীর্ব্বাদ করি। আমার আদেশেও কখনো ভুলেও শরীর অযত্ন কোরো না। তোমাকে দেখি নি তবুও কেন জানি নে তোমার উপর আমার বড় স্নেহ জন্মেচে। ঐটে বোধ হয় তোমার কপালের লেখা। আমার এমন মনে হচ্চে যদি না এত কুড়ে হতুম ত হয়ত শীতকালে শুধু তোমাকেই দেখবার জন্যে কানপুরে যেতাম। কিন্তু সে যে কখনো হবে না তাও বুঝি।

তোমার ছেলে দুটিকে অনেক আশীর্ব্বাদ করচি। তার মা-বাপের গুণ যদি পায় ত সংসারে সার্থক হবে। কিন্তু তোমার নিজের বেঁচে থেকে মানুষ করা চাই। ম'রে গেলে কিছুতে চলবে না। তা হ'লে আমারও বোধ হয় সত্যিই ভারি কষ্ট হবে।—দাদা

সত্যি বলচি তোমার ঐ গোছানো চিঠি লেখার কাছে আমার এই এলোমেলো চিঠি পাঠাতে যেন লজ্জাই করে।

আজকের গল্পের প্রথম অধ্যায়ের কথা পরের চিঠিতে জানাবো।

বাজে শিবপুর। ৭ই ভাদ্র ১৩২৬

পরম কল্যাণীয়াসু,—তোমার চিঠি পেয়েছি। কয়েকটা দরকারী কথা আছে। বুড়ির ওপর আমার ভারি আশা ছিল, কিন্তু সে ঐ একটা 'দিদি' ছাড়া আর কিছুই লিখতে পারলে না। কেন জানো? বার-ব্রত জপ-তপ ইত্যাদি জ্যাঠামির আগুনে ভিতরে তার যা-কিছু মধু ছিল সব বয়সের সঙ্গে সঙ্গে শুকিয়ে গেল। অবশ্য আতিশয্যের জন্যেই না হ'লে আমাদের ঘরের কোন্ মেয়ে আর এ-সব ব্যাপার কিছু কিছু না করে? যাক্। তোমার উপর আমার দ্বিতীয় আশা। তোমার যে বয়স এই বয়সই মানুষের রওনা হবার বয়স। তাই তোমাকে আমি শিখিয়ে নিতে চাই। আর এই জন্যেই তোমার কোন লেখা কোথাও ছাপাতে সম্মত হই নি। আমি নিশ্চয় জানি প্রথমে নিজের লেখা ছাপা অক্ষরে নিজের নামে দেখবার সাধ অনেকেরই হয়, কিন্তু এও জানি এক বছর তোমার সবুর সইবে।

কিন্তু শেখানোর সে সুবিধে নেই, থাকাও সম্ভব নয়। তবু একবার ওদিকে বোধ হয় যাবো, যেখানেই থাকি তোমার সঙ্গে একবার দেখা হওয়াই সম্ভব। তোমার হয়ত একবার মনেও হ'তে পারে এই ত এদেরই বই পড়ি তা প'ড়েও যদি শিখতে না পারি, ইনি দু'দিনে এমন কি শিখিয়ে আমাকে রাজা করবেন! এ-কথা খুব সত্যি, বাস্তবিকই এ শেখবার জিনিস নয়। তবু,—এই ধর না "তুলসী মৃত্যুকালে যখন তার··· ইত্যাদি ইত্যাদি" আমি কিন্তু উপস্থিত থাকলে লেখবার আগে তোমাকে এই কথাটা ব'লে দিতাম, যে তুলসী মরেছে, যে সমস্ত গল্পের মধ্যে আর আসবে না তার সম্বন্ধে পাঠকের বেশি কৌতূহলও থাকে না, সেটা আর্টের দিক্ দিয়েও অপলকা। সুতরাং তার সম্বন্ধে প্রথমেই দু'পাতা ইতিহাস পাঠককে

ক্লান্ত করে; আমি হ'লে কোথায় আরম্ভ কোরতাম বলবার পূর্ব্বে এই কথাটা বলতে চাই, আরম্ভটাই সকলের চেয়ে শক্ত, এইটার উপরেই প্রায় সমস্ত বইটা নির্ভর করে।

ধরো যদি এমনি কোরে সুরু হতো—এক দিন তুলসীর মৃতদেহ শ্মশানে ভস্মশেষে পরিণত হইয়া আসিতেছিল। তাহার তেরো বছরের মেয়ে মঞ্জরী অদূরে স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া ছিল। তাহার মুখের উপর নির্ব্বাণোন্মুখ চিতার দীপ্ত রশ্মি কতক্ষণ ধরিয়া যে বিচিত্র রেখায় খেলা করিতেছিল কেহ নজর করে নাই, হঠাৎ এক সময় তাহারই প্রতি তারা ঠাকুরাণীর চোখ পড়ায় তিনি যেন চমকিয়া গেলেন। মনে হইল ওই যাহার নশ্বর দেহের এইমাত্র সমাপ্তি হইল, সেই যেন অকস্মাৎ তাহার ছেলেবেলার মূর্ত্তি ধরিয়া দাঁড়াইয়াছে। তেমনি তুলনাহীন রূপ, তেমনি শান্ত মাধুর্য্য, মুখের উপর ঠিক যেন তেমনি বিষাদের গাঢ় ছায়া মাখানো। এবং এই সদ্য মাতৃহীনার মুখের প্রতি চাহিয়া চাহিয়া তাঁহার চিন্তার সূত্র অতীত দিনের অনেক সুখ দুঃখের কাহিনীর ভিতর দিয়া ছায়াবাজীর মতো সঞ্চরণ করিয়া ফিরিতে লাগিল। তাঁহার মনে পড়িল সেই যেদিন তুলসী স্বামী হারাইয়া একেবারে নিরাশ্রয় হইয়া তাঁহার বাড়িতে প্রথম পা দিয়াছিল, তাহার পরে কেমন করিয়া সে তাহার পূর্ণবিকশিত রূপের লাবণ্য লোকচক্ষু হইতে একান্ত গোপনে তাঁহার ক্ষুদ্র সংসারের সহিত একেবারে মিশাইয়া দিয়া ইত্যাদি…

এই অতীত দিনের ইতিহাসটা যতটা সংক্ষেপে সারিতে পারা যায় সারা আবশ্যক, কারণ এ-কথা মনে রাখিতেই হইবে বইয়ের মধ্যে আর সে আসিবে না, সুতরাং তাহার চরিত্র ফুটাইয়া তুলিবার খুব বেশি প্রয়োজন হয় না।

তার পরে গল্প লিখিতে গিয়া প্রথমে যাহাকে প্লট বলে তাহার প্রতিই অতিরিক্ত মন দেবার দরকার নাই। যে যে লোক তোমার বইয়ে থাকিবে প্রথমে তাহাদের সমস্ত চরিত্রটা নিজের মধ্যে স্পষ্ট করিয়া লইতে হয়। এই ধরো যাঁকে খুব জানো, তোমার বাবা কিম্বা তোমার স্বামী। তার পরে এই দুটি চরিত্র তাঁদের দোষগুণ লইয়া কোন্ কোন্ ব্যাপারের মধ্যে ফুটিয়া উঠিতে পারেন তাহাই ঠিক করিয়া লইতে হয়। ধরো তোমার বাবা তাঁর কাজের মধ্যে, তাঁর মামলা-মোকদ্দমার মধ্যে; তোমার স্বামী তাঁর বন্ধুব চাকরির মধ্যে, উদারতার মধ্যে বা ত্যাগের মধ্যে ভালো করিয়া সম্পূর্ণ হইতে পারেন,—তখনই কেবল গল্প বাঁধিবার চেষ্টা করা উচিত। নইলে প্রথমেই গল্পের প্লট লইয়া মাথা ঘামাইবার আবশ্যক হয় না। যাহার হয় তাহার গল্প ব্যর্থ হইয়া যায়। ~

আরও অনেক ছোটখাটো জিনিস আছে যেগুলো লেখার সঙ্গে সঙ্গে মুখে বলিয়া না দিলে চিঠিতে লিখিয়া জানানো শক্ত। এই-গুলোই এক দিন তোমাকে বলিয়া দিয়া আসিব। কিন্তু সেদিন যে কবে হবে সে আমার বিধাতা পুরুষই জানেন।....তুমি আমার অসংখ্য আশীর্ব্বাদ জানিও।—তোমার দাদা শ্রীশরৎ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

বাজে শিবপুর। ২৪।১১।১৯

পরম কল্যাণীয়াসু,—কাল রাত্রে ১০½টায় দিদির বাড়ি থেকে ফিরে এসে আজ সকালে তোমার ও সরোজের চিঠি পেলাম। তার পত্র ইংরাজিতে। তেমন ইংরাজি জানি না বলিয়া ভাল বুঝিতে পারি নাই। বিদ্বান বন্ধুবান্ধব কেহ আসিলে পড়াইয়া লইয়া পরে জবাব দিব।

দিদির শাশুড়ীর কাজকর্ম্ম খুব ঘটা-পটা করিয়া সারা হইল।

আমি অন্য কাজে ব্যস্ত ছিলাম। তাদের দেশে ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা জ্বর বড্ড বেশি, গরীব দুঃখীরা মরচেও মন্দ না। ওষুধের বাক্স নিয়ে গিয়েছিলাম, নিজে গোটা দুই মাত্র মারিতে পারিয়াছি,—আর কিছু দিন থাকিতে পারিলে আরও কোন্ না গোটা দুই তিন শিকার মিলিত! দুর্ভাগ্য, —কাবু হইয়া পড়িলাম, ওষুধ ও বিশেষ করিয়া পথ্যের অভাবেই,— তোমাদের ভগবানের শ্রীচরণে তাদের দ্রুত আশ্রয় মিলিতেছে।) তবু ফিরিয়া আসিয়াছিলাম আর কিছু ওষুধ ইত্যাদি সংগ্রহ করিতে, কিন্তু মনে হইতেছে কাল সকাল নাগাদ নিজের জ্বরটাই বেশ সুস্পষ্ট হইতে পারিবে। আজকার দিনটা কোনমতে চাপা আছে। আর এম্‌নি চাপাই থাকে ত পরশু আবার যাইব।....তোমার দাদা

বাজে শিবপুর। হাওড়া।
৩০-৩-২১

পরম কল্যাণীয়াসু,—...বরিশাল কন্‌ফারেন্সে আমার যাবার বড় ইচ্ছা ছিল, শুধু আমার নতুন পাঠশালার কাজে এম্‌নি ব্যস্ত রইলাম যে সময় পেলাম না। নিজেকে এখন সাবেক পরিচিত সকল কাজের বাইরে টেনে নিয়ে যাবার চেষ্টা করচি, এতে অনেক প্রকারের সাংসারিক ক্রটি, অনেক রকমের দুঃখ-কষ্টের ব্যাপার ঘট্‌বে,—সেইগুলো সইবার এখন ডাক পড়েচে। তাছাড়া এই দীর্ঘ জীবনের জালে অনেক গ্রন্থি প'ড়ে গেছে, অথচ, ধীরে সুস্থে খোল্‌বার মত বয়সও হাতে নেই—কাজেই একটুখানি তাড়াহুড়োই চল্‌চে।

তোমার বাবার শরীর বোধ হয় আজকাল ভাল আছে—সরোজের চিঠি থেকে তাই যেন মনে হ'ল।

আমার খবরটা পৌঁছে দেবার লোক তুমি পাবেই—অতএব এ-বিষয়ে আমি নিশ্চিন্ত। দাদার চিরদিনের স্নেহ ও আশীর্ব্বাদ

তোমাদের প্রতি রইল,—তোমরা কেবল এই প্রার্থনা কর আর যেন বিক্ষিপ্ত না হই।....তোমার দাদা

বাজে শিবপুর—হাওড়া
২৭শে জুন '২১

পরম কল্যাণীয়াসু,—লীলা আজ তোমার চিঠি পেলাম। তোমাকে যে জবাব দিই নি তা নিতান্তই সময়ের অভাবে। যথার্থই দিদি এখন আমার এক মূহুর্ত্তের সময় নেই। কংগ্রেসের কাজটা যদি সার্থক হয় ত আবার হয়ত সময় পাওয়া যাবে। আজকাল আমার সেই দু'বছর আগের মহাত্মা গান্ধীর সত্যাগ্রহ দিনের কথাগুলো নিরন্তর মনে পড়ে। আমি ছিলাম একজন ভলন্‌টিয়ার—আমার পাশের লোক এবং সুমুখের ৬।৭ জন যখন 'জান্ গিয়া' ব'লে গুলি খেয়ে প'ড়ে ম'রে গেল—তখন আমি পালাই নি কিন্তু আমার লাগে নি। অনেক দিন আশ্চর্য্য হয়েছি, সেদিন কি কোরে মেশিনগানের গুলি লাগে নি। আজ মনে হয় তারও প্রয়োজন ছিল।.. দাদা

বাজে শিবপুর, হাবড়া
১লা জানুয়ারি '২৩

পরম কল্যাণীয়াসু,—গয়া থেকে ফিরে এলাম। কংগ্রেস শেষ হবার আগেই চ'লে এসেছিলাম, দেহটা নিতান্ত অপটু হয়ে পড়ল ব'লে। যাবার আগেই তোমাকে চিঠি লিখব ভেবেছিলাম, কিন্তু কাজে হয় নি, গয়ায় গিয়ে সেখান থেকে লিখ্‌ব মনে করি তাও ঘটে উঠ্‌ল না, ফিরে এসে জবাব দিচ্ছি। এই যে লিখব লিখব ভাবি, অথচ, লিখি না,—এরও একটা দাম আছে, নিতান্ত ফেলে দেবার জিনিস নয়। কিন্তু এ-কথা কটা লোকে আর বোঝে? তারা বলে

তোমার দাম তুমিই নিয়ে থাকো, আমাদের অদামী চিঠির জবাবটা দিয়ো। তাহ'লেই আমাদের হবে।

এক দিন আমার সম্বন্ধে সবাই বলত ওর ভারি দয়ামায়ার শরীর। আর, আজ সবাই—বোনেরা ভায়েরা ভগ্নীরা, বন্ধু-বান্ধবেরা সকলে বলাবলি করচে ওর দেহে দয়ামায়াব বাষ্পও নেই। আমি বলি এরও দাম আছে, তারা বলে ও-দামে আমাদের কাজ নেই তোমার আগেকার অ-দামী বস্তুটাতেই আমাদের প্রয়োজন। ঘরের গৃহিণী পর্য্যন্ত ওই সুরে স্বর মিলিয়েছেন, হয়ত বা তাঁর গলার জোরটাই এখন সকলের গলা ছাপিয়ে উঠ্‌ছে।—দাদা

বাজে শিবপুর। হাবড়া
৩রা মে ১৯২৩

পরম কল্যাণীয়াসু,— ....কয় দিন হইল আমার একটা দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে। এ্যালায়েন্স ব্যাঙ্কে যথাসর্ব্বস্ব ছিল, ব্যাঙ্ক হঠাৎ ফেল হওয়ায় সমস্তই বোধ হয় গেল। বাড়িটা শেষ হয় নাই, পুকুর শেষ হয় নাই, ভাবিয়াছিলাম এ বছরে কিছুই আর ফেলিয়া রাখিব না সমস্ত শেষ করিব, কিন্তু পুঁজি নিঃশেষ হওয়ায় সবই স্থগিত রহিল। কিন্তু এটাও তত বড় বিপদ নয়, অনেকে আমার মারফৎ তাহাদের যথা-সর্ব্বস্ব আমারই ব্যাঙ্কে গচ্ছিত রাখিয়াছিল এই বিশ্বাসে যে আমি কখনো ফাঁকি দিব না। এখন এইগুলি কড়ায়গণ্ডায় আমাকে বুঝাইয়া দিতে হইবে। অনেকগুলি পরিবারের ভার আমার কাঁধেই ছিল, কি যে তাহাদের বলিব ভাবিয়া পাই না। অথচ এ-কথা নিশ্চয় যে আমি বন্ধ করিলে তাহাদের হাঁড়ি বন্ধ হইবে। ভগবান যদি দেন ত সে আলাদা কথা। অনেক সময়ে তিনি দেন না, মানুষকে অনাহারে অর্দ্ধাহারে মরিতে হয়। ভাবিতেছি মাস দুই তিন

কোথাও গিয়া দিবারাত্রি পরিশ্রম করিয়া দেখিব যদি হাজার পাঁচ ছয় টাকাও অন্ততঃ উপার্জ্জন করিতে পারি। হয়ত কতক রক্ষা হয়। আত্মীয়দের সংসার লইয়াই মস্ত ভাবনা।.... —তোমার দাদা

বাজে শিবপুর। হাবড়া
১৭ই মে ১৯২৬

পরম কল্যাণীয়াসু,—কিছু কাল এখানে ছিলাম না। ঘণ্টা তিনেক হইল বরিশাল হইতে বাটী আসিয়া পৌঁছিয়া তোমার পোষ্টকার্ড পাইলাম। এই জন্যই যথাসময়ে চিঠির জবাব দেওয়া হয় নাই।...

হুগলী জেলে আমাদের কবি কাজী নজরুল উপুস করিয়া মর-মর হইয়াছে। বেলা ১টার গাড়ীতে যাইতেছি দেখি যদি দেখা করিতে দেয় ও দিলে আমার অনুরোধে যদি সে আবার খাইতে রাজী হয়। না হইলে তার কোন আশা দেখি না। একজন সত্যকার কবি। রবিবাবু ছাড়া আর বোধ হয় এখন কেহ আর এত বড় কবি নাই।...দাদা

সামতা বেড়, পানিত্রাস পোষ্ট
জেলা হাবড়া। ১৩ই কার্ত্তিক '৩৩

পরম কল্যাণীয়াসু,—লীলা তোমার চিঠি পাইয়াছি। এম্‌নি ধারা মধ্যে মধ্যে তোমাদের কুশল সম্বাদ দিয়ো।...

আমার মেজ ভাই প্রভাস সন্ন্যাসী ছিলেন বোধ করি শুনিয়া থাকিবে। তিনি দিন কয়েক পূর্ব্বে বর্ম্মা হইতে ফিরিয়া মঙ্গলবার রাত্রে অসুখে পড়েন। ক্রমাগতই বলিতে লাগিলেন, বারম্বার অসুখে এ দেহ অপটু হইয়া পড়িয়াছে, ইহা পরিত্যাগ করাই প্রয়োজন। পরদিন বেলা একটায় ঘর ও বিছানা ছাড়িয়া নিজে

বাহিরে আসিলেন, এবং আমার বুকের উপর মাথা রাখিয়া দেহত্যাগ করিলেন দিদি আমি বৌ ও প্রকাশ,—আমরাই শুধু ছিলাম।

দাদা

[শ্রীহরিদাস চট্টোপাধ্যায়কে লিখিত]

7. 4. 20.

266, Sivalaya, Benares City.

পরম কল্যাণবরেষু,—আপনার পত্র পাইলাম। এখানে ভারি গরম পড়িয়াছে আর এক মুহূর্ত্ত মন টেকে না এমন হইয়াছে। কাল-ভৈরব পোষ মানিল না। চৈত্র মাস যাওয়া যায় না—একটা ব্রত উদ্‌যাপন আছে এঁর। শ'দুই টাকা পাঠিয়ে দেবেন।

এক ছত্র লেখা বার হয় না এ কি বিশ্রী দেশ। গত ৪।৫ দিন ক্রমাগত কলম নিয়ে বসি আর ঘণ্টা দুই চুপ ক'রে থেকে উঠে পড়ি। এমন মনে হচ্ছে বুঝি বা আর কখনো লিখতেই পারব না। যা ছিল হয়ত বা ফুরিয়েই গেছে—কে জানে! একটা বড় মজার খবর আছে। এখানে ভৃগু-সংহিতার এক নামজাদা পণ্ডিতজী আছেন,—তিনিও আমার কুষ্ঠি গুণে নিজেও হাঁ ক'রে রয়ে গেলেন আমিও হাঁ ক'রে রয়ে গেলুম। আমার অতীত জীবন (যে আজও কেউ জানে না) অক্ষরে অক্ষরে এমন বলতে লাগলেন যে লজ্জায় মাথা হেঁট হয়ে গেল। আবার ভবিষ্যৎ জীবন আরও বিভীষণ! তিনি বারম্বার বল্‌তে লাগলেন, এ কোন মহাযোগীর না হয় রাজতুল্য কোন ব্যক্তির কুণ্ডলী। অবশ্য আমি নিজের identity গোপন ক'রেই রেখেছিলাম। লোকটার ভারী পসার, খুব রোজগার—তারা বসেই রইল, পণ্ডিতজী আমাকে নিয়ে পড়লেন—পারিশ্রমিক ত নিলেনই না—বারম্বার জিজ্ঞেসা করতে লাগলেন ইনি কে এবং কোথায় আছেন! ধর্ম্মস্থানে

বৃহস্পতি এতবড় পরিপূর্ণ সংস্থান তিনি নাকি আর দেখেন নি। আচ্ছা ভায়া, এ যদি সত্য হয় ত আমার মত নাস্তিকের ভাগ্যে এ কি বিড়ম্বনা, এ কি কঠোর পরিহাস বলুন ত? আয়ু কিন্তু ৪৮ কিম্বা বড়জোর ৫৬। তিনি সম্ভ্রমের আতিশয্যে মৃত্যু বল্‌লেন না—উচ্চারণ করতেই পারলেন না! বল্‌তে লাগলেন, এর যদি ৪৮এ মোক্ষ না হয় ত তার পরে সংসার ত্যাগ ক'রে ৫৬তে দেহত্যাগ করবেন!!! তবে রক্ষে এই যে সত্যি হবে না তা বেশ জানি। কিন্তু অতীত কি ক'রে এমন বর্ণে বর্ণে সত্যি বল্‌তে পারলেন আমি ক্রমাগত তখন থেকে তাই ভাবছি! কি জানি ভাবতে ভাবতে বুড়ো বয়সে আবার না সেই উটের দলে গিয়ে মিশি!—শরৎদা

আমাকে আপনারা এখন থেকে "সমীহ" ক'রে চল্‌বেন। নিশ্চয়ই একটা "কেউ-কেটা" নয়—চাই কি শাপ-মন্যি দিয়ে ভস্ম ক'রেও দিতে পারি। আবার রাজা ক'রেও দিতে পারি। এখানে আরও একজন নামজাদা গোনক্কার আছেন—সুধীর ভাদুড়ী। ইনিও গণনা করলেন—আমি যে একটা ভয়ানক ধার্ম্মিক লোক এ সত্য ইনিও আবিষ্কার করেছেন! দেখছি আবার সেই দলে নিয়ে আমাকে ভেড়ালে!

সামতাবেড়, পানিত্রাস, হাবড়া।
৭ আষাঢ় ১৩৪০

কল্যাণীয়েষু,-- ....গত বুধবারে আমার জ্বর হয়, আজ আট দিন পরেও জ্বর ছাড়ে নি,...।

আপনি দত্তার অভিনয়-স্বত্ব চেয়েছিলেন অতএব আমি খুসি হয়েই দিতে রাজী হয়েছিলাম। কিন্তু কপালে ঘটালে বিড়ম্বনা, নইলে বিজয়া নাটক এত দিনে শেষাশেষি ক'রে আনতাম।

আপনি অপরকে দিয়ে সাট লেখাতে চাইচেন, কিন্তু সে কি আমার

চেয়েও শীঘ্র পেরে উঠবে? ওর দেখেচি অনেক অসুবিধা আছে মাঝখানে,—গ্রন্থকার নিজে না হ'লে সে-সব স্থান পূর্ণ ক'রে তোলা কঠিন ব'লেই মনে করি। এবং অভিনয়ের দিক দিয়েও সে যে বিশেষ ভাল হবে তাও ভরসা করি নে। আমার নিজের লেখা হ'লে সে বাধা থাকে না এবং আমিও একখানা নাটক 'বিজয়া' নাম দিয়ে ছাপাতে পারি। পরের তৈরি হ'লে ত পারবো না। Cinemaর ব্যাপারে আমার কোন গরজই নেই।

প্রথম অঙ্ক প্রবোধ গুহ দেখতে নিয়ে আর দিলে না—কপি যেটা ছিল সেটা অভিনয়ের উপযোগী ক'রে লিখতে আরম্ভ করেছিলুম এমনি সময়ে এই প্রতিবন্ধক।

অথচ, আপনাদের বিলম্ব হ'লে—(অর্থাৎ বিজয়ার আশায়),—বহু ক্ষতি। অভিনেতাদের মাইনে দিতে হচ্চে নিরর্থক। এ অবস্থায় কি যে করবো বুঝতে পারি নে। অথচ, সমস্ত বইটাই এক রকম তৈরি করা আছে, শুধু একটু অদল-বদল বা অল্পস্বল্প লিখে কপি করানো। যদি ইতিমধ্যে ভাল হয়ে উঠি নিশ্চয়ই ক'রে তুলবো। কিছু দিন পূর্ব্বে যদি এ মৎলব করতেন ভাবনাই ছিল না।··

পুঃ। প্রথম অঙ্কটা দেখবার জন্য তুলুর হাতে পাঠালাম। এটা দেখে যদি মনে করেন বাকি অংশটা আপনি লেখাতে পারেন তা হ'লে আমাকে জানাবেন।

২৪, অশ্বিনী দত্ত রোড, কলিকাতা।
২৫ আষাঢ় ১৩৪৪

ভায়া,—আপনার চিঠি এবং ফুল পেলাম। আমি পরশু বিকালে বাড়ি থেকে এসেছি এবং কাল ফিরে যাচ্ছি। ওখানে হঠাৎ ওঁদের

সব শরীর খারাপ হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমি ছাড়া বন্ বন্ ক'রে সকলেরই নাকি মাথা ঘুরচে।

যমুনা এখানে আসে কি না জানি নে। বুদ্ধি যখন অল্প ছিল তখন অনেকের অনেক প্রকারের উপকার করার চেষ্টা করেছি, অন্ততঃ, ক্ষতি করা, হীন করার আয়োজন করা এ-সব মনোহর কর্ম্ম জীবনে করেছি ব'লে মনে পড়ে না। আজ নিজের শক্তি কমেছে, যাবার দিন এগিয়ে এসেছে, সুতরাং, নিজের দান করার সঞ্চয় যখন পাত্রের তলায় এসে ঠেকেছে, তখন এঁরা আমার কৃতকর্ম্মের পুরস্কার দিতে আরম্ভ করেছেন। আমার পার হবার পারানির কড়ি ঐগুলি। নিঃশব্দে হাত পেতেই নেবো, নালিশ জানিয়ে আর অশান্তি আনবো না এই সংকল্পই ক'রে রেখেচি। আপনারা—যাঁরা আমাকে সত্যিই ভালবাসেন মনে দুঃখ পান বুঝি, কিন্তু সহ্য করা ছাড়া প্রতিকারের পথ ত নেই।

শ্রীকান্ত বাড়িতে ফেলে এসেছি। নিয়ে এসে দেবো। নানা কারণে আজ সকাল থেকেই মনটা একটু বিচলিত হয়ে আছে।

আপনাদের সর্ব্বাঙ্গীণ কুশল কামনা করি।—শরৎদা

[শ্রীহরিদাস শাস্ত্রীকে লিখিত]

বাজে-শিবপুর, হাওড়া
২৮. ৩. ২৫.

তোমার চিঠি পড়িলাম। এবার কাশীতে গিয়া এত লোকের ভীড়ের মধ্যেও, কেবল তোমাকেই শুধু আত্মীয় ব'লে মনে হইয়াছিল। অথচ কিছুই তোমার জানিতাম না। এই পত্র প'ড়িতে সময় কিছু নষ্ট হইল বটে, কিন্তু কিসময় শুমধুই প্রহর দণ্ড পল বিপল? তার

অতিরিক্ত আর কিছুই নয়? সে দিক্ দিয়া তোমার এই সুদীর্ঘ পত্র লিখিতে এবং আমার পড়িতে ও চিন্তা করিতে কিছুই নষ্ট হয় নাই, বরঞ্চ কিছু সঞ্চয়ই হইল....মেয়েদের ২৩ হইতে ৩৫ বৎসর বয়সের মধ্যেই সঙ্কটজনক সময়, কারণ ২২।২৩এর পরে, যখন সত্যকার প্রেম জাগ্রত হয়—তখনও কেবল আধ্যাত্মিক ভালবাসাতে ইহার সকল ক্ষুধা মেটে না। কিন্তু এ তো গেল একটা দিক্—শারীরিক দিক্। কিন্তু আর একটা বড় দিক্ আছে—সেইটাই চিরদিনের মীমাংসাবিহীন সমস্যা। সংসারে সচরাচর এরূপ ঘটে না, কিন্তু যে দুই চারি জনের অদৃষ্টে ঘটে, তাহাদের মত ভাগ্যবান্ও নাই—দুর্ভাগাও নাই। ইহাদের দুর্ভাগ্যের উপর কাব্যজগতের সকল মাধুর্য্য সঞ্চিত হইয়া উঠিয়াছে....অথচ এত বড় সত্যও আর নাই—

সুখ দুখ দুটী ভাই—
সুখের লাগিয়া যে করে পীরিতি দুখ যায় তার ঠাঁই!

....সমাজের মধ্যে যাকে গৌরব দিতে পারা যায় না, তাকে কেবল মাত্র প্রেমের দ্বারাই সুখী করা যায় না। মর্য্যাদাহীন প্রেমের ভার, আলগা দিলেই দুর্ব্বিষহ হইয়া উঠে।....তা ছাড়া শুধু নিজেদের কথা নয়, ভাবি সন্তানের কথাটা সবচেয়ে বড় কথা, তাহাদের ঘাড়ে অপরের বোঝা চাপাইয়া দিবার ক্ষমতা অতিবড় প্রেমেরও নাই।....একটা কথা।—যথার্থ ভালবাসিলে মেয়েদের শক্তি ও সাহস পুরুষের অপেক্ষা ঢের বেশি। কোনো কিছুই তাহারা গ্রাহ্য করে না! পুরুষেরা যেখানে ভয়ে অভিভূত হইয়া পড়ে, মেয়েরা সেখানে স্পষ্ট কথা উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করিয়া দিতে দ্বিধাই করে না।....সমাজের অবিচার অত্যাচারের যে কেহ প্রথমে প্রতিবাদ করে, তাহাকেই দুঃখ পাইতে হয়।....

ইং ১৯২৫

…সত্যকার ভালবাসার জন্য জগতে দুঃখভোগ নাকি করিতে হয়। কেহ না করিলে সমাজের অর্থহীন অবিচারের প্রতিবিধান হইবে কিসে? সমাজের বিরুদ্ধে যাওয়া, আর ধর্ম্মের বিরুদ্ধে যাওয়া যে এক বস্তু নয়—এই কথাটাই লোকে ভুলিয়া যায়।…('সাহানা', বৈশাখ ১৩৪৬)

[শ্রীঅক্ষয়চন্দ্র সরকারকে লিখিত]

সামতাবেড়। ৭ মাঘ ১৩৩৪

প্রিয়বরেষু,— …আমার উপন্যাস থেকে নাটক কোরে অভিনয় করার সম্বন্ধে সাধারণ নিয়ম এইটুকু যে নাটকটা ছাপানো চলে না কিম্বা কোন ব্যবসাদার থিয়েটারওয়ালা অভিনয় কোরে অর্থোপার্জ্জন করতে পারবে না। তা নইলে সখ কোরে অভিনয় করা কিম্বা সেই উপলক্ষে টিকিট বিক্রী করা, তাতে আমার আপত্তি নেই।

আমি 'দত্তা' বইটার একখানা নাটক অপরের কাছে পেয়েছি; নিজেই কিছু কিছু অদল-বদল কোরে বিজয়া নাম দিয়ে Star Theatreকে দেবো মৎলব করেছি।

আমার উপন্যাসগুলোর দোষ এই যে নাটক তৈরি করতে গেলে বহু স্থানেই একেবারে নতুন কোরে লিখ্‌তে হয়। বাইরের লোকের মুস্কিল এই যে তাঁরা তো নতুন কিছু দিতে পারেন না, শুধু বইয়েতেই যে কথাগুলো আছে তাই নাড়া-চাড়া কোরেই যা হোক কিছু একটা খাড়া করতে বাধ্য হন। সেই জন্যে প্রায়ই দেখি ভালো হয় না।..

—আপনার শরৎ বাবু ('মাসিক বসুমতী', মাঘ ১৩৪৪)

[শ্রীদিলীপকুমার রায়কে লিখিত]

পানিত্রাস পোষ্ট, গ্রাম সামতা-বেড়,
হাবড়া জেলা। ২২শে ভাদ্র ১৩৩৩

মণ্টুরাম,—তোমার বই এবং ছোট্ট চিঠিখানি পেলাম। কাল দিনে রেতে বইখানি প'ড়ে শেষ ক'রলাম। চমৎকার লাগ্‌লো। তবে দু'একটা ত্রুটিও আছে। ভারতের বড় বড় গাইয়ে বাজিয়ের মধ্যে আমার নাম না দেখতে পেয়ে কিছু ক্ষুণ্ণ হোলাম। তবে নিশ্চয় জানি এ তোমার ইচ্ছাকৃত নয়, অনবধানতাবশতই হয়ে গেছে, এবং ভবিষ্যতে এ ভ্রম যে তুমি শুধ্‌রে দেবে তাতেও আমার লেশমাত্র সংশয় নেই। ওটা দিয়ো, ভুলো না। রায় বাহাদুর মজুমদার মশায়ের রাঙা জবা মুটো মুটো মুটোর উল্লেখ কই? ওটাও চাই। কারণ, তিনিও ক্ষুণ্ণ হয়েছেন ব'লেই আমার বিশ্বাস। এ তো গেল বইয়ের ত্রুটির কথা, একটা মত-ভেদের বিষয়ও আছে। তুমি পূজনীয় রবিবাবুর একটা উক্তি তুলে দিয়েছ যে "আমরা সর্ব্বসাধারণকে অশ্রদ্ধা করি ব'লেই তাদের চিঁড়ে মুড়কির বরাদ্দ করি বাইরের প্রাঙ্গণে আর সন্দেশগুলো বাঁচিয়ে রাখি" ইত্যাদি ইত্যাদি। এই কথাটা শুনতে ভালো এবং যিনি লেখেন তাঁরও মানসিক ঔদার্য্য এবং নিরপেক্ষতাও প্রকাশ পায় সত্য, কিন্তু আসলে এতবড় ভুল বাক্যও আর নেই। শিক্ষা সভ্যতা এবং কালচারের জন্য সন্দেশই চাই, চিঁড়ে মুড়কি খাওয়াবার চেষ্টা করলে তারা পেট কামড়ানিতে সারা হয়। আর সর্ব্বসাধারণ মানেই ছোটলোক। তারা চিঁড়ে মুড়কিতেই thrive করে। একটা concrete দৃষ্টান্ত নাও। সাধারণ মানে ছোটলোক, মা—ও ছোটলোক। এই মা—র পয়সা হওয়ায় ও তোমাদের মত দু'চার জনের প্রশ্রয় পাওয়ায়

আজকাল তারা 3rd class ছেড়ে 2nd class compartmentএ উঠতে আরম্ভ করেছে। (1st classএ সাহেবের ভয়ে ওঠে না এই যা কতক রক্ষে) আচ্ছা, কোন compartmentএ জন দুই তিন মা—কে ঘণ্টা ৩।৪ ঢুকিয়ে রাখবার পরে আর সাধ্য নাই কারও যে সে ঘর ব্যবহার করে। হাতে মাটির জন্যে এক ঝুড়ি মাটি থেকে সুরু ক'রে ছোলাসেদ্ধ, পকোড়া, থুথু, গয়ার এবং হেগে মুতে এমন কাণ্ড ক'রে রেখে বেরিয়ে যাবে যে সে দৃশ্য যে দেখেচে সে আর ভুলবে না। আসল কথা, অন্দরে শোবার ঘরে ব'সে সন্দেশ ভোজন করার যোগ্যতা আগে অর্জ্জন করা চাই। নইলে অন্দরেব দোর খোলা পেয়ে একবার তারা জি হি হি হিঁ হিঁ ক'রে ঢুকে পড়লে আমরা আর বাঁচবো না। অতএব এরূপ অশ্রদ্ধেয় বাক্য আর কখনো বোলো না।

তোমার concertএ যেতে পারি নি শরীর একটু অসুস্থ ছিল বলে। আরও একটা হেতু এই যে, মেদিনীপুরের····প্রতি বৎসরেই কোথাও-না-কোথাও বন্যা হবেই। হ'তে বাধ্য। Govt. তার কোন উপায় করে না করবে না। এ হয়েছে দেশের উপরে একটা স্থায়ী tax, এমন কোরে বছর বছর বন্যাপীড়িতের সাহায্য করার সার্থকতা কি? Govt.কে তারা একটা কথা জোর ক'রে বলবে না, এক কোদাল মাটি কেটে রেলের রাস্তা ভেঙে যে জল বার ক'রে দেবে তা দেবে না, পাছে সাহেবরা ধ'রে জেলে দেয়। তারা জানে কলকাতার ভদ্র লোকের মহাকর্ত্তব্য হচ্চে তাদের খাওয়া পরা দেওয়া যেহেতু তাদের ঘরে দোরে জল উঠেছে। তাছাড়া পদ্মার চরে মো—রা কেন দল বেঁধে বাস করে জানো? শুধু এই জন্যে যে বর্ষায় তাদের ঘর দোর ভেসে গেলেই পশ্চিমবঙ্গের ভদ্রলোকদের টাকা

দিতে হবে। শুধু out of malice এবং spite তারা গিয়ে ঐ রকম ভয়ানক যায়গায় বাস করেছে। এ ছাড়া তাদের আর কোন উদ্দেশ্য নেই। আমি নিশ্চয় জানি এ সম্বন্ধে তোমার সঙ্গে আমার কোন-প্রকার মতভেদ হবার আশঙ্কা নেই ' কারণ, তুমি বুদ্ধিমান, যা সত্যি কথা তা বুঝবেই।

তুমি বিলেত যাচ্চো খবরের কাগজে দেখলাম। আশীর্ব্বাদ করি তোমার যাত্রা নির্ব্বিঘ্ন হোক্‌, উদ্দেশ্য সফল হোক্‌। আমার বয়স হয়েছে, ফিরে এসে যদি আর দেখা না হয় এই কথাটি মনে রেখো আমি চিরদিন তোমার শুভকামনা ক'রে গেছি। আশা করি তোমার কুশল।—শ্রীশরৎ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

পুঃ—আগামী ৩১শে ভাদ্র আমার বয়স পঞ্চাশ হবে। ১লা আশ্বিন যাবো কলকাতায় তোমাদের সঙ্গে দেখা করতে।

সামতাবেড়, পানিত্রাস পোষ্ট,

জেলা হাবড়া। ৬ই ফাল্গুন ১৩৩৩

পরম কল্যাণীয়েষু,—মন্টু, তোমার চিঠি এবং টিকিট দুইই পেয়েছি। Concertএ যাবার সময় ছিল না, কারণ, চিঠি যখন পেলাম তখন যাবার উপায় নেই। কিন্তু ভারি ইচ্ছে ছিল বৃহস্পতিবারে তোমার বিদায়-উৎসবে যোগ দেবার। কিন্তু এদিকে B. N. Ry. ষ্ট্রাইক, গাড়া নেই বললেই হয়। যাও বা আছে ৭।৮ ঘণ্টার কমে হাবড়ায় পৌছয় না। আর নাই-ই গেলাম। চোখের দেখা শোনার এমনিই কি দরকার? এখান থেকেই সমস্ত মন দিয়ে আশীর্ব্বাদ করচি তোমার পথ যেন নির্ব্বিঘ্ন হয়, তোমার যাওয়া যেন সার্থক হয়।

আমি বিশেষ ভাল নেই, দেহটা নিয়তই ক্ষীণ এবং অপটু হয়ে আস্‌চে। তবু আশা আছে তুমি ফিরে এলে আবার দেখা হবে। তোমার দুখানি বইই বড় মন দিয়ে পড়েছি। মনের পবশের শেষটি বড় মধুর। বুকের দরদ দিয়ে যে সংসারটা দেখতে শিখেচে তাব লেখার ভিতরে যে কত ব্যথা, কত আনন্দ সঞ্চিত হয়ে ওঠে এ বইখানি পড়লে তা জানা যায়।

তুমি সদাই ব্যস্ত, তোমার সময় কম; কিন্তু এবাব ফিবে এসে তোমাকে লেখাব দিকে একটু মন দিতে হবে। রচনাব যে শিল্প বল, কৌশল বল, টেক্‌নিক বল—এই বস্তুটা যা আছে তা আব একটুখানি যত্ন নিয়ে তোমাকে আয়ত্ত কবতে হবে। কেবল লেখাই ত নয় ভাই, না-লেখার বিদ্যেটাও যে শিখতে হয়। তখন উচ্ছ্বসিত হৃদয় যে কথা শতমুখে বল্‌তে চায়, তাই শান্ত সংযত হয়ে একটুখানি গভীব ইঙ্গিতেই সম্পূর্ণ হয়ে আসে। মাঝে মাঝে এ চেতনা তোমাব এসেছে, আবাব মাঝে মাঝে আত্মবিস্মৃত হয়েছ। অর্থাৎ, পাঠকেব দল এমনি কুড়ে যে তারা শত যোজন সিঁড়ি ভেঙে স্বর্গে যেতেও চায় না যদি একটুখানি মাত্র ডিগবাজী খেয়ে নবকে গিয়েও পৌছতে পাবে। এই হদিসটুকুই মনে বাখা বচনার সবচেয়ে বড় কৌশল।

আমাব সস্নেহ আশীর্ব্বাদ রইল।—তোমাদের শ্রীশরৎ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

সামতাবেড়, পানিত্রাস পোষ্ট,
জেলা হাবড়া। ১৩ই ফাল্গুন '৩৩

পরম কল্যাণবরেষু,—মণ্টু, তোমার চিঠি পেয়ে যে কত আনন্দ পেলাম তা তোমাকেও জানানো শক্ত। তুমি যে আমাকে শ্রদ্ধা কর, ভালবাসো এও যদি না বুঝ্‌বো ত বুঝবো সংসারে কি?

তোমার বিদায়-অভিনন্দনে যাঁরা যোগ দিয়েছিলেন তাঁদের মুখে কি কি হয়েছিল সব শুনেছি। তুমি বিদেশে যাচ্ছো, কিন্তু একটু শীঘ্র ক'রে ফিরে এসো। তুমি কাছাকাছি নেই মনে হ'লে কষ্ট হয়।

মনের পরশের শেষ অংশ অর্থাৎ তৃতীয় অংশটা যে আমার কত ভাল লেগেছিল তা বল্‌তে পারি নে। সত্যকার ব্যথা ও দুঃখের মধ্য দিয়ে সমস্ত পৃথিবীময় মানুষে যে মানুষের কত আপনার এই কথাটি কত সহজেই না তোমার বইয়ের শেষটুকুতে ফুটে উঠেছে। তাই আমার কেবলি মনে হয়েছিল তুমি বুঝি কার যথার্থ জীবনের দুঃখের কাহিনীটি লিপিবদ্ধ ক'রে গেছ। কিন্তু এই লিপিবদ্ধ করার প্রণালীটি তোমাকে আর একটুখানি যত্ন নিয়ে শিখতে হবে। তোমার বাবাকে আমি জানতাম না, তাঁর অন্তরঙ্গদের মুখে শুনি তাঁর মানুষের বেদনা বোঝবার অনুভূতি খুব বড় রকমের ছিল। এইটি হয়ত তুমি উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়েছ। তোমাকে এই বস্তুটিকে মনের মধ্যে দিবারাত্রি লালন ক'রে পূর্ণ মানুষ ক'রে তুল্‌তে হবে। তবেই ত হবে।

বেশ, আমার চিঠির মধ্যে থেকে যা ইচ্ছে তুমি প্রকাশ করতে পারো। অনুমতি দিলাম।

তুমি আমার অতিশয় স্নেহের জিনিস। আজ ব'লে নয়, অনেক দিন থেকে। বন্ধু-বান্ধবদের নিয়ে আমার বাড়িতে এসে হৈ হৈ ক'রে লুচি খেয়ে যেতে, তখন থেকে।

তোমাকে আমার সমস্ত হৃদয় দিয়ে আশীর্ব্বাদ করি এ জীবনে তুমি সফল হও, নীরোগ হও, দীর্ঘজীবী হও।—আশীর্ব্বাদক শ্রীশরৎ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

সামতাবেড়, পানিত্রাস পোষ্ট,
জেলা হাবড়া। [আষাঢ় ১৩৩৫]

পরম কল্যাণীয়েষু,—মণ্টু, কত দিন থেকে তোমার চিঠির জবাব দিতে পারি নি। না জানি কত রাগই তুমি কোরেছ। সেদিন তোমাদের থিয়েটার রোডের বাড়িতে গিয়েছিলাম। কিন্তু না ছিলে তুমি, না ছিলেন তোমার মাতুল তকু। সাহেবের বাড়ি, অপেক্ষা করা রীতিবিরুদ্ধ কি না স্থির হোলো না। আমার সঙ্গে যিনি ছিলেন তিনি পাকা লোক। দালালি কাজে সাহেবের বাড়িতে তাঁর যাতায়াত আছে। তিনি বললেন card রেখে যাওয়াই etiquette,—হাঁ ক'রে ব'সে থাক্‌লে এরা রাগ করে। কিন্তু card না থাকায় আমরা নিঃশব্দে ফিরে এলাম।

কালও অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত তোমার দুধারার অনেক জায়গা আর একবার পড়ে গেলাম। বাস্তবিকই বইখানি ভালো। অবহেলা কোরে যেমন-তেমন ভাবে প'ড়ে যাবার জিনিস নয়, মন দিয়ে পড়বার মতই বই। কিন্তু জান ত আজকাল প্রশংসাপত্রের দাম নেই। কারণ, কথার দাম যাদের আছে তাঁরা নিজেরাই তার অমর্য্যাদা করেন। তাই সহজে আমি কথা কই নে। কিন্তু আমার কথায় যাঁরা বিশ্বাস করেন তাঁদের সকলকেই বলি মণ্টুর এ বইখানি যেন তাঁরা শ্রদ্ধার সঙ্গে আদ্যোপান্ত একবার প'ড়ে দেখেন। আমার নিজের তো পেশাই এই, তবুও এতে এমন ঢের কথা আছে যা আমিও ইতিপূর্ব্বে চিন্তা ক'রে দেখি নি।

'ভারতবর্ষে' [জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৫] তোমার চাকর গল্পটা পড়লাম। গল্পের দিক দিয়ে এ তেমন ভালো হয় নি, কিন্তু একটা জিনিস দেখছি তোমার চমৎকার develop ক'রে উঠ্‌ছে সে তোমার dialogue।

গল্প লেখবার কৌশল অথবা পদ্ধতি এবং এই dialogueএর ধারা,—তোমার লেখায় যেদিন এ দুটোর একটা মিল হয়ে উঠ্‌বে সেদিন তুমি সত্যিই বড় সাহিত্যিক হবে। একটা কথা ভুলো না মণ্টু। লেখার মধ্যে লিখে যাওয়াও যেমন শক্ত, লেখার মধ্যে না-লিখে থেমে থাকাও তেমনি শক্ত। কিন্তু এ বস্তুটা কাউকে শেখানো যায় না আপনি শিখ্‌তে হয়। আমি নিশ্চয় জানি এ শিখে নিতে তোমার বাধবে না। আজ তোমাকে যারা বিদ্রূপ করে, তারাই এক দিন প্রকাশ্যে না হোক্ মনে মনেও এ সত্য স্বীকার করবে। আমাদের যাবার দিন নিকটবর্ত্তী হয়ে আস্‌চে, আমরা হয়ত এ চোখে দেখে যেতে পাবো না, কিন্তু তত দিন পরেও আমাকে যদি তোমার মনে থাকে তো আমার এই কথাটা তোমার স্মরণ হবে।

অা—র প্রবন্ধগুলো পড়লাম। ছেলেমানুষের লেখা,—এর ভাল মন্দ এখনো বিচার করবার সময় আসে নি। বয়সের সঙ্গে আড়ম্বরের আতিশয্যগুলো কেটে গেলে লেখা হয়ত এর ভালোই হবে। ছেলে বয়সের একটা মস্ত দোষ এই যে অনেক-বই-পড়ার অভিমানটা এদের পেয়ে বসে। তাই নিজের লেখার মধ্যে নিজের কিছুই থাকে না, থাকে শুধু মুখস্ত-করা পরের কথা। থাকে কারণে-অকারণে যেখানে-সেখানে গুঁজে দেওয়া বিদ্যের বাচালতা। মেয়েটিকে তুমি অতো দ্রুতবেগে লিখ্‌তে বারণ কোরো। লেখার দ্রুতগতি কেরাণীর qualification—লেখকের নয়। এ কথা ভোলা উচিত নয়। অল্প বয়সে গল্প লেখা ভালো, কবিতা লেখা আরো ভালো, কিন্তু সমালোচনা লিখতে যাওয়া অন্যায়। তা উপন্যাসের ওপরেই হোক্, বা নারীর ওপরেই হোক্।

"শরৎচন্দ্র ও গল্‌সওয়ার্দ্দি" প্রবন্ধ পড়লাম। গল্‌সওয়ার্দ্দি নামটাই

শুধু শুনেচি তাঁর কোন বই আমি পড়ি নি। সুতরাং তাঁর সঙ্গে কোথায় আমার মিল কোথায় গরমিল কিছুই জানি নে। প্রবন্ধের মধ্যে আমার সুখ্যাতি আছে আর আছে গল্‌সওয়ার্দ্দির বাশি রাশি কোটেশন্। তার থেকে কোন অর্থই আমার আদায় হোলো না। এইটুকুই বুঝলাম আ— তাঁর বই পড়েচেন এবং গলসওয়ার্দ্দি ভদ্রলোক যেই হোন্ অনেক ভালো ভালো বচন দিয়ে গেছেন। এবং সে-সব পড়লে জ্ঞান জন্মায়।

মেয়েটি যে জীবনে সুখী নয় এ-কথা শুনে ক্লেশ বোধ হয়। কিন্তু এ সমাজে মেয়ে-জন্মের এম্‌নি অভিশাপ যে এর থেকে নিষ্কৃতিবও পথ নেই। মেয়েটির লেখা পোড়ে মনে হয় ভারি বুদ্ধিমতী। কিন্তু জীবনে বয়সের সঙ্গে সঙ্গে যে বস্তু পাওয়া যায় তার নাম অভিজ্ঞতা। শুধু বই প'ড়ে একে পাওয়া যায় ন', এবং না-পাওয়া পর্য্যন্ত জানাও যায় না এর মূল্য কত। কিন্তু এ-কথাও মনে রাখা উচিত যে অভিজ্ঞতা, দূরদর্শিতা প্রভৃতি কেবল শক্তি দেয়ই না, শক্তি হরণও করে। তাই বয়স কম থাকৃতেই কতকগুলো কাজ সেরে নেওয়া উচিত। এই যেমন গল্প লেখা। আমি অনেক সময়ে দেখেচি কম বয়সে যা লেখা যায় তার অনেক অংশই আবার বয়স বাড়লে লেখা যায় না। তখন বয়সোচিত গাম্ভীর্য্য ও সঙ্কোচে বাধে। মানুষের মধ্যে শুধু লেখকই থাকে না ক্রিটিক্‌ও থাকে। বয়সের সঙ্গে এই ক্রিটিকটিই বাড়তে থাকে। তাই বেশি বয়সে লেখক যখন লিখ্‌তে চায় ক্রিটিকটি প্রতি হাতে তার হাত চেপে ধরতে থাকে। সে লেখা জ্ঞান বিদ্যে বুদ্ধির দিক দিয়ে যত বড়ই হয়ে উঠুক রসের দিক দিয়ে তার তেমনি ক্রুটি ঘটতে থাকে। তাই আমার বিশ্বাস যৌবন উত্তীর্ণ ক'রে দিয়ে যে-ব্যক্তি রস-সৃষ্টির আয়োজন করে সে ভুল করে।

মানুষের একটা বয়স আছেই যার পরে কাব্য বলো উপন্যাস বলো আর লেখা উচিত নয়। রিটায়ার করাই কর্ত্তব্য। বুড়ো বয়সটা হচ্চে মানুষকে দুঃখ দেবার বয়স, মানুষকে আনন্দ দেবার অভিনয় করা তখন বৃথা।

সেদিন বার্ট্রাণ্ড রসেলের An Outline of Philosophy বইখানি পড়লাম। এ বইখানি শক্ত, অঙ্কশাস্ত্র প্রভৃতির বিশেষ জ্ঞান না থাকলে সকল কথা ভালো বোঝা যায় না, বুঝতেও পারি নি। কিন্তু মুগ্ধ হয়ে যেতে হয় মানুষটির সরলতা দেখলে, এবং অনভিজ্ঞ মানুষকে সোজা ক'রে বুঝিয়ে দেবার চেষ্টা দেখে। আনাড়ি লোকদের ওপর এঁর অশেষ করুণা। আহা! এ বেচারারা দুটো কথা বুঝুক,— সত্যিকার এই ইচ্ছেটুকু যেন এর লেখার ছত্রে ছত্রে অনুভব করা যায়। ভাবি, যাঁরা বাস্তবিকই পণ্ডিত, জ্ঞানী তাঁদের লেখার সঙ্গে ফোক্কড়দের লেখার কতই না প্রভেদ। এটা কতই না স্পষ্ট হয়ে ওঠে এঁর লেখার পাশাপাশি H. G. Wellsএর লেখা পড়লে। এর কেবলই চেষ্টা বড় বড় কথা শুধু চালাকি আর ফক্কড়ি ক'রে মেরে দেবো। রসেলের On Education বইটা কিনে এনেচি। ভাবচি কাল পোড়ব। আসচে বছরে যদি বিলেতে যাই শুধু এই লোকটিকে একবার দেখে আসবার জন্যেই যাব।

সেদিন জন কয়েক ছেলে এসে তোমার মনের পরশের ভারি সুখ্যাতি করছিলো। তারা বলে এ বইটির সম্বন্ধে আমি যা বলেছিলাম তা বাস্তবিক সত্য। শুনে বড় খুসি হয়েছিলাম।

মায়া কেমন আছে? এখন তুমি কোথায় আছো ঠিক না জানার দরুন তোমার মামার বাড়ির ঠিকানাতেই চিঠি দিলাম। আশা করি পাবে। আমার স্নেহাশীর্ব্বাদ জেনো।—শ্রীশরৎ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

Autographএর খাতাটা নিজে গিয়ে এক দিন দিয়ে আসবো। হারাই নি,—আছে। মালিককে জানিয়ে দিয়ো।

সামতাবেড়, পানিত্রাস পোষ্ট,
জেলা হাবড়া। ১৩৷৬৷২৯

মণ্টু,—তোমার নামে তো আর ওয়ারেণ্ট ছিল না যে সাধু হ'তে গেলে? ব্যস্, আর না। এই পত্র পাবা মাত্র চ'লে আস্‌বে। আবার না হয় দিন কতক পরে যেয়ো ক্ষতি নেই। আমি অভিজ্ঞ ব্যক্তি, আমার কথাটা শুনো। তোমাব বয়সে আমি চাব-চার বার সন্ন্যাসী হয়েছি। ও অঞ্চলে বোধ করি মাছি আর মশা কম, নইলে হিন্দুস্থানী ....দের পিটের চামড়া ছাড়া কার সাধ্য সে দংশন সহ্য করে! এ বাঙ্গালীর পেশা নয় বাপু, কথা শোন, চ'লে এসো। তুমি এলে এবার একসঙ্গে বর্ষার পরে উত্তর ও দক্ষিণ ভারতবর্ষ একবাব বেড়াতে যাবো। তুমি সঙ্গে না থাক্‌লে খাতির পাওয়া যাবে না, খাওয়া-দাওয়ারও তেমন সুবিধে ঘটবে না। কবে আস্‌চো পত্রপাঠ লিখে পাঠাবে। আমি ইষ্টিসানে যাবো।

আর একটা কথা। বারীন শুনেছি যে-কোন গাছের পাতা তোমার নাকের ডগায রগ্‌ড়ে দিয়ে যে-কোন ফুলেব গন্ধ শুঁকিয়ে দিতে পারে। উপেন বাঁড়ুয়ো বলে এটা সে কর্ত্তার কাছ থেকে মেরে নিয়েচে। আসবার সময় এটা তুমি শিখে নেবে। হঠাৎ সে মান্‌বে না, কিন্তু ছেড়ো না। দিন কতক তার আন্দামানের বাঁশীর খুব তারিফ করতে থাকবে এবং বইখানা সর্ব্বদাই হাতে হাতে নিয়ে বেড়াবে। এবং, এ-বই এত দিন যে পড়ো নি এই ব'লে মাঝে মাঝে তার সুমুখে অনুতাপ প্রকাশ করবে। খুব সম্ভব এই হ'লেই

"বিভূতি"টা হস্তগত ক'রে নিতে পারবে। উত্তর-ভারত বেড়াবার সময় এটা বিশেষ কাজে লাগবে।

অনিলবরণ শুনেছি নাকি মাটির গুঁড়োকে চিনি ক'রে দিতে পারে। বেশিক্ষণ থাকে না বটে, কিন্তু ৫।৭ ঘণ্টা চিনির মত দেখতেও হয়, খেতেও লাগে। এটাও নিশ্চিত শিখে আস্‌বার চেষ্টা কোরো। হঠাৎ টাকাকড়ি ফুরিয়ে গেলে পথে ঘাটে বিদেশে,—বুঝেচ ত? এটা শেখাই চাই। অনিলবরণ লোকটি সরল এবং ভালো মানুষ,—একান্তই যদি শেখাতে আপত্তি করে তো খুব ভূত পেত্নীর গল্প করবে। হলফ ক'রে বলবে যে পেত্নী তুমি চোখে দেখেচো। তারপরে ভাব্‌তে হবে না,—অনায়াসেই কৌশলটা মেরে নিতে পারবে। আর এ দুটো সত্যিই যদি শিখে নিতে পারো ত ওখানে কষ্ট ক'রে থাক্‌বারই বা দরকার কি?

অনেক কাল তোমাকে দেখি নি। ভাবি দেখবার ইচ্ছে হয়, গান শোনবার সাধ হয়। কবে আস্‌বে জানিয়ো। আমার স্নেহাশীর্ব্বাদ জেনো।—শ্রীশরৎ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

পুঃ—"বিভূতি" দুটো আদায় ক'রে আনাই চাই। সময়ে অসময়ে ভারি কাজে লাগে। যাই হোক্ শীঘ্র চলে এসো। সন্ন্যাসী হওয়া ভারি খারাপ মণ্টু, আমার কথা বিশ্বাস কর। আজকালকার দিনে কিচ্ছু মজা নেই। কবে আস্‌বে নিশ্চয় লিখো।

সামতাবেড়, পানিত্রাস পোষ্ট,
জেলা হাবড়া। ৪ঠা ফাল্গুন ১৩৩৭

পরম কল্যাণীয়েষু,—মণ্টু, তোমার চিঠি পেলাম। গোড়াতেই লিখেচো যে, বেশ বোঝা যাচ্চে যে আপনি আমার ওপরে ক্রমেই

অখুসি হয়ে উঠ্‌ছেন। অখুসির মানে যদি হয় বিরক্তি তাহ'লে উত্তরে বোল্‌বো নিশ্চয়ই না। আর অখুসির অর্থ যদি হয় গভীরভাবে ব্যথিত, তাহ'লে বোল্‌বো নিশ্চয়ই হাঁ। বস্তুতঃ, তোমাকে আমি অত্যন্ত ভালোবাসি, তাই যখনি মনে হয় দিন শেষ হয়ে আসছে, কিন্তু এ জীবনে আর তোমাকে দেখতে পাবো না তখন এমন একটা কষ্ট হয় যে সে তোমাদের সাধন-ভজন করার দলে কেউ বুঝবে না। সুতরাং, এ সকল কথার প্রয়োজন নেই। জীবনে অনেক দুঃখই নিঃশব্দে সয়ে গেছি, এও একটা।

তোমার চিঠির আবশ্যকীয় অংশগুলোর একটা একটা ক'রে জবাব দিই। তোমাদের নতুন কাগজ আমাকে পাঠিও। আমি ছাড়া পরিচিত যাঁরা, তাঁদেরও নেবার জন্যে ব'লে দেবো। তোমার লেখা বেরুবে, ওটা পড়বার আমার সত্যিই আগ্রহ হয়। তুমি লিখেচো সাহিত্য ব্যাপারে আমার কাছে তুমি ঋণী,—অন্ততঃ এর সংযম সম্বন্ধে। ঋণের কথা আমার মনে নেই, কিন্তু ঐই কথাটা তোমাদের অনেক বার বলেচি যে কেবল লেখাই শক্ত নয়, না-লেখার শক্তিও কম শক্ত নয়। অর্থাৎ, ভেতরের উচ্ছ্বাস ও আবেগের ঢেউ যেন নিরর্থক ভাসিয়ে নিয়ে না যায়। আমি নিজেই যেন পাঠকের সবখানি আচ্ছন্ন ক'রে না রাখি। অ-লিখিত অংশটা তারাও যেন নিজেদের ভাব, রুচি এবং বুদ্ধি দিয়ে পূর্ণ ক'রে তোলবার অবকাশ পায়। তোমার লেখা তাদের ইঙ্গিত করবে, আভাস দেবে, কিন্তু তাদের তল্পি হইবে না। জলধর-দা তাঁর কি-একটা বইয়ে মরা ছেলের বাপ মায়ের হয়ে পাতার পর পাতা এত কান্নাই কাঁদলেন যে পাঠকেরা শুধু চেয়েই রইলো, কাঁদবার ফুরসৎ পেলে না। বস্তুতঃ, লেখার অসংযম সাহিত্যের মর্য্যাদা নষ্ট ক'রে দেয়। ....বাঁড়ুজ্যে চমৎকার লিখতেই পারেন, কিন্তু চমৎকার না-লিখ্‌তে

পারেন না। আর এক ধরণের অসংযম দেখতে পাই অ…র লেখায়। ছেলেটি লেখে ভালো, বিলেতেও গেছে,—এই যাওয়াটা ও একটা মুহূর্ত্তের জন্যেও ভুল্‌তে পারে না। বিলেতের ব্যাপার নিয়ে ওর লেখায় এমনি একটা অরুচিকর ভক্তিগদ্‌গদ 'আদেকূলে-পণা' প্রকাশ পায় যে পাঠকের মন উৎপীড়িত বোধ করে। আমার গিরীন মামাকে মনে পড়ে। একবার বৈষ্ণব মেলা উপলক্ষে আমরা শ্রীধাম খেতুরিতে গিয়েছিলাম। মামার বিশ্বাস ছিল খেতুরির প্রসাদ খেলে অম্বল সারে। ষ্টীমার থেকে গঙ্গার তীরে নেমেই মামা অ্যাঃ—ক'রে উঠলেন। দেখি ভয়ার্ত্তমুখে এক পা উঁচু ক'রে আছেন।

কি হোলো?

বড্ড কাঁচ। শ্রীগু মাড়িয়ে ফেলেচি।

তাঁর ভয় ছিল, ভক্তিহীনতা প্রকাশ পেলে হয়ত অম্বল সারবে না। তোমার দোলার ব্যাপারটাও বিলেতের। সেদিন কয়েকটা অধ্যায় পড়েছিলাম। তাতে এই অহেতুক ভক্তিবিহ্বলতা, অকারণ, অসংযত বিবরণের ঘটাপটা নেই। মনে হয় এও বিলেতে গেছে, জানেও অনেক কিছু কিন্তু জানানোর মাতামাতি নেই। এইটুকু সর্ব্বদাই মনে রেখো মণ্টু। আমি আশীর্ব্বাদ করচি এক দিন তুমি বড় হবে। অ…র লেখার সম্বন্ধে আমার অভিমত কেউ যদি challenge ক'রে বলে কই দেখাও দিকি। আমাকে প্রত্যুত্তরে হয়ত শুধু এই কথাই বল্‌তে হবে যে এ-সব জিনিস এমন কোরে দেখানো যায় না। ও রসজ্ঞ পাঠকের মন আপনি অনুভব করে। অ… দেবীর উপন্যাসে দেখ্‌তে পাবে বেদ বেদান্ত উপনিষৎ পুরাণ কালিদাস ভবভূতি সবাই ঢোকবার জন্যে যেন ঠেলাঠেলি লাগিয়ে দেয়। ছত্রে ছত্রে গ্রন্থকারের এই মনোভাবটিই ধরা পড়ে,—ত্থাখো তোমরা আমি কি বিদুষী! কি পড়াটাই পড়েছি, কি

জানাটাই জেনেচি। এই আতিশয্য যেন কোনমতেই না লেখার মধ্যে ধরা পড়ে। ওদের এম্নি-সহজে আসা চাই যেন না এলেই নয়। এই না-এলেই-নয় জিনিসটাই লেখার বড় কৌশল। এ শেখানো যায় না—আপনি শিখতে হয়। আর শেখা যায় শুধু সংযমের অভ্যাসে। পাঠককে তাক লাগিয়ে দেবার সদিচ্ছাব বাহুল্যে তার স্বকীয় কল্পনার খোরাকে কখনো কৃপণতা কোরব না এই তত্ত্বটি লেখবার সময়ে একটি মিনিটের জন্যেও ভুল্‌লে চল্‌বে না। অথচ, বড় ভাব, বড় তত্ত্ব, বড় idea, বড় প্রকাশ এই নিয়েই চলা চাই লেখা,—জল পড়ে, পাতা নড়ে, লাল ফুল, কালো জল আর যায়ে যায়ে ঝগড়া আর বৌয়ে বৌয়ে মনোমালিন্য কিম্বা প্রভাত মুখুজ্যের বর্ণনার নিপুণতা,—ঘরের মধ্যে ক'টা আলমারি ক'টা সোফা, প্রদীপে ক'টা শল্‌তে দেওয়া এবং আনলায় ক'টা এবং কি পাড়ের কোচানো শাড়ী—এ সকলের দিনও গেছে, প্রয়োজনও শেষ হয়েছে। ও কেবল লেখার ছলে সাহিত্যকে ঠকানো।

তোমার লেখার মধ্যে আজকাল আমি অনেক আশা অনেক ভরসা পাই। অথচ, মনের মধ্যে বেদনা বোধ করি যে এ তুমি ছেড়ে দিলে। আশ্রমে বাস ক'রে সে বস্তু কখনো হবে না। জীবনে যে ভালো-বাসলে না, কলঙ্ক কিনলে না, দুঃখের ভার বইলে না, সত্যিকার অনুভূতির অভিজ্ঞতা আহরণ করলে না তার পরের-মুখে-ঝাল-খাওয়া কল্পনা সত্যিকার সাহিত্য কত দিন জোগাবে? নাকটেপা-প্রাণায়ামের যোগবলে আর-যা-কিছুই হোক্ এ বস্তু হবে না। নিজের জীবনটাই হোলো যার নীরস, বাঙ্‌লা দেশের বালবিধবার মতো পবিত্র, সে প্রথম যৌবনের আবেগে যত কিছুই করুক, দু'দিনে সব মরুভূমির মত শুষ্ক শ্রীহীন হয়ে উঠবে। ভয় হয়, ক্রমশঃ হয়ত তোমার লেখার

মধ্যেও অসঙ্গতি দেখা দেবে। সবচেয়ে জ্যান্ত লেখা সেই যা পড়লে মনে হবে গ্রন্থকার নিজের অন্তর থেকে সবকিছু ফুলের মতো বাইরে ফুটিয়ে তুলেছে। দেখো নি বাঙ্‌লা দেশে আমার সব বইগুলোর নায়ক-নায়িকাকেই ভাবে এই বুঝি গ্রন্থকারের নিজের জীবন, নিজের কথা। তাই সজ্জন-সমাজে আমি অপাংক্তেয়। কতই না জনশ্রুতি লোকের মুখে মুখে প্রচলিত। আমার কথা যাক্‌। তোমার নিজের কথায় এক দিন আমি ভেবেছিলাম মণ্টু যে ব্যারিষ্টর হয়ে আসে নি সে ভালোই হয়েছে। না-ই করলে ও রাশি রাশি টাকা রোজগার, না-ই চড়ে বেড়ালো মটরগাড়ী, না-ই হোলো হাই সার্কেলের কেও-কেটা। ওর অভাব নেই, যা-আছে বেশ চ'লে যাবে,—শুধু সঙ্গীত ও সাহিত্যে দেশকে অনেক কিছু যেন মণ্টু দিয়ে যেতে পারে। সে নিরানন্দ দেশের আনন্দের ভোজ,—সেই আমাদের ঢের। আমি আরও একটা কথা ভাব্‌তাম। মণ্টু এই যে দেশে দেশে ঘুরে বেড়ায়, ও অনেক জাত অনেক সমাজ অনেক লোকের সঙ্গে বাঙ্‌লা দেশের একটা স্নেহ ও শ্রদ্ধার বাঁধন বেঁধে দিচ্চে। ওকে সবাই চেনে, সবাই ভালোবাসে। মণ্টুর সঙ্গে গেলে কোথাও আদরের অভাব ঘট্‌বে না। কিন্তু সে আশা সে আনন্দে ছাই পড়লো। যার দেহের, মনের আনন্দের, সামাজিকতার স্বাধীনতার সীমা ছিল না সে আজ এমনি দাসখৎ লিখে দিলে যে এক-পা বাড়াতে গেলেও আজ চাই ওর permission—ছাড়পত্র। এই হোলো ওর মুক্তির সাধনা। গেলো দেশ, রইলো ওর কাল্পনিক স্বার্থ—সেই হোলো ওর বড়ো। আমিও অনেক পড়েচি, অনেক দেখেচি, অনেক কিছু করেচি—এ কথা আমিও তো ভুল্‌তে পারি নে। তাই, যে যা বলে মেনে নিতে পারি নে, আমার বাধে। কিন্তু এ নিয়ে আলোচনা নিষ্ফল। আমার ছেলেবেলার একটা কথা চিরদিন মনে থাকবে।

মামাব সঙ্গে স্তব গুরুদাসেব বাড়ি দুর্গাপূজোর নেমন্তান্ন খেতে গেছি। গিয়ে দেখি গুরুদাসেব প্রচণ্ড ক্রোধে মাথাব বড বড কেশর ফুলে উঠেচে। একজন ছাত্র নাকি বলেছিল গঙ্গাস্নানে পাপ ক্ষয় হয় সে বিশ্বাস কবে না। গুরুদাস ক্ষিপ্ত হয়ে চীৎকাব ক'বে বল্‌চেন যে, স্নানেব প্রয়োজন নেই, শুধু তীরে দাঁড়িয়ে গঙ্গা ব'লে গঙ্গা দর্শন করলে শুধু তার নিজের নয় সাত পুরুষ যে পাপমুক্ত হয়ে অক্ষয় স্বর্গবাস কবে এতে সন্দেহেব অবকাশ কোনখানে? কোন্ পাষণ্ড এ শাস্ত্রবাক্য অস্বীকাব কবতে পারে! বল্‌তে বল্‌তে তিনি রাগে বাড়িব মধ্যে চ'লে গেলেন। মনে আছে সেই ছেলে বয়সেই মনে মনে বোললাম এই গুরুদাস! সেকালেব এম. এ তে Mathematicsএ first, বড উকিল, বড jurist, বড জজ, Universityব ভাইস চ্যান্সেলাব! ধার্ম্মিক, সত্যবাদী—তিনি ভণ্ডামি কবেন নি, যা সত্য ব'লে বিশ্বাস কবতেন তাই বলেছেন,—তাই এই ভীষণ ক্রোধ। দেখি এ নিয়ে Sir Oliver Lodgeএব সঙ্গেও তর্ক চলে না, আমাব প্রজা গৌব মাঝিব সঙ্গেও না। এ অন্ধ বিশ্বাস। তাকেই নানা যুক্তি, নানা কথাব মাব-প্যাঁচ লাগিয়ে সত্যি ব লে মেনে নেওয়া। বিদ্যে-সিদ্দে থাক্‌লে কথায়-বার্ত্তায় বঙ চঙ্ লাগাতে পাবে, না থাক্‌লে সোজা কথায় সহজ কোবে বলে। প্রভেদ ঐটুকু। ঐ Sir Gooroodas! তোমাব কাছে এ-সব বলতেও ভয় হয়, কাবণ, সকলেই জানে যে আশ্রম-বাসীবা অত্যন্ত ক্রোধী হয়। তাবা কথায় কথায় গাল-মন্দ ক'বে তেড়ে মাবতে আসে।······কোন আশ্রমেব পবেই আমি প্রসন্ন নই, কিন্তু কোন-একটা বিশেষ আশ্রমেব পবেই আমাব কিছু মাত্র বিদ্বেষ বা আক্রোশ নেই। আমি জানি ও সবই সমান। সবই ভূয়ো।

আশ্রম যাক্,···আসল কথা তুমি নিজে। তোমাকে যে অত্যন্ত স্নেহ

করি এ মিথ্যে নয়। ভারি দেখতে ইচ্ছে হয়। গান শুনতে গল্প করতে। ভারি বুড়ো হয়ে পড়েচি, আর কটা দিনই বা বাঁচবো, এদিকে আসবে না একবার? আমার স্নেহাশীর্ব্বাদ জেনো।—শ্রীশরৎ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

সামতাবেড়, পানিত্রাস পোষ্ট,
জেলা হাবড়া। ৩০শে বৈশাখ ১৩৩৮।

কল্যাণীয়েষু,—মণ্টু, দেশোদ্ধার করবার জন্যে সুভাসের দল আমাকে বলপূর্ব্বক কুমিল্লায় চালান্ ক'রে দিয়েছিল। পথে এক দল শেম্ শেম্ বল্‌লে, গাড়ীর জানলার ফাঁক দিয়ে কয়লার গুঁড়ো মাথায় গায়ে ছড়িয়ে দিয়ে প্রীতি জ্ঞাপন করলে, আবার এক দল বারো ঘোড়ার গাড়ী চাপিয়ে দেড় মাইল লম্বা শোভাযাত্রা ক'রে জানিয়ে দিলে কয়লার গুড়োটা কিছুই নয়,—ও মায়া। যাই হোক রূপ-নারাণের তীরে আবার ফিরে এসেছি। "The liberated man has no personal hopes"—এ সত্য উপলব্ধি করতে আর আমার বাকি নেই। জয় হোক্ কয়লার গুঁড়োর! জয় হোক্ বারো ঘোড়ার গাড়ীর!

শেষ প্রশ্ন প'ড়ে খুশি হয়েছো শুনে ভারি আনন্দ পেলাম। কারণ, খুশি হবার তো তোমাদের নিয়ম নয়। প্রবর্ত্তক সঙ্ঘ এ বছর অক্ষয় তৃতীয়ায় আমাকে আর ডাক্‌লে না। তারা অনুরোধ করেছিল বইয়ের মধ্যে শেষের দিকে যেন আশ্রমের জয়গান করতে পারি। অথচ, স্পষ্টই দেখা গেল পেরে উঠি নি। শেষ প্রশ্নে অতি-আধুনিক-সাহিত্য কি রকম হওয়া উচিত তারই একটুখানি আভাস দেবার চেষ্টা করেচি। "খুব কোরবো, গর্জ্জন কোরে নোঙরা কথাই লিখ্‌বো" এই মনোভাবটাই

অতি-আধুনিক-সাহিত্যের central pivot নয়—এরই একটু নমুনা দেওয়া। কিন্তু বুড়ো হয়ে গেছি, শক্তি-সামর্থ্য পশ্চিমে ঢ'লে পড়েছে—এখন তোমাদের ওপরেই রইলো এর দায়িত্ব। তোমার সমস্ত লেখাই আমি অত্যন্ত মনোযোগের সঙ্গে পড়ি, রবীন্দ্রনাথ তোমার সম্বন্ধে যে-কথা চিঠিতে লিখেছেন সে সত্য। দ্রুত উন্নতি স্পষ্টই চোখে পড়ে। কিন্তু সে বাইরে থেকে কারও কৃপায় নয়,—তোমার নিজেরই সত্য সাধনায়। এবং রক্তের মধ্যে উত্তরাধিকারসূত্রে যা পেয়েছিলে তারই ফল। পণ্ডিচারীতে না থেকে কলকাতায় ব'সেও ঠিক এমনিই হ'তে পারতো।

তুমি লিখেছিলে যে শ্রীঅরবিন্দ বলেন আমবা intellectual যুগের সন্তান। এ খুবই সত্যি। তোমার লেখার মধ্যে এই সত্যের অনেকখানি প্রকাশ ক্রমশঃ উজ্জ্বলতর হয়ে উঠ্‌চে, কিন্তু এখনই এলো তোমার সাবধান হবার সময়। Dialogue ছোট হওয়া চাই, মিষ্টি হওয়া চাই—কিছুতেই না মনে হয় এ প্রয়োজনের অতিরিক্ত একটা অক্ষরও বেশি ব'লেছে। এই হ'লো artistic formএর ভিতরের রহস্য। প্রথমে হয়ত মনে হবে আমার সব কথা বলা হোলো না, পাঠকেরা বোধ হয় ঠিক বক্তব্যটি ধরতে পারবে না, কিন্তু এইখানেই হয় লেখকের মস্ত ভুল; না বোঝে বরঞ্চ সেও ভালো, কিন্তু বেশি বোঝাবার গরজ না লেখকের প্রকাশ পায়। বুঝলে তো? এই জন্যেই হয়ত কেউ কেউ বলে যে মণ্টুর লেখার মধ্যে তর্কাতর্কিটা মাঝে মাঝে প্রবল আকার ধারণ করে। যে পড়ে সে যদি ভেবে বোঝবার অবকাশ না পায় তো নিজের বুদ্ধির প্রমাণ পায় না। তখন রাগ করে। আমি কুড়ে মানুষ, চিঠি লিখতে ভয় পাই, কিন্তু তুমি যদি কাছাকাছি থাকতে তো তোমার লেখার এই জায়গাগুলো দেখিয়ে

দিতে পারতাম। কতবারই না তোমার লেখা পড়তে পড়তে মনে হয়েছে মণ্টু এইখানটায় এমনি কোরে যদি শেষ করতো।

আমার বয়েস হয়ে গেছে, রবীন্দ্রনাথেরও বয়স হোলো, এখন মাঝে মাঝে আশঙ্কা হয় এর পরে বাঙলার উপন্যাস-সাহিত্যের স্থানটা হয়ত একটু নেমে পড়বে।

তোমার ওপর আমার অনেক আশা মণ্টু। কারণ, নোঙরামিকেই যারা সাহসের পরিচয় ব'লে স্পর্দ্ধা প্রকাশ করে তুমি তাদের দলে নও। তোমার শিক্ষা ও culture এদের থেকে স্বতন্ত্র।

তোমার নতুন কবিতাগুলি মন দিয়ে পড়লাম। চমৎকার হয়েছে। আচ্ছা, শ্রীঅরবিন্দ কি বাঙ্লা পড়তে পারেন? শেষ প্রশ্ন পড়তে দিলে কি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হবেন? জানি এ-সব পড়ার সময় নেই তাঁর,—কিন্তু পড়তে বলায় কি অপমান বোধ করবেন? প্রবর্ত্তক সঙ্ঘ রেগে গেছে দেখেই ভয় হয়, নইলে তাঁর মত গভীর পণ্ডিত মানুষের মতামত জানতে পারলে আমার লেখার ধারাটা হয়ত আর একটা পথ খোঁজে। উপন্যাসের মধ্যে দিয়ে যে মানুষকে অনেক কথা শুনতে বাধ্য করা যায় এ-কথা কি শ্রীঅরবিন্দ স্বীকার করেন না? যাকে হাল্কা সাহিত্য বলে তার প্রতি কি তাঁর অত্যন্ত বিরাগ?

ষোড়শী, রমা, হরিলক্ষ্মী তোমাকে পাঠিয়ে দেবো। আমার স্নেহাশীর্ব্বাদ জেনো। ইতি—শ্রীশরৎ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

সামতাবেড়, পানিত্রাস পোষ্ট,
জেলা হাবড়া। ৬ই ভাদ্র ১৩৩৮।

পরম কল্যাণীয়েষু,—মণ্টু, জবাব দিই নি ব'লে মনে কোরো না যে তুমি যা কিছু পাঠাও মন দিয়ে পড়ি নে। শ্রীঅরবিন্দর যা-কিছু ছোট ছোট message অথবা তোমাদের প্রশ্নের উত্তর দেন এবং তুমি

আমাকে যত্ন ক'রে পাঠাও তা পড়ি, চিন্তা করি এবং আবার পড়ি। অবশ্য, বুঝ্‌তে পারি নে বেশির ভাগ তা স্বীকার করি। মাঝে মাঝে তিনি মন চৈতন্য বা consciousnessএর এত বিভিন্ন এবং সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম পর্য্যায় বা স্তর নির্দ্দেশ করেন যে সে আমার বুদ্ধির অগম্য। তাঁর কবিতার সম্বন্ধেও মতামত আমি সব সময়ে মেনে নিতে পারি নে। উদাহরণের মত বলা যায় যে তোমারই যে-কবিতাটিকে তিনি বলেছেন সবচেয়ে ভালো আমার মনে হ'লো সেটি তোমারই অন্যান্য কবিতার চেয়ে নীচু দরের। তবে, এ-ও বলি যে সেই কয়টা কবিতাই বাস্তবিক ভালো,—ভাবে, ভাষায় এবং ছন্দে। তাদের মধ্যে বেছে নিয়ে নম্বর দিতে গেলে কারও সঙ্গেই কারও মতের ঐক্য হবে না। না-ই বা হোলো। কিছু দিন থেকে তুমি দেখ্‌চি বেশ মন দিয়েই সাহিত্য সাধনা সুরু করেছো, ফাঁকি দেবার চেষ্টা নেই, যা-তা যেমন-তেমন ক'রে যশের কাঙ্গালপনা নেই, এইবার তোমাব সফলতা সুনিশ্চিত।

আমার জন্মতিথি উপলক্ষে যে গানটি তুমি রচনা ক'রে পাঠিয়েছো তা কবিতার দিক দিয়ে এবং হৃদয়ের দিক দিয়ে চমৎকার হয়েছে, কিন্তু অতিশয়োক্তি দোষে দুষ্ট। সঙ্কোচ বোধ হয়। সেদিন এই নিয়ে নলিনী সরকারকে বলেছিলাম,—মণ্ট্‌ বলে তুমি যদি গাও তো বেশ হয়। সে স্বর-লিপির জন্যে তোমাকে লিখবে বলেচে। আরও বেতার-বার্ত্তার কর্ত্তারা বলেন জন্মতিথির দিনে তাঁরা এই গানটা তোমার নাম ক'রে broadcast করবেন। গাইবে নলিনী। আচ্ছা, আমার ষোড়শী প্রভৃতি বইগুলো কি তোমার কাছে হরিভায়া পাঠিয়েছেন ? আমি চিঠি লিখে দিয়েচি।

আমার আর কিছু কিছু তোমাকে জানাবার ছিল কিন্তু আর সময় নেই, পোষ্টাফিস বন্ধ হয়ে যাবে।

তোমার সেই সব পুরানো কাগজ-পত্রগুলো কাল কিম্বা পরশু ফিরে পাঠাবো।

ভালো কথা,—'পরিচয়' ব'লে একখানা ত্রৈমাসিক অভিজাত শ্রেণীর কাগজ বেরিয়েছে। তাতে তোমার বন্ধু নী— শেষ-প্রশ্ন নিয়ে সমালোচনা করেছেন। পড়েচো বোধ হয়? তাঁর 'মোদ্দা' কথাটা এই যে যে-হেতু গোরা সাহেবের ছেলে সেই হেতু 'কমল'-চরিত্র গোরার নকল ছাড়া আর কিছু নয়। অর্থাৎ যে-হেতু নী—র চোখ দুটো কটা সেই হেতু তার বুদ্ধি ঠিক বেরালের মতো। দুঃখ এই যে এরাও কলম ধরে এবং তাও ছাপা হয়। কারণ নিজেদের কাগজ রয়েছে। অহঙ্কার এই যে ফরাসি জানি জার্ম্মান জানি। আবার শেষের দিকে অনুপ্রাসের ঝঙ্কারে প্রার্থনাটুকুও আছে—হে ভগবান্! রূপকার না হইয়া উপকার করেন—না এমনিই কি একটা।

কিন্তু আর সময় নেই এক মিনিটও। আশীর্ব্বাদ রইলো।—শ্রীশরৎ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

সামতাবেড়, পানিত্রাস, হাবড়া
বিজয়া দশমী। ৪ঠা কার্ত্তিক ১৩৩৮

মণ্ট,—আমার বিজয়ার শুভাশীর্ব্বাদ জেনো। অনেক দিন চিঠি দিতে পারি নি তার জন্যে অনুতপ্ত হয়ে আছি।

প্রথমে কাজের কথাটা সেরে নিই। দোলার গোড়ার কয়েকটা পাতা এই সঙ্গে পাঠালাম। হলচালনার বহর দেখে হয়ত পত্রোত্তরেই জানাবে যে, "মশাই, আপনার ভিক্ষেয় কাজ নেই কুত্তা বুলিয়ে নিন। আমার বাকি কাগজগুলো ফিরিয়ে পাঠান।" সে আশঙ্কা আমার যথেষ্ট আছে, কিন্তু আমার তরফ থেকেও একটুখানি কৈফিয়ৎ যে নেই তা নয়। যথা—

কতকটা তোমার মতই আমি ঐ বুলিগুলো মানি নে। যেমন art for art's sake, ধর্ম্ম for ধর্ম্মের sake, truth for truth's sake ইত্যাদি। Artএর উপলব্ধি সকলের এক নয়, ওটা ভিতরের বস্তু, ওর সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করতে যাওয়া এবং তারই পরে এক ঝোঁকা জোর দেওয়া অবৈধ। ধর্ম্ম, truth প্রভৃতি শুধু কথাই নয় তার চেয়ে বেশি কিছু। এটা সর্ব্বদা মনে রাখা চাই। গল্পের উদ্দেশ্য যদি চিত্ত-রঞ্জন করাই হয় তবুও এই factটা থাকে যে ওটা দুটো কথা। চিত্ত এবং রঞ্জন। (ডাক্তার) Dr. Jitendra Mojumdar, M. D. এবং মণ্টুবামের চিত্ত ঠিক এক পদার্থ নয়। একটা চিত্ত যাতে খুশিতে ভ'রে ওঠে অপরটা হয়ত তাতে কোন আনন্দই পাবে না। একজন বহুশিক্ষিত লোককে দেখেছি দুধাবাব ১৫।২০ পাতার বেশি এগুতেই পারলে না, কিন্তু আমার কি ক'রে যে বইটা শেষ হয়ে গেল জানতেই পারলাম না। গল্প লেখাব আইন ওতে কতখানি ভাঙা হয়েছে তা আমি জানিও নে জানবার ইচ্ছেও হয় নি। খুশি হয়েছিলাম তৃপ্তি পেয়েছিলাম এ একটা fact, অথচ যদি তর্ক করা হয় যে art যে কি সে আমি জানি নে বুঝি নে তাহ'লে চুপ ক'রে থাকবো নিশ্চয় কিন্তু এই ৫৬ বছর বয়সে নিজেব মনকে সায় দেওয়া যাবে না কিছুতেই। সুতরাং লাঙ্গল চালাবার যুক্তি আমাব ওসব নয়। যে-সকল কথা তুমি অত্যন্ত ভেবে লিখেচো তার যে দরকার নেই উপন্যাস লিখ্‌তে তা বল্‌চি নে. কিন্তু আমার মধ্যে উপন্যাস-লেখার যে ধারণা আছে তাব দিক থেকে মনে হয়েছে স্বপনের চরিত্রের বিচারে ওর শেষের দিকের সঙ্গে গোড়ার দিকের লেখাটা বেশ সামঞ্জস্য পায় নি। তাছাড়া বইটা ছোট করার দরকার গোড়ার দিকে। এটা হচ্চে একটা কৌশল। পড়ার interest গোড়ার দিকে

অন্ততঃ যেন ক্লান্ত হয়ে না পড়ে। আর একটা কথা মণ্টু। লিখ্‌তে ব'সে লেখার চেয়ে না-লেখা যে ঢের শক্ত। .. বাড়ুয্যে সত্যিই বড় লেখক, কিন্তু না-লেখবার ইঙ্গিতটা ঠিক বুঝতে পারেন না একি তাঁর বইয়ের মধ্যে দেখতে পাও না ? তাঁর বই পড়তে গিয়ে অনেক সময়ে আমার কেবল এই আপশোষই হয়েছে ···বাবু এই কৌশলটা যদি জান্‌তেন। একেই বলে লেখার সংযম। বলবার বিষয়বস্তু যেন আবেগের প্রখরতায় প্রয়োজনের বেশি এক পাও ঠেলে নিয়ে যেতে না পারে। বরঞ্চ এক পা পেছিয়ে থাকে সেও ভালো। তুমি নিজে যদি এত বাদ দেওয়া পছন্দ না করতে পারো তোমার ওখানের কোন সাহিত্যিক বন্ধুকে দেখিয়ে তাঁর মত নিয়ো। অবশ্য এমনও হ'তে পারে যে যে-সব লেখা এখন কেটে দিয়েছি তার কিছু কিছু হয়ত আমিই আবার জুড়ে দেবো যখন বইয়ের শেষ পর্য্যন্ত পৌছব। যাই হোক তোমার অভিমত জানতে পারলে ভাল হয়। তখন খুব শীঘ্র সমস্তটা কেটে ছেঁটে বেঁড়ে ক'রে দিতে বেশি দেরি ঘট্‌বে না।

তোমার নী—র চিঠিগুলো খুব মন দিয়েই পড়েছিলাম। তুমি আমাকে শ্রদ্ধা করো, ভালোবাসো তাই তোমার অত লেগেছে, কিন্তু তাতে কাজ তো কিছু হবে না। ওদের পর্ব্বতপ্রমাণ দম্ভ তাতে তিলমাত্রও কমবে ব'লে বিশ্বাস করি নে। আর ঐ যে নী—, এই মানুষটি যে কত ইতর তা কল্পনা করা যায় না। বাদ প্রতিবাদের মধ্যে দিয়েও আমার নামের সঙ্গে ওর নাম সংযুক্ত হবে মনে হলেও সমস্ত মন যেন লজ্জায় কণ্টকিত হয়ে ওঠে। এর বেশি আমি ও-লোকটার সম্বন্ধে আর বল্‌তে চাই নে। হয়ত, এক দিন তোমরাও দেখ্‌তে পাবে যে বিদেশী শাসকের হাতে যে-সব স্বদেশী মুগুর

দেশের কল্যাণে সবচেয়ে বড় আঘাত করে এই ছোকরাটি সেই জাতের। যাক্।

ত—র সঙ্গে শীঘ্রই এক দিন দেখা কোরব। বোলবো না যে তাঁর সম্বন্ধে তুমি আমাকে কোন-কিছুই লিখেচো, কিন্তু যা-সব তুমি আমাকে জানিয়েছো তাই ভিত্তি ক'রে জেরা ক'রে সত্য আবিষ্কারের চেষ্টা কোরব। দেখি ত— কি বলেন। শ্রীঅরবিন্দ সম্বন্ধে কোথাও তো আমি ও-কথা বলি নি। তাঁকে দেশশুদ্ধ সবাই গভীর শ্রদ্ধা করে শুধু কি করি নে আমিই? তবে আশ্রমবাসীদের ওপর আমার মন বেশ সুপ্রসন্ন নয়। হেতু কতকটা ত—র কথায় আর কতকটা অন্যান্য আশ্রমবাসীদের সম্বন্ধে আমার নিজের জানা-শোনায়। তাছাড়া তোমার নিজের চলে যাওয়াটা আমার অত্যন্ত বেজেছিল। যখন I. C. S. কিম্বা আইন পড়লে না তখনও বেজেছিল, কিন্তু যখন গান-বাজনাকেই এবং তার সঙ্গে সাহিত্যকে আশ্রয় করলে তখন সে ক্ষোভ গিয়েছিল। ভেবেছিলাম সবাই চাকরি করবে এবং দেশের লোককে জেলে পাঠাবে হাকিম হয়েই হোক বা ব্যারিষ্টার হয়েই হোক,—তাই বা কেন? মণ্টুর খাওয়া-পরার ভাবনা নেই, ও যদি ভারতের কলা-শিল্পকে বিদেশীর চোখে বড় ক'রে তুলতে পারে, বুদ্ধি দিয়ে এর গতানুগতিক পথ থেকে আর এক নতুন পথে টেনে আনতে পারে সেই কি দেশের কম লাভ, কম গৌরব? তোমার কাছেই একবার শুনেছিলাম বিদেশীর 'সিমফনি' ব'লে একটা জিনিস আছে সেটা সত্যিই বড় জিনিস এবং তাকে তুমি দেশের সঙ্গীতকে দিতে চাও। তার পরে এক দিন শুনলাম তুমি সব ছেড়ে বৈরিগী হ'তে গেছ। হঠাৎ মনে হয়েছিল আমার নিজেরই যেন একটা মস্ত বড় লোকসান হয়ে গেছে। এ জীবনে তোমাকে হয়ত আর দেখতেই

পাবো না এ কি মনে কর আমাদের সোজা দুঃখ? আর কেউ না বিশ্বাস করুক কিন্তু তুমি তো জানো। এই ব্যাপারটা যে আমাকে চিরদিনই গভীর দুঃখ দেবে সে বিষয়ে আমার সন্দেহ নেই।

একটা মজার কথা শোন মণ্টু। সেদিন ব্যাঙ্কে গিয়েছিলাম একটা জরুরি কাজে। ক্যাশিয়ার বাঙালী, শুন্‌তে পেলাম একজন নাম-করা জ্যোতিষী—তিনি সযত্নে আমার কাজকর্ম্ম ক'রে দিয়ে আমার কুষ্ঠি দেখ্‌তে চাইলেন। বল্‌লাম কুষ্ঠি তো নেই কিন্তু রাশি-চক্রটা আমার নোট বইয়ে টোকা আছে। সেটা তখুনি তিনি টুকে নিলেন, আমার হাতের রেখার একটা ছাপ নিলেন তার পরে রইলো তাঁর কাজকর্ম্ম, ডেস্ক থেকে পাঁজি-পুথি বার ক'রে লেগে গেলেন গণনায়। বল্‌লেন কি জানো? বললেন, এক বছরের মধ্যে আপনি অন্য পথ নেবেন। জিজ্ঞেস কোরলাম অন্য পথ মানে? বল্‌লেন, spiritual. আমি জবাব দিলাম কুষ্ঠির ফল ও-রকম আছে সে-কথা আমাকে কাশীর ভৃগু-বালারাও বলেছিল, কিন্তু আমি নিজে কাণাকড়ি বিশ্বেস করি নে। কারণ আধ্যাত্মিকতার 'অ' আমার মধ্যে নেই। বল্‌লেন, এক বছর পরে যদি আবার দেখা হয় তখন এর উত্তর দেবো। আমি বল্‌লাম, এক বছর পরেও ঠিক এই কথাই আমার মুখ থেকে শুন্‌বেন। তিনি শুধু ঘাড় নাড়লেন। তাঁর বিশ্বাস কুষ্ঠির ফলাফল গুনতে জানলে মিথ্যে হয় না।

মণ্টু, একটা কথা বোধ করি পূর্ব্বেও আমার কাছে শুনে থাক্‌বে। আমাদের বংশের একটা ইতিহাস আছে। এই বংশে আমার মেজ ভাই (প্রভাস) ৺ স্বামী বেদানন্দকে নিয়ে অখণ্ড ধারায় ৮ম পুরুষ সন্ন্যাসী হওয়া চল্‌লো—কেবল আমিই হোলাম একেবারে ঘোরতর নাস্তিক। Heredity আমার রক্তে একেবারে উজান টানে সুর

ধরলে। সুতরাং জীবনের পঞ্চান্ন বছর পার ক'রে দিয়ে নতুন convert পাবার আশা কেউ যেন না করেন। কিন্তু খাজাঞ্চি ভদ্রলোক একেবারে নিঃসংশয় যে আমি বৈরিগী হবোই !!

তোমাদের অনিলবরণ শুনেছি ধুলোকে চিনি করতে পারে। আশ্রমের সমস্ত চিনি নাকি তিনিই supply করেন,--এ কি সত্যি? আমি অবশ্য বিশ্বাস করি নে, কারণ, তাহ'লে সে আশ্রমে থাকতে যাবে কিসের জন্যে? কলকাতায় এসে অনায়াসে তো একটা চিনির দোকান খুলতে পারতো।

বারীনের সঙ্গে আজকাল প্রায়ই দেখা হয়। সে বলে সে কখনো আর ও-মুখো হবে না। অত ভীষণ কড়াক্কড়ির মধ্যে ওর আত্মা-পুরুষ যে আজও খাঁচা ছাড়া হয় নি সে ওর বহুভাগ্য। কিন্তু তোমাদের motherএর সম্বন্ধে ওর একটা গভীর ভক্তি আছে। বলে ও-রকম আশ্চর্য্য মানুষ দেখা যায় না। বলে তাঁর সূক্ষ্মদৃষ্টি একটা অদ্ভুত ব্যাপার। যেমন খাটবার শক্তি, যেমন discipline বোধ তেমনি প্রখর বুদ্ধি। প্রত্যেক লোকের প্রত্যেকটি ব্যাপার তাঁর চোখের সুমুখে থাকে। তাঁর আদেশ ও উপদেশ ছাড়া এখানে কিছুই হ'তে পারে না। এই জন্যেই বাইরে থেকে যারা হঠাৎ যায় তারা তাঁর সম্বন্ধে নানাবিধ উল্টো পাল্টা ধারণা নিয়ে ফিরে আসে।...

দোলার কাটাকুটিগুলো একটু বিবেচনা ক'রে প'ড়ো। হঠাৎ চ'টে যেয়ো না। আবার এমনও হ'তে পারে ওর অনেক কাটাকুটিই শেষ পর্য্যন্ত আমি নিজেই আবার বসিয়ে দেবো। সে যাই হোক্, আমাকে উৎসর্গ কোরো না। বরঞ্চ এটা কোরো রবীন্দ্রনাথকে। আমার আর একবার বিজয়ার স্নেহাশীর্ব্বাদ রইলো। ইতি—
শ্রীশরৎ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

পুঃ—অনিলবরণের চিনি করবার খবরটা নিশ্চয় দিয়ো। পাবলে জাভা চিনি তো অত্যন্ত সহজেই বয়কট করা যেতে পারে। সে তো দেশেরই একটা মহৎ কাজ।

সামতাবেড়, পানিত্রাস, হাবড়া
১০ই চৈত্র ১৩৩৮

পরম কল্যাণীয়েষু,—মণ্টু, এবার সত্যিকার কৈফিয়ৎ আছে, নিতান্ত আলস্যই নয়। বছর দুই পূর্ব্বে ডান হাঁটুতে ট্রেনের দরজার আঘাত লাগে, এত দিন তাই নিয়ে কোনমতে চলছিলাম কিন্তু মাস দেড়েক থেকে শয্যাগত। real শয্যাগত। কাল যাচ্ছি কলকাতায় X'Ray করাবার জন্যে। রবীন্দ্রজয়ন্তীর পরে এই মাসখানেক রাত্রে ঘুমুই নি। যন্ত্রণার সীমা নেই। দিনরাত যেন শূল বেঁধার ব্যাপার চল্‌চে। কখনো ভালো হবে কি না জানি নে,—আশা বিশেষ নেই। যাক্ এ কথা। কারণ শেষ পর্য্যন্ত বোধ হয় ভালই হবে যদি না আর উঠতে হয়। শেষ যাত্রাটাও সম্ভবতঃ এগিয়ে আসতে পারবে এমন ভরসা করি। তোমায় চিঠি লিখি নি কিন্তু তুমি যা-কিছু পাঠাও সমস্ত সত্যিই যত্ন ক'রে মন দিয়ে পড়ি। কখনো বা মনের মধ্যে সাড়া পাই, কখনো বা পাই নে, কিন্তু তোমাদের আশা বিশ্বাস ও নিষ্ঠার গভীরতা আমার কত যে ভালো লাগে তা বলতে পারি নে। অথচ, কেন যে ভালো লাগে তারও হেতু খুঁজে পাই নে।

তোমার 'জলাতঙ্কে প্রেমবীজ' প্রহসনটা পড়েচি। কলকাতা থেকে ফিরে এসেই পাঠিয়ে দেব। বেশ হয়েছে, কিন্তু এর প্রাণটা ছোট ব'লে লেখাটাও ছোট করতে হবে। ছোট হ'লেই তবে রস জমাট হবে। এ-কথাটা তোমার শোনাই চাই।

শিশির ভাদুড়ী অভিনয় করবেন? এ কথায় আস্থা না রাখাই ভালো। ফিরে এসে সব কথার জবাব দেবো। শুয়ে শুয়ে আর কলম চলে না। ইতি—শুভাকাঙ্ক্ষী শ্রীশরৎ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

সামতাবেড়, পানিত্রাস, হাবড়া

৫ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৪০

পরম কল্যাণীয়েষু,—মণ্টু, বহু দিন থেকে তোমাকে একখানা চিঠি লিখবো সঙ্কল্প করেচি কিন্তু কিছুতেই হয়ে ওঠে নি। আজ কলম নিয়ে বসেছি—লিখবই!

....পঞ্চম পর্ব্ব শ্রীকান্ত লিখে শেষ ক'রে দেবো। অভয়া প্রভৃতি সম্বন্ধে। আর যদি তোমরা বলো ৪র্থ পর্ব্ব ভালো হয় নি তবে থাকলো এইখানেই রথ।

তবে এ সম্বন্ধে একটু নিজের কথা বলি। আমার অভিপ্রায় ছিল সাধারণ সহজ ঘটনা নিয়ে এ পর্ব্বটা শেষ করবো এবং নানা দিকের থেকে অল্প কথায় এবং সাহিত্যিক সংযমের মধ্যে দিয়ে কতটুকু রস সৃষ্টি হয় সেটা যাচাই করবো। উপাদান বা উপকরণের প্রাচুর্য্যে নয়, ঘটনার অসামান্যতায় নয়, বরঞ্চ, অতি সাধারণ পল্লী অঞ্চলের প্রাত্যহিক ব্যাপার নিয়েই এ বইটা শেষ হবে। বিস্তৃতি থাকবে না থাকবে গভীরতা, পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবৃতি নয় থাকবে শুধু ইঙ্গিত—শুধু রসিক যাঁরা তাঁদের আনন্দের জন্য। কতটা কি হয়েছে জানি নে তবে উপন্যাস-সাহিত্যের যতটুকু বুঝি তাতে এই আশা করি যে যদি আর কিছুই ভালো না পেরে থাকি, অন্ততঃ অসংযত হয়ে উচ্ছৃঙ্খলতার স্বরূপ প্রকাশ ক'রে বসি নি। কিন্তু তোমার অভিমত চাই-ই।

দ্বিতীয়— ও-আশ্রমে যাবার পরে থেকে তোমার সম্বন্ধে এই বস্তুটা

আমি বড আনন্দের সঙ্গে লক্ষ্য ক'রে আসচি যে ওখানে থেকে তোমার পডা-শুনা হয়েছে যেমন ব্যাপক সুদূরপ্রসারী তেমনি হয়েছে গভীর এবং অন্তর্মুখী। এবং হয়েছে সত্য কেন না তোমাব জ্ঞান ও পাণ্ডিত্য যেমন বিনয়ী তেমনি শান্ত। নিজে বহু আঘাত পাওয়া সত্ত্বেও তোমার বিদ্যাবত্তাব লাঠি দিয়ে তুমি কাউকে প্রতিঘাত কবো না। এই দিক থেকে তোমাকে যতই পরীক্ষা ক'বে দেখি ততই মুগ্ধ হই, ততই এই ভেবে খুশি হই যে মণ্ট. আমার দলে। সে সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও নীববে সহ্য কবে, উপেক্ষা কবে, কিন্তু মুখ ভেঙচে মানুষকে অপমান কবতে আক্রমণ কবতে ছোটে না। তাব আর ভয় নেই, আব তার বন্ধুজনেব চিন্তাব কাবণ নেই—এখন থেকে চিবদিন তাব সত্যকার ভদ্রতা তাকে নীচে নামা থেকে বক্ষা ক'রে যাবে। মণ্ট, তাদের আমি বড ভয় কবি যাবা নিজেবা সাহিত্য-সেবী হয়েও তার আপন জনদেব প্রকাশ্যে লাঞ্ছনা ক'বে বেড়ায়। এহ কথাটা তাবা কিছুতেই বুঝতে পাবে না যে অপরকে তুচ্ছ প্রমাণিত কবলেই নিজেব বড়ত্ব সপ্রমাণ হয়ে যায় না। তাব জন্যে আরও কিছু চাই। সেটা অতো সোজা বাস্তা নয়।

সেদিন 'পুষ্পপাত্র' মাসিক কাগজে তোমার লেখা পড়লাম। তাতে অন্যান্য অনেক কথার মধ্যে তুমি ক্ষুব্ধ-মনে বু—র নারী-বিদ্বেষের প্রতিবাদ কবেছো, কারণ অনুসন্ধান করেছো। তাকে তুমি ভালে-বাসো, তোমার ভালোবাসায় পাছে ঘা লাগে এর জন্যে আমাব মনে যথেষ্ট দ্বিধা এবং সঙ্কোচ আছে তবু মনে হয় কতকটা ভিতরের কথা তোমার জানা দবকার। কে নাকি লিখেচেন সাহিত্য-সৃষ্টির অন্তরালে যে স্রষ্টা থাকে সে ছোট হ'লে সৃষ্টিটাও তার বড় হ'তে বড় ব্যাঘাত পায়। এই কথাটা আমিও বিশ্বাস করি।... বু— লিখেচে সাবিত্রীর

মত মেসের ঝি থাকলে আমরা মেসে প'ড়েই থাকতুম। কিন্তু মেসে প'ড়ে থাকলেই হয় না—সতীশ হওয়া চাই নইলে সাবিত্রীব হৃদয় জয় করা যায় না। সারা জীবন মেসে কাটালেও না, তাছাড়া ছেলেটি একটু বোঝে না যে সাবিত্রী সত্যিই ঝি-শ্রেণীর মেয়ে নয়। পুরাণে আছে লক্ষ্মী দেবীও দায়ে প'ড়ে একবার এক ব্রাহ্মণ-গৃহে দাসীবৃত্তি করেছিলেন। পঞ্চ পাণ্ডবের অর্জ্জুন উত্তরাকে যখন নাচ গান শেখাতেন তখন তাঁর কথা শুনে এ-কথা বলা চলে না যে এ-রকম ভেড়ুয়া পেলে সব মেয়েই নাচ গান শেখার জন্যে উন্মত্ত হয়ে উঠতো। সকল সম্প্রদায়ের মতো বেশ্যাদের মধ্যেও উঁচু নীচু আছে। বেশ্যাব কাছে যে-বেশ্যা দাসী হয়ে আছে তার চাল-চলন এবং তাব মনিবের চাল-চলন এক না হ'তেও পারে। এদেব সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে আট আনা এক টাকা খরচ করলেই চলে কিন্তু ওদের জানবাব অনেক ব্যয়। সহজে তাদেব দেখা মেলে না, তারা বও মেথে বারান্দায় মোড়া পেতে বসে না। তুমি যে সুশীলা মিষ্টভাষিণী বাইজিব উল্লেখ করেচো সে কি সবাই দেখতে পায়? তার অনেক উপকরণ, অনেক আয়োজন না হ'লে হয় না। হয় নিজের অনেক টাকা কিম্বা কোন রাজপুত্র-বন্ধুর বহু টাকা খরচ না হ'লে উপবেব স্তরে প্রবেশাধিকার মেলে না। শুধু রাস্তা থেকে যারা লোক ধ'বে নিয়ে খোলার ঘরে গিয়ে ঢোকে তাদের পরিচয় মেলে। গরিবের অভিজ্ঞতা নীচের স্তরেই আবদ্ধ থাকে। তাই ও শ্রীকান্তর টগর ও বাড়িউলিকেই চেনে। এ-সব উদাহরণ নিষ্প্রয়োজন, লিখতেও লজ্জা বোধ হয়, কিন্তু যারা নির্বিচারে স্ত্রী-জাতির গ্লানি প্রচার করাটাকেই realism ভাবে তাদের idealism ত নেই-ই realismও নেই। আছে শুধু অভিনয় ও মিথ্যে স্পর্দ্ধা— না-জানার অহমিকা। মেয়েদের বিরুদ্ধে

কোঁদল করার স্পিরিট থেকে কখনো সাহিত্য সৃষ্টি হয় না।....আমার অন্তরের স্নেহ ও শুভাকাঙ্ক্ষা জেনো। সাহানাকে দেখা হ'লে বোলো তাকে আমি আশীর্ব্বাদ করেছি।—শরৎ বাবু।

সামতাবেড়, পানিত্রাস, হাবড়া
১০ই ভাদ্র ১৩৪০

কল্যাণীয়েষু,—মণ্টু তোমার চিঠি পেলাম। ইতিপূর্ব্বেই তোমার প্রেরিত শ্রীকান্ত ৪র্থ পর্ব্বের উপর প্রবন্ধ পেয়েছিলাম। প্রথমে মনে হয়েছিল প্রবন্ধ অতিদীর্ঘ; বোধ হয় অনেকখানি কাট ছাঁট করা আবশ্যক কিন্তু বার দুই অত্যন্ত যত্ন ক'রে পড়ার পরে আমার সন্দেহ নেই যে এ লেখার কিছুই বাদ দেওয়া চলে না। আমার বইয়ের উপর লিখেছ ব'লেই আমার এত বেশি ভালো লেগেছে কি না এ-কথা আমার অনেক বার মনে হয়েছে কিন্তু অনেক ভেবেও বলতে সঙ্কোচ নেই যে এ আলোচনা তুমি যে-কোন বইয়ের সম্বন্ধেই করতে আমার এমনিই ভালো লাগতো। তার কারণ মুখ্যতঃ শ্রীকান্তর কথাই আছে সত্যি, কিন্তু সাহিত্য বিচারের যে-ধারাটি তুমি এমন মধুর ক'রে এমন হৃদয় দিয়ে আলোচনা করেছ তা শুধু যে সুন্দর হয়েছে তাই নয় নিরপেক্ষ সুবিচার হয়েছে ব'লে যে-কোন দরদী পাঠকই স্বীকার করবে। তাছাড়া সমালোচনা কথোপকথনের ছলে,—এটি চমৎকার নূতন পদ্ধতি আবিষ্কার করেছো মণ্টু। এ রকম ধরণে না লিখলে এত বড় প্রবন্ধ যত ভালোই হোক লোকের পড়বার হয়ত ধৈর্য্য থাকতো না। যেন একটি সুন্দর গল্পের মতো পড়তে লাগে। এটা কোন একটা ভালো মাসিকপত্রে ছাপতে দেবো এবং অনুরোধ করবো এ লেখার কোথাও যেন বাদ না পড়ে। কিন্তু তোমাকে

proof পাঠানো সম্ভবপর হবে কি না এখন ঠিক বলতে পারলুম না,—যদি সময় থাকে তাই হবে।

শ্রীকান্ত ৪র্থ পর্ব্ব তোমার এত ভালো লেগেছে জেনে কত যে খুশি হয়েছি বলতে পারি নে,—কারণ এ বইটি সত্যিই আমি যত্ন ক'রে মন দিয়ে লিখেছিলাম হৃদয়বান পাঠকের ভালো লাগার জন্যেই। তোমার মত একটি পাঠকও যে শ্রীকান্তর ভাগ্যে জুটেছে এই আমার পরম আনন্দ অন্য পাঠক আর চাই নে। অন্ততঃ না হ'লেও দুঃখ নেই। আর মনে মনে ভেবেছিলাম কত বিভিন্ন ভাষার কত বই না তুমি এই কটা বছরে পড়েচো। তবু তার মাঝে আমাদের মতো মূর্খ মানুষের লেখা পড়বার যে তুমি সময় পাও এ কি কম আশ্চর্য্য! জানি ত আমি কত তুচ্ছ কত সামান্য লেখক। না আছে বিদ্যে না আছে পড়াশুনা, পাড়াগাঁয়ের লোক যা মনে আসে লিখে যাই। তাই, আধুনিক কালের পণ্ডিত প্রফেসরেরা যখন আমাকে গালি-গালাজ করে সভয়ে চুপ ক রে থাকি। ভাবি এদের কাছে আমি কত নগণ্য কত সামান্য। কিন্তু এর মাঝে পাই যখন তোমার মত বন্ধুর প্রশংসাবাক্য তখন এই কথাটা গর্ব্বের সঙ্গে মনে করি পাণ্ডিত্যে মণ্ট্‌, এদের ছোট নয়, অথচ তার তো ভালো লেগেছে। এই আমার মস্ত ভরসা, মস্ত সান্ত্বনা।

অনেক দিন তোমাকে দেখি নি, ভারি দেখতে ইচ্ছে হয়, পণ্ডিচারীতে যদি পূজোর সময়ে যাই দু-এক দিন থাকার ব্যবস্থা কি তুমি ক'রে দিতে পারো? আশ্রমে থাকার নিয়ম নেই জানি কিন্তু ওখানে কি কোন হোটেল নেই? যদি থাকে লিখে জানিও। ইতি—তোমার নিত্যশুভানুধ্যায়ী শ্রীশরৎ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

সামতাবেড়, পানিত্রাস, হাবড়া
১৯শে মাঘ ১৩৪০

পরম কল্যাণীয়েষু,—মণ্টু অনেক দিন হ'ল তোমাকে কিছু লিখি নি। হঠাৎ আজ সকালে কেন যে লেখার ইচ্ছে এত প্রবল হয়ে উঠলো তাই ভাবচি। বোধ হয় ফরিদপুরের সেই দীনেশবাবুর আন্তরিক কথাগুলো। দিন তিনেক আগে ফরিদপুর থেকে ফিরেচি, সেখানে ছিল সাহিত্য সম্মিলনী এবং municipal address : মঞ্চের উপরে যখন সুদীর্ঘ ও 'সারগর্ভ' প্রবন্ধ পড়া চলছিল তখন নেপথ্যে চলছিল অনামীর সমালোচনা। অবশ্য বিরুদ্ধ অভিমতই ৮০% : তার মধ্যে হঠাৎ একটি ভদ্রলোক স্বীকার ক'রে বসলেন যে তিনি অনামী বইখানি আদ্যোপান্ত ৪ বার পড়েছেন এবং আরও চার বার পড়বার ইচ্ছে রাখেন।

তখন, "বলেন কি দীনেশবাবু, আপনি যে ফরিদপুর বারের বিশিষ্ট রত্ন, প্রচণ্ড তার্কিক উকিল—এ আপনার কি কী। দুর্বলতা।"

"দীনেশবাবু, আপনার কি মাতা খারাপ হয়েছে?"

"দীনেশবাবু, আপনি যে দেখি পৃথিবীর অষ্টম বিস্ময়।" ইত্যাদি ইত্যাদি।

অবশ্য আমি চুপ করেই ছিলাম—নীরব সাক্ষীর মতো। এক সময়ে এই দীনেশবাবু আমাকে একলা পেয়ে বললেন, "শরৎবাবু, সব বই পৃথিবীর সকলের জন্যে নয়। আমি শাশ্বদাস বাবাজীর শিষ্য,—বৈষ্ণব। ভগবান বিশ্বাস করি। দিলীপবাবু যে-ভাবের প্রেরণায় কবিতাগুলি লিখেছেন সংসারে তার তুলনা কম। যখনি সময় পাই মুগ্ধ হয়ে কবিতাগুলি পড়ি, কি যে ভালো লাগে পরকে বোঝাতে পারি নে।"

শুনে মনে মনে ভাবলাম মণ্টু, এর চেয়ে অকপট সত্যিকার সমালোচনা কি আছে? যে-তারে তুমি ঝঙ্কার দিয়েছ তাঁর বুকের মধ্যেকার অনুরূপ তারটি গুণগুণিয়ে বেজে উঠেছে। কিন্তু যাদের বাজলো না তারা কারো চার-চার বার পড়বার কথা শুনে বিস্ময় প্রকাশ করবে না তো করবে কি (কী !)। আর যারা শুধু বিস্ময় প্রকাশ করাটাকেই যথেষ্ট মনে করে না তারা স্থরু করে গালিগালাজ। মাত্রা যতই ছাড়িয়ে চলে ততই ভাবে নিজেদের নির্ভীক ও বাহাদুর সমালোচক। এমনিই ত দেখে আসচি।

সেদিন হীরেন ব'লে একটি ছেলে আমাকে চিঠি লিখেচে সে অনামীর একটা আলোচনা-সভা করতে চায় এবং আমাকে করতে চায় তার সভাপতি। আমি সেই চিঠিখানি পাবার দেড মিনিটের মধ্যে জবাব দিলাম—রাজি। মনস্থিব করা এবং দেড় মিনিটে জবাব দেওয়া। আমি বলি দীনেশবাবুর চার-চার বাব অনামী পড়াব চেয়েও এ বস্তু বিস্ময়কর। আগামী সভায় এই কথাটিব উল্লেখ করবো।

কিছু দিন থেকে মনে করচি তোমাকে একটা অনুরোধ কববো। সে আ—র লেখার সম্বন্ধে। তোমাকে সে শ্রদ্ধা করে তুমি বললে শুনতেও পাবে। তাকে ব'লো তার লেখায় একটু সংযত হ'তে। অবশ্য সংযম জিনিসটা হচ্চে এক প্রকারের instinct : ও নিজের না থাকলে পরে বুঝিয়ে দিতে পারে না। তবু ব'লো যে, এই যে অস্থানে অকারণে পরের লেখার কোটেশন এর চেয়ে অসুন্দর জিনিস আর নেই। অমুক বড় গ্রন্থকারের "—" এই কথাগুলোর সঙ্গে আমার সায় আছে, ও লোকটার '—' এই লাইন কটা বিশ্রী, অমুক লেখক '—' এই ছত্রটা কি স্থন্দর প্রকাশ করেছে ইত্যাদি ইত্যাদি। এই

সব যেন অত্যন্ত রূঢ়ভাবে পাঠককে বলতে চায় "তোমরা ছাখো আমার এইটুকু বয়সে আমি কত বুঝেছি, কত বই পড়েচি।" মণ্টু, তোমার নিজের লেখার quotationগুলো ওকে একবার মন দিয়ে পড়তে বোলো। বোলো তোমার বহুবিস্তৃত ও গভীর পড়া-শুনার মধ্যে এগুলো এসে পড়েছে নিছক প্রয়োজনে। অহেতুক আসে নি, আসে নি পাণ্ডিত্য প্রকাশের দাম্ভিকতায়। আ— ছেলেমানুষ এখন থেকে ওকে এ বিষয়ে সতর্ক ক'রে দিলে ফল ভালোই হবে মনে করি। ও হয়ত জানে না যে কোটেশন ব্যাপারে তোমাকে অনুকরণ করতে পারাটা খুব সোজা কাজ নয়। ওটা খুবই কঠিন। অন্যান্য সহস্রবিধ অসংযমের কথা আর তুলবো না কারণ ওর সাহিত্যিক হিরো যদি হয়ে থাকে বু— তাহ'লে ওকে সামলানো যাবে না। গভীর বেদনার সঙ্গেই এই কথাগুলো তোমাকে বললাম। তোমাকে কতবার বলেচি মণ্টু, লেখায় সংযম সাধনার মতো শক্ত সাধনা আর নেই। যা অনায়াসে লিখতে পারতাম তা না-লেখা। রসজ্ঞ পাঠকের মন তৃপ্তিতে পরিপূর্ণ হ'য়ে ওঠে যখনি সে দেখতে পায় এই সংযমের চিহ্নটুকু। যাক্।

সেই যে চিঠিটা আমার স্বদেশ ও প্রচারকে বেরিয়েছিল তার সম্বন্ধে কবি আমাকে একখানা চিঠি লিখেছিলেন। তার শেষের দিকে ছিল 'তুমি বার বার আমাকে তীক্ষ্ণ কঠোর ভাষায় আক্রমণ করেছো কিন্তু আমি কখনো প্রকাশ্যে বা গোপনে তোমার নিন্দে ক'রে প্রতিশোধ নিই নি। এ লেখা সেই ফর্দে আর এক সংখ্যা যোগ করলে মাত্র।'

সেদিন উমাপ্রসাদ আমাকে বলছিলেন এ চিঠি লিখে আমি অন্যায় করেচি, কারণ, এর প্রতি ছত্রে বিষ ছড়িয়ে গেছে। কিন্তু কি করবো

নাচার। যা লিখে ফেলেচি সে তো আর ফেরাতে পারবো না। এখন কবির সঙ্গে বিচ্ছেদ বোধ করি আমার পরিপূর্ণ হলো। কিন্তু এ সম্বন্ধে তুমি যে চিঠিটি 'স্বদেশে' লিখেচো সেটি ভারি চমৎকার হয়েছে। দুঃখ প্রকাশ পেয়েছে কিন্তু ক্রোধ নয়। আমার ত্রুটি ঘটেছে ঐখানে। কিন্তু কি যে হলো, 'পরিচয়ে'র ঐ লেখাটা পড়ামাত্রই সর্ব্বাঙ্গ যেন জ্বলে গেল, তখনি কাগজ কলম নিয়ে চিঠিটা লিখে ফেললাম।

তোমার শ্রীকান্ত ৪র্থ পর্ব্বের সমালোচনা 'বিচিত্রা'য় আর একবার পড়লাম। এ যদি শ্রীকান্ত না হয়ে আর কিছু হ'তো মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা ক'রে বাঁচতাম। লেখাটি সত্যিই চমৎকার। যে সত্যিই পড়েছে এবং বুঝেছে তার আনন্দ প্রকাশ।

মাঝে মাঝে চিঠি লিখো মণ্টু, জবাব পাও বা না পাও। এ আমার ভারি তৃপ্তি—তোমার লেখা চিঠি পাওয়া। আর একটা কথা। বন্ধু সুরেন মৈত্র (যাঁর মাথাজোড়া টাক। প্রফেসর শিবপুর Engineering Collegeএ আমরা যেতাম) তিনি শ্রীঅরবিন্দর গভীর ভক্ত। আমাকে অনুরোধ করেছেন অদ্যাবধি তুমি আমাকে তাঁর সম্বন্ধে যত লেখা পাঠিয়েছো (এবং বলা সত্বেও যা আমি কোনো কালে ফেরৎ দিই নি) সেইগুলি একবার পড়তে দিতে। আমি বলেচি দেবো। কিন্তু রাগ ক'রো না যেন। সুরেন ব্রাহ্ম হ'লেও লোক ভালো। ইতি—তোমার নিত্যশুভাকাঙ্ক্ষী শ্রীশরৎ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

সামতাবেড়, পানিত্রাস, হাবড়া
২০শে মাঘ ১৩৪০

মণ্টু,—এইমাত্র তোমার রেজেষ্ট্রি চিঠি পেলাম। কাজের কথাগুলো আগে ব'লে নিই। (১) রঙের পরশ পাঠিও। দু-এক

পাতায় যা পারি লিখবো। কিন্তু ব'লে রাখি গল্প উপন্যাস ছাড়া আমি ত আর কিছুই লিখতে পারি নে। প্রবন্ধ ত ভাষার দৈন্যে একেবারে অপাঠ্য হয়ে ওঠে। আমার চিঠি লেখার ভাষাও ত দেখেচ। কবির সম্বন্ধে 'স্বদেশে'র চিঠিটা কি বিশ্রীই হয়ে গেছে। তবু আমার শাদা-মাটা গেঁও ভাষায় আনন্দ প্রকাশ করার লোভ সম্বরণ করা শক্ত। সুতরাং লিখবই আমাকে কেউ ঠেকাতে পারবে না।

(২) হীরেনের কথা ও-চিঠিটায় দিয়েছি। অনামীর আলোচনা-সভায় যোগ দেবো।

(৩) শ্রীকান্ত ৪র্থ পর্ব্বের ('বিচিত্রা'য় প্রকাশিত) আলোচনাটুকু যে-ভাবেই ছাপাও লোকে পড়বেই। তবে রঙের পরশের সঙ্গে দিলে হয়ত ভালোই হবে। বরঞ্চ আর কারও মত নিও।

একটা কথা। পথের দাবীর আলোচনা বা উল্লেখ না করাই ভালো, কারণ, আইন কানুন বর্ত্তমানে এত কঠোর হয়েছে যে শুধু ওরই জন্যে হয়ত Govt. সমস্ত বইটাই বাজেয়াপ্ত করতে পারে।

যে উপন্যাসখানি তুমি লিখচো (যা ৩।৪ মাসে শেষ হবে) সেখানি আরও ভালো হবে আমিও আশা করি। কথোপকথন (dialogue) যেখানেই থাক খুব সহজ ভাষা ব্যবহার কোরো। তর্ক-বিতর্ক যেন ছোট হয় অর্থাৎ, একসঙ্গে অনেকখানি নয়। এক অধ্যায়ে একটু, পরের অধ্যায়ে বাকি অংশটুকু—এমনি। উপমা উদাহরণ—কোনটিই যেন রবীন্দ্রনাথের মতো নিরর্থক ও অসম্বদ্ধ না হয়। এখানে logic যেন কিছুতে বাষ্পাচ্ছন্ন না হয়ে ওঠে। মানুষকে অলঙ্কার দিয়ে সাজানোর রুচি এবং স্যাকরার দোকানে অলঙ্কার দিয়ে show-case সাজানোর রুচি এক নয়। এ-কথা সর্ব্বদাই মনে

রাখা চাই। অলঙ্কৃত বাক্যের বাহুল্য-ভার যে কত পীড়াদায়ক সে কথা শুধু পাঠকই বোঝে। কিন্তু আর না। বিস্তর advice বিনা-মূল্যে দিয়ে ফেলেচি। সংযমের পাঠ দিতে নিজেই দেখচি অসংযত হয়ে পড়েচি সব চেয়ে বেশি। আশীর্ব্বাদ এবং ভালোবাসা জেনো।—শ।

পি ৫৬৬ মনোহরপুকুর, কালীঘাট,
কলিকাতা। ৭ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৪২

পরম কল্যাণীয়েষু,—নিজের খবরটা আগে দিই। পরশু বাড়ি থেকে ফিরে এসে পর্য্যন্ত মাতা ধ'রে আছে। বুদ্ধদেব ভটচায ব'সে, Dr. কানাই গাঙ্গুলি ব'সে,—ফোন করা হচ্চে একটা ডাক্তারখানায় এবং আমার driverকে বলা হচ্চে মোটর বার করার জন্যে। অর্থাৎ যাবো রক্তের চাপ দেখাতে। যদি চাপ বেশি না থাকে ভালোই, থাকলে শয্যাগ্রহণ ক'রে পরমানন্দে দিন কাটাবো। আমার পক্ষে এত বড় আনন্দ এবং আরামের বস্তু আর নেই। শ্রীভগবান তাই করুন। যাক্।

তোমার চিঠিগুলো বুদ্ধদেবের মারফতে অর্দ্ধেক পড়লুম। বাকি অর্দ্ধেকটা কোন ফরাসি-জানা বন্ধুর মারফতে প'ড়ে নেবো।

মণ্টু এই অতি তুচ্ছ 'নিষ্কৃতি' নিয়ে সমরাঙ্গনে নেমে পড়া আর টিনের খাঁড়া নিয়ে মোষ কাটতে যাওয়া প্রায় এক কথা। নিজের মধ্যে সত্যিই বিশেষ ভরসা পাই নে। শুধু একটা কথা এই মনে করি যে তোমার গুরুদেবের আশীর্ব্বাদ আছে এবং তোমার নিজের অকৃত্রিম স্নেহ ও শ্রদ্ধা আছে। কিন্তু নিজের তরফ থেকে যে কিছুই নেই মনে হয় ভাই।

তুমি শ্রীকান্ত তর্জ্জমা করতে সঙ্কোচ বোধ করচো কেন? যদি

হয় ত তোমাকে দিয়েই হবে। ভবানীকে ডেকে ৮র্থ ভাগ শ্রীকান্ত দিয়ে বলেছিলাম এর যে-কোন একটা অধ্যায় তর্জ্জমা ক'রে নিয়ে এসো। আট-দশ দিন পরে সে নিজে ত এলোই না, চিঠিতে জানালে তাব সাহস হয় না। এবং যে ইংরিজি চিঠিটুকু পাঠালে তার থেকে তার কথাটাকে মিথ্যে বিনয় ব'লেও ভাবতে পারলাম না। সে সত্যিই লিখেচে। তাকে দিয়ে হবে না। হ'লে খবরের কাগজের ভাষা হবে।

সোমনাথ মৈত্র যে 2nd part translation করতে উদ্যত হয়েছে এ খবর আমি নিজেও জানি নে। 'বিচিত্রা'র উপেন নিজে যদি এ ব্যবস্থা ক'রে থাকে ত সে আলাদা। খবর নেবো। আমি ত খুঁজেই পাচ্ছি নে কে এ কাজে হাত দিতে পারে তুমি ছাড়া। 'নিষ্কৃতি'র যে-তর্জ্জমা তুমি করেছো তার চেয়ে ভালোই বা কে করতো? তবে, তোমাকে শ্রীকান্ত তর্জ্জমা করতে বলতে আমার ইচ্ছে হয় না, কারণ এত বড় পরিশ্রমের কাজে হাত দিলে তোমার অন্য কাজের ক্ষতি হবে।

'নিষ্কৃতি'র সম্বন্ধে তোমার যে-রকম ব্যবস্থা করতে ইচ্ছে হয় কোরো। ছোট গল্পগুলোর তর্জ্জমা এখানে করাবার চেষ্টা করতে পারি। কিন্তু লোক পাই নে। আমার নিজের কাছেই রয়েছে 'পণ্ডিত মশায়ে'র তর্জ্জমা কিন্তু সে দেখলেও তোমার হয়ত দুঃখ হবে। মায়ার সঙ্গে আমার এখনো দেখা হয় নি, আশা করি দু-এক দিনেই হবে। আমার স্নেহাশীর্ব্বাদ জেনো। ইতি—শরৎ দা

পুঃ—অন্যান্য খবর বুদ্ধদেবই তোমাকে দেবে।—শ. চ

পি ৫৬৬ মনোহরপুকুর, কলিকাতা
৩রা মাঘ ১৩৪১

পরম কল্যাণীয় মণ্টু: কাল রাতে দেশের বাড়ি থেকে এ বাড়িতে ফিরে এসেছি। তোমার চিঠিগুলি পেলাম। একটা একটা ক'রে জবাব দিই কাজের ব্যাপারগুলো—

(১) তোমার ও নিশিকান্তর ছবি বেশ উঠেছে। বহুকালের পরে তোমার মুখ আবার দেখতে পেলাম। বড় আনন্দ হলো। একবার সত্যিকার দেখা ভারি দেখতে ইচ্ছে করে। কিন্তু আশা ছেড়ে দিয়েছি, ভেবেচি এ জীবনে আর হলো না। না-ই হোক।

(২) টাইপরাইটারটা যে ভালো ভাবে পৌঁছেছে এ বড় তৃপ্তি। ভয় ছিল পাছে সেটা বিকলাঙ্গ হয়ে তোমার আশ্রমে গিয়ে হাজির হয়। সেদিন হীরেন এসে বল্‌লে মণ্টুদার নিজের টাইপরাইটারটা গেছে পুরনো হয়ে, একটা নতুন কলের তাঁর দরকার। বল্‌লুম একটু খেটেখুটে তাঁকে পাঠিয়ে দাও না হীরেন। সে রাজি হলো, এ-সব সে-ই করেছে—আমি জড়বস্তু, কোন কাজই আমাকে দিয়ে হয় না। আমি শুধু তাদের ঐ কটা টাকার চেক্ লিখে দিয়েছিলাম। তোমার যে পছন্দ হয়েছে এর চেয়ে আনন্দ আমার নেই। যে-লোক নিজের সমস্ত দিয়েছে তাকে দেওয়া ত দেওয়া নয়—পাওয়া। আমি অনেক পেলাম। তোমার চেয়ে ঢের বেশি।

(৩) শ্রীঅরবিন্দর হাতের লেখা চিঠিটুকু সযত্নে রেখে দিলাম। এ একটি রত্ন।

(৪) 'নিষ্কৃতি'কে ভালো অনুবাদ করার জন্যে যে তুমি যথাসাধ্য করবে সে আমি জানতাম। শুধু আমাকে ভালোবাসো ব'লেই নয়, যারা যথার্থই সাধুর ব্রত গ্রহণ করেন এ তাঁদের স্বভাব। এ না ক'রে

তারা থাকতে পারে না। হয় করে না, কিন্তু করলে ফাঁকি দিতে জানে না।

(৫) অনুবাদ ভালো হবেই যা দেখে দেবার সংকল্প করেছেন শ্রীঅরবিন্দ নিজে। কিন্তু বইটার নিজস্ব গুণ এমন কি আছে মণ্টু? কেন যে শ্রীঅরবিন্দর ভালো লাগলো জানি নে। অন্ততঃ, না লাগলে বিস্মিতও হোতাম না ক্ষুন্নও হোতাম না। তুমি শ্রীকান্ত যবে প্রচার করতে পারবে তখনই শুধু আশা করবো হয়ত বাঙালী একজন গল্প-লেখককে পশ্চিমের ওঁরা একটুও শ্রদ্ধার চোখে দেখবেন। তোমার উদ্যোগ থাকলে এবং শ্রীঅরবিন্দর আশীর্ব্বাদ থাকলে এ অসম্ভবও হয়ত এক দিন সম্ভব হবে। এই ভরসাই করি।

(৬) অনুবাদের ব্যাপারে তোমার স্বাধীনতা সম্পূর্ণ স্বীকার ক'রে আমি নিয়েছি। তার কারণ, তুমি ত শুধু অনুবাদক নও নিজেও বড় লেখক। তোমাকে অকিঞ্চিৎকর সপ্রমাণ করার লোক বিরল নয়, এ চেষ্টা তাদের আছে এবং অধ্যবসায়ও অপরিসীম। তা হোক্, তাদের সমবেত চেষ্টার চেয়েও অনেক বড় তোমার প্রতিভা এবং একাগ্র সাধনা। তোমার গুরুর শুভাকাঙ্ক্ষা ত সমস্ত কিছুর পিছনে রইলই। জগতে তাদের অপচেষ্টাটাই সফল হবে আর সার্থক হবে না তোমার অন্তরের জাগ্রত শক্তি? এমন হ'তেই পারে না মণ্টু।

(৭) রবীন্দ্রনাথ আমাকে introduce ক'রে দিতে চাইবেন ব'লে ভরসা করি নে। আমার প্রতি ত তিনি প্রসন্ন নন। তা ছাড়া তাঁর এত সময়ই বা কই? সাহিত্যসেবার কাজে তিনি আমার গুরুকল্প। তাঁর ঋণ আমি কোন কালে শোধ করতে পারবো না, মনে মনে তাঁকে এমনি ভক্তি-শ্রদ্ধাই করি। কিন্তু ভাগ্য বাধ

সাধলো,—আমার প্রতি তাঁর বিমুখতার অবধি নেই। সুতরাং এ চেষ্টা করা নিরর্থক।

(৮) হীরেন হয়ত আজকালের মধ্যেই আসবে। তাকে তোমার কাগজ পাঠিয়ে দিতে বলবো।

(৯) শেষকালে রইলো তোমার কথা। তোমার কাছে আমি সত্যিই বড় কৃতজ্ঞ মণ্টু। এর বেশি আর কি বলবো। চিঠি লেখার ব্যাপারটা চিরকালই আমার কাছে জটিল। যেন কিছুতেই গুছিয়ে লিখতে পারি নে। তাই যে-সব কথা বলা আমার উচিত ছিল অথচ বলা হলো না সে আমার অক্ষমতার জন্যে অনিচ্ছার জন্যে কখনো নয়। এ বিশ্বাস ক'রো।

আমার স্নেহাশীর্ব্বাদ জেনো এবং সৌরীনকে জানিও। ছেলেটিকে বেশ মনে করতে পারছি নে। ৺দাদামশাইয়ের বাড়িতে কিম্বা তকুদের বাড়িতে হয়ত দেখে থাকবো।

(১০) শ্রীঅরবিন্দর নববর্ষের প্রার্থনা সত্যিই বড় চমৎকার লাগলো। সত্যিই খুব বড় কবি তিনি।—শুভার্থী শ্রীশরৎ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

পি. ৫৬৬, মনোহরপুকুর, কালীঘাট,
কলিকাতা। ৭ই চৈত্র ১৩৪১

পরম কল্যাণবরেষু,—মণ্টু অনেক দিন তোমাকে চিঠি লেখা হয় নি। অন্যায় হয়েছে জানি, এর দণ্ড আছে তাও অবিদিত নই, কিন্তু এও দেখে আসচি অক্ষম লোকদের অক্ষমতা যদি অকৃত্রিম হয় তাহ'লে সেটা পূরণ করবার মানুষও ভগবান জোগান। একেবারে রসাতলে পাঠান না। এই মানুষটি পেয়েছি আমি বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য্যতে। আমার যতকিছু তোমাকে জানাবার সব জানাতে পাই আমি তার

মারফতে। আবার খবরও পাই তার হাত থেকে। তোমার মতো ওরও স্নেহটা আমার প্রতি যথার্থ আন্তরিক। যথার্থই ও চায় আমার ভালো হোক,—আমার যশ আমার প্রতিষ্ঠার কোথাও যেন-না কমৃতি থেকে যায়। সেদিন ও জোর ক'রে ধরে নিয়ে গিয়ে আমাকে Hoffmanদের ক্যামেরার সামনে বসিয়ে ছবি তুলিয়ে তবে ছাড়লে। বললে দিলীপকুমারের ফরমাস আমি অবহেলা করতে পারবো না। তিনি যে পরিশ্রম স্বীকার করছেন আমাদের কিছুটা তাঁকে সাহায্য করা চাই। অর্থাৎ মেহন্নতের ভাগ নেওয়া দরকার। সমস্তই কি তিনি একাই করবেন? বুদ্ধদেবের বিশ্বাস আমি খুব বড় লেখক। অতএব, বড় লেখকের সম্মান আমার পাওয়াই চাই। আমি অনেক বলি যে না হে আমি অত্যন্ত ছোট লেখক, য়ুরোপ আমাকে কোন সম্মানই দেবে না! তাই নিজের মধ্যে কোন ভরসাই পাই নে। ও বলে দিলীপবাবু তাহ'লে কখনো এত মিথ্যা শ্রম, অর্থাৎ কি না বাজে কাজ করতেন না। শ্রীঅরবিন্দ তাকে নিশ্চয়ই আশা দিয়েছেন। আমি বলি তাহ'লে শ্রীঅরবিন্দই জানেন।

সেদিন বসিষ্ঠ না বশীশ্বর সেনের American স্ত্রী আমাকে বিশেষ অনুরোধ করেছেন তোমার 'নিষ্কৃতি'র অনুবাদ দেখবেন ব'লে। খবর পেয়েছেন তাতে শ্রীঅরবিন্দর কলমের দাগ পড়েছে, তাই প্রবল আগ্রহ। বলেন এর একটা copy তিনি April মাসের মাঝামাঝি Americaতে নিয়ে গিয়ে প্রকাশ করবার চেষ্টা করবেন। তিনি আগে ছিলেন *Asia* কাগজের Editor, সেখানকার বহু Publisherদের সঙ্গে সুপরিচিত। আমি ভাবি এটা নিষ্কৃতি না হয়ে শ্রীকান্ত হ'লেও না হয় কিছু আশা ছিল, কিন্তু ওদেশে নিষ্কৃতি আদর পাবে কিসের জোরে! সে যাই হোক, একটা copy আমাকে তুমি পাঠাও মণ্টু। অন্ততঃ

আমি নিজে দেখি কি রকম পড়তে হলো। বুদ্ধদেবও হয়ত এত দিনে এ-কথা তোমাকে জানিয়েছে। তুমি যা-যা জিনিসপত্র পাঠাতে বলেছিলে তাকে পাঠাতে বলেচি। খুব সম্ভব এত দিনে তোমার কাছে পৌচেছে। নিষ্কৃতির ফরাসী অনুবাদের কল্পনাও তোমার আছে দেখতে পেলাম এবং চেষ্টা চরিত্রও করচো দেখচি। আমার নিজের বিশ্বাস নেই, শুধু ভাবি শ্রীঅরবিন্দর আশীর্ব্বাদে অঘটনও ঘটতে পাবে। জগতে এ-ও হয়ত হয়।

তুমি ফকির মানুষ তবু আমার জন্যে অনেক কিছু তোমার খরচ হচ্ছে। এটুকু আমি পাঠিয়ে দেবো বুদ্ধদেব এবার আমার কাছে এলেই। এই বুদ্ধদেব ছেলেটি ভাবি পণ্ডিত। সংস্কৃত এবং বোটানিতে চমৎকার জ্ঞান। কলেজে ও এই দুটোই পড়ায়।

মণ্টু, এবার শ্রীকান্ত ধবো। বেঁচে থাকতে এর অনুবাদটা চোখে দেখে যাই।

সাহানা ও তোমার গানের বই পেয়েছি এবং সযত্নে আলমারিতে তুলে রেখে দিয়েছি। সাহানাকে আমাব আশীর্ব্বাদ জানিও।

আমি চিঠির জবাব দিতে যতই কুড়েমি করি নে কেন তুমি যেন ভ্রমেও তার শোধ নিও না। সাত-আট দিন পরে আবার দেশেব বাড়িতে সকলে যাচ্চি। যদিও যখন যাওয়া হবে তোমাকে ঠিকানা জানাবো। ইতিমধ্যে নিষ্কৃতির তর্জ্জমার একটা কপি কলকাতার ঠিকানায় পাঠিয়ে দাও।

আশা করি সকলে কুশলে আছো। আমার স্নেহ ও আশীর্ব্বাদ রইলো। ইতি—শরৎ দা।

পি, ৫৭৬, মনোহরপুকুর, কলিকাতা
৩রা মাঘ ১৩৪২

কল্যাণীয়েষু,—মণ্টু, আজ তোমার পোষ্টকার্ড ও 'বহুবল্লভে'র ফর্ম্মার পুলিন্দা পেলাম। তুমি হয়ত জানো না যে আমি চারমাস অত্যন্ত অসুস্থ। শয্যাগত বললেও অতিশয়োক্তি হয় না। গেল জ্যৈষ্ঠ মাসে দেশের বাড়ি থেকে এখানে আসবার পথে sun-strokeএর মতো হয়, সেই পর্য্যন্ত চোখের ও মাথার ব্যথায় কত যে পীড়িত সে আর বলবো কি। আজও সারে নি, বাকি দিন কটায় সারবে কি না তাও জানি নে। তার ওপর আছে অর্শের অজস্র রক্তস্রাব (বহু পুরাতন ব্যাধি) এবং মাসখানেক থেকে সুরু হয়েছে মাঝে মাঝে জ্বর। তোমাকে চিঠি লিখচি জ্বরের উপরেই। দেশের বাড়িতেই থাকি, শুধু মাঝে মাঝে একটু ভাল থাকলে কলকাতায় আসি। লেখা কিম্বা পড়া সমস্তই বন্ধ। খবরের কাগজ পর্য্যন্ত না। এ জীবনের মতো লেখাপড়া যদি শেষ হয়েই থাকে ত অভিযোগ করব না। যেটুকু সাধ্য ও শক্তি ছিল করেছি, তার বেশি যদি না-ই পারি ক্ষোভ করতে যাবো কেন? মনের মধ্যে আমি চিরদিনই বৈরিগী—এখনও তা-ই যেন থাকতে পারি।

এক দিন বুদ্ধদেব ভটচায এসে বলেছিল মণ্টুবাবুর 'দোলা' চমৎকার হয়েছে। শুনে বিস্মিত হই নি। আমি মনে মনে জানি মণ্টুর উপন্যাস উত্তরোত্তর চমৎকার থেকে আরো চমৎকার হবেই। অকৃত্রিম সাধনার ফল যাবে কোথায়? তাছাড়া উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া রয়েছে artist হৃদয়। যেমন বৃহৎ তেমনি ভদ্র তেমনি পরদুঃখকাতর। তোমার রসজ্ঞ মনের পরিচয় ছেলেবেলাতেই তোমার সংগীতে, তোমার গুণিজনের প্রতি ঐকান্তিক অনুরাগে, তোমার নানা কাজে

আমি পেয়েছিলাম। তোমার প্রতি স্নেহও আমার তাই অকৃত্রিম। কোন বাইরের ঘাত প্রতিঘাতেই তা মলিন হবার নয়। তোমার লেখার সম্বন্ধে যে শুভকামনা বহুদিন পূর্ব্বে করেছিলাম আজ তা সফল হ'তে চল্‌লো এ আমার বড় আনন্দ। আবার আশীর্ব্বাদ করি জীবনে তুমি সুখী হও সার্থক হও।

বুদ্ধদেব বসুর 'বাসর ঘর' বই সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ কি বলেছেন আমি দেখি নি। বুদ্ধদেব বসু যদি ব'লে থাকেন আমার চেয়ে রবীন্দ্রনাথ ঢের বড় ঔপন্যাসিক সে তো সত্যি কথাই বলেছে মণ্টু। নিজের মন ত জানে এ সত্য,—পরম সত্য।

এ ছাড়াও আব একটা কথা এই যে আমার চেয়ে কে বড়ো কে ছোটো এ নিয়ে যথার্থই আমার মনে কোন আক্ষেপ, কোন উদ্বেগ নেই। রবীন্দ্রনাথ যদি বল্‌তেন আমার কোন বই-ই উপন্যাস-পদ-বাচ্য নয়, তাতেও বোধ করি একটা সাময়িক বেদনা ছাড়া আর কিছুই মনে হতো না। হয়ত বিশ্বাস করা শক্ত, হয়ত মনে হবে আমি অত্যধিক দীনতা প্রকাশ করচি, কিন্তু এই সাধনাই আমি সাবা জীবন কবেছি। এই জন্যেই কোন আক্রমণেবই প্রতিবাদ করি নে। যৌবনে এক আধটা রবীন্দ্রনাথেব বিরুদ্ধে করেছিলাম বটে কিন্তু সে আমার প্রকৃতি নয়, বিকৃতি। নানা হেতু থাকার জন্যেই হয়ত ভুল ক'রে করেছিলাম।

স্বাস্থ্য ভেঙে গেছে, বেশি দিন আর এখানে থাকতে হবে মনে করি নে, এই সামান্য সময়টুকু যেন এমনি ধারা মন নিয়েই থাকতে পারি। যৌবনের কিছু কিছু ভুলের জন্যে পরিতাপ হয়। একটা কথা আমার মনে রেখো মণ্টু, কোন কারণেই কাউকে ব্যথা দিও না। তোমার কাজই তোমাকে সফলতা দেবে।

বাড়িগুলো তোমার বিক্রী ক'রে দিচ্চো? কিন্তু এর কি কোন প্রয়োজন আছে? এ-দেশের সকল সম্বন্ধ তুমি ছিন্ন ক'রে ফেলচো ভাবলে বড় ক্লেশ বোধ হয়।

আমার চিঠি-লেখা চিরকালই এলোমেলো হয়, বিশেষতঃ এই পীড়িত দেহে। যদি কোথাও অসংলগ্ন কিছু লিখে ফেলে থাকি কিছু মনে কোরো না। ভালো যদি একটু বোধ করি তোমার দুখানা বইই মন দিয়ে পড়বো। ইতি—শুভাকাঙ্ক্ষী শ্রীশরৎ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

[শ্রীভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত-রায়কে লিখিত]

১০ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৬

ভূপেন,—একখানি মাসিক পত্রের তুমি সম্পাদক catchword-এর মোহ যেন তোমাকে না পেয়ে বসে। কারণ, এ-কথা তোমার কিছুতেই ভোলা উচিত নয় যে, **বিপ্লব** এবং **বিদ্রোহ** এক বস্তু নয়। কোথাও দেখেচ কি বিপ্লব দিয়ে পরাধান দেশ স্বাধীন হয়েছে? ইতিহাসে কোথাও এর নজির আছে? বিপ্লবের মধ্যে দিয়ে স্বাধীন দেশেই Govt.-এর form অথবা সামাজিক নীতিরও পরিবর্ত্তন করা যায়, কিন্তু বিপ্লব দিয়ে পরাধীন দেশকে স্বাধীন করা যায় ব'লে আমার মনে হয় না। তার কারণ কি জানো? বিপ্লবের মাঝে আছে class war, বিপ্লবের মাঝে আছে civil war :—আত্মকলহ ও গৃহবিচ্ছেদ দিয়ে আর যাই কেন করা যাক্, দেশের চরম শত্রুকে পরাভূত করা যাবে না। বিপ্লব ঐক্যের পরিপন্থী। ('বেণু,' আষাঢ় ১৩৩৬)

সামতাবেড়, পানিত্রাস, জেলা হাবড়া।
১০ই চৈত্র, ১৩৩৬

ভুপেন,—নববর্ষের সূচনায় তোমাদের 'বেণু'কে আমি সমস্ত অন্তর' দিয়ে আশীর্ব্বাদ করি। যে-জাতির সাহিত্য নেই, তাদের দারিদ্র্য যে কত বড়, এই পুরানো সত্যটা আমরা বর্ত্তমান কালে নানা উত্তেজনায় প্রায় ভুলে যাই। তার ফল হয় এই যে, হীনতার অন্ধকার জাতীয় জীবনে নিরন্তর গাঢ়তর হয়েই উঠতে থাকে। সমাজের মধ্যে আবর্জ্জনা অনেক জমেছে, বেদনা ও দুঃখেরও সীমা নেই, এ-কথা আমরা সবাই জানি, কিন্তু তোমরা যে-কয়টি ছেলের দল এই ছোট কাগজখানিকে কেন্দ্র কোরে একসঙ্গে মিলেছো—তোমরা যে নর-নারীর যৌন-সমস্যাকেই সকল বেদনার পুরোভাগে স্থাপন কর নি, এইটিই আমার সবচেয়ে আনন্দের হেতু। পরাধীনতার দুঃখই তোমাদের সকল ব্যথার বড় হয়ে তোমাদের এই পত্রিকায় বারে বারে ফুটে ওঠে। প্রার্থনা করি, এ কাগজে এ নীতির যেন আর ব্যতিক্রম না হয়। ('বেণু,' বৈশাখ ১৩৩৭)

[শ্রীকৃষ্ণেন্দুনারায়ণ ভৌমিককে লিখিত]

২৪ ভাদ্র, ১৩৪০

কল্যাণীয়েষু,—কাগজ চালাবার সম্বন্ধে আমার অভিমত জানতে চেয়েছো, কিন্তু নিজে কখনও কাগজ চালাই নি, সুতরাং বাস্তব অভিজ্ঞতা আমার নেই। তবে প্রতি মাসেই অনেক কাগজ পড়ি, এর থেকে এই কথাটা মনে হয় মাসিকপত্র বহু লোকের প্রিয় ক'রে তোলার জন্যে সবচেয়ে বড় প্রয়োজন লেখার স্নিগ্ধতা এবং সংযম। উগ্রতায় অভিভূত ক'রে দেবার সঙ্কল্প নিয়ে যে-লেখা রচিত হয়, একটু

মন দিয়ে দেখলেই দেখতে পাবে, তার পোষাক ও বাইরের আতিশয্য স্বল্পকালের জন্যে পাঠকের চিত্ত চঞ্চল ক'রে তুললেও সে স্থায়ী ত হয়ই না, পরন্তু প্রতিক্রিয়ায় অবসাদগ্রস্ত ক'রে দেয়। গল্পেই হোক বা যাতেই হোক, যদি দেখতে পাও তার আসল কথাগুলি লেখকের আপন অনুভূতির রসে সত্য এবং বিশুদ্ধ হয়ে রচনায় আসে নি, তখনি মনে কোরো তার ভাব ও ভাষার আড়ম্বর যত চমকপ্রদ হয়েই মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করুক, সে অন্তঃসারশূন্য,—সে টিকবে না।

ইনটেলেক্‌চুয়াল গল্প ব'লে একটা কথা আজকাল প্রায় শুনতে পাই, কিন্তু তার স্বরূপ কখনো দেখি নি কিম্বা দেখেও যদি থাকি চিন্‌তে পারি নি। সেদিন হঠাৎ একটা গল্প পড়েছিলুম, শেষ ক'রে মনে হয়েছিল লেখকের বিদ্যের ভারে লেখাটা যেন পথের ওপর মুখ থুব্‌ড়ে পড়েচে। এ বস্তুকে কাগজে কখনো প্রশ্রয় দিও না। তবে এমন কথাও মনে কোরো না, গল্পে বুদ্ধি-শক্তির ছাপ থাকা মাত্রই দোষণীয়, হৃদয়-বৃত্তির অপরিমিত বাহুল্যতায় লেখকের আহাম্মক সাজাই দরকার! ('স্বদেশ,' আশ্বিন ১৩৪০)

[শ্রীঅতুলানন্দ রায়কে লিখিত]

কল্যাণীয়েষু,—শ্রাবণের [১৩৪০] 'পরিচয়' পত্রিকায় শ্রীমান্ দিলীপকুমারকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের পত্র—সাহিত্যের মাত্রা—সম্বন্ধে তুমি আমার অভিমত জান্‌তে চেয়েছো। এ চিঠি ব্যক্তিগত হ'লেও যখন সাধারণ্যে প্রকাশিত হয়েছে, তখন এরূপ অনুরোধ হয়ত করা যায়, কিন্তু অনেক চার-পাতা-জোড়া চিঠির শেষ ছত্রের 'কিছু টাকা পাঠাইবা'র মতো এরও শেষ ক'লাইনের আসল বক্তব্য যদি এই হয় যে, ইয়োরোপ তার যন্ত্রপাতি ধনদৌলত-কামান-বন্দুক মান-

ইজ্জত সমেত অচিরে ডুববে, তবে অত্যন্ত পরিতাপের সঙ্গে এই কথাই মনে করবো যে, বয়েস ত অনেক হলো, ও-বস্তু কি আর চোখে দেখে যাবার সময় পাবো!

কিন্তু এদের ছাড়াও কবি আরও যাদের সম্বন্ধে হাল ছেড়ে দিয়েছেন, তোমাদের সন্দেহ তার মধ্যে আমিও আছি। অসম্ভব নয়। এ প্রবন্ধে কবির অভিযোগের বিষয় হলো ওরা 'মত্ত হস্তী' 'ওরা বুলি আওড়ালে' 'পালোয়ানি করলে' 'কসরৎ কেবামত দেখালে' 'প্রব্লেম সল্‌ভ করলে' অতএব ওদের ইত্যাদি ইত্যাদি।

এই কথাগুলো যাদেবকেই বলা হোক, সুন্দরও নয়, শ্রুতিসুখকবও নয়। শ্লেষ বিদ্রূপের আমেজে মনের মধ্যে একটা ইরিটেশান আনে। তাতে বক্তারও উদ্দেশ্য যায় ব্যর্থ হয়ে, শ্রোতাবও মন যায় বিগড়ে। অথচ, ক্ষোভ প্রকাশও যেমন বাহুল্য, প্রতিবাদও তেমনি বিফল। কার তৈরি-করা বুলি পাখীর মতো আওড়ালুম, কোথায় পালোয়ানি করলুম, কি 'খেল্' দেখালুম, ক্রুদ্ধ কবির কাছে এ-সকল জিজ্ঞাসা অবান্তর। আমার ছেলেবেলাব কথা মনে পড়ে। খেলার মাঠে কেউ রব তুলে দিলেই হলো অমুক গু মাড়িয়েছে। আর রক্ষে নেই,—কোথায় মাড়ালুম, কে বললে, কে দেখেচে, ওটা গু নয়, গোবর—সমস্ত বৃথা। বাড়ি এসে মায়েরা না নাইয়ে, মাথায় গঙ্গাজলের ছিটে না দিয়ে আর ঘরে ঢুকতে দিতেন না। কারণ, ও যে গু মাড়িয়েছে! এও আমার সেই দশা।

'সাহিত্যের মাত্রা'ই বা কি, আর অন্য প্রবন্ধই বা কি, এ-কথা অস্বীকার করি নে যে, কবির এই ধরণের অধিকাংশ লেখাই বোঝবার মতো বুদ্ধি আমার নেই। তাঁর উপমা উদাহরণে আসে কল-কব্জা, আসে হাট-বাজার হাতী-ঘোড়া জন্তু-জানোয়ার—ভেবেই

পাই নে মানুষের সামাজিক সমস্যায় নর-নারীর পরস্পরের সম্বন্ধ বিচারে ওরা সব আসেই বা কেন এবং এসেই বা কি প্রমাণ করে? শুনতে বেশ লাগ-সই হ'লেই ত তা যুক্তি হয়ে ওঠে না।

একটা দৃষ্টান্ত দিই। কিছু দিন পূর্ব্বে হরিজনদের প্রতি অবিচারে ব্যথিত হয়ে তিনি প্রবর্ত্তক-সংঘের মতিবাবুকে একখানা চিঠি লিখেছিলেন। তাতে অনুযোগ করেছিলেন যে, ব্রাহ্মণীর পোষা বিড়ালটা এঁটো মুখে গিয়ে তাঁর কোলে বসে, তাতে শুচিতা নষ্ট হয় না—তিনি আপত্তি করেন না। খুব সম্ভব করেন না, কিন্তু তাতে হরিজনদের সুবিধা হলো কি? প্রমাণ করলে কি? বিড়ালের যুক্তিতে এ-কথা ত ব্রাহ্মণীকে বলা চলে না যে, যে-হেতু অতি-নিকৃষ্ট-জীব বেড়ালটা গিয়ে তোমার কোলে বসেছে, তুমি আপত্তি করো নি, অতএব, অতি-উৎকৃষ্ট-জীব আমিও গিয়ে তোমার কোলে বসবো, তুমি আপত্তি করতে পারবে না। বেড়াল কেন কোলে বসে, পিঁপড়ে কেন পাতে ওঠে, এ-সব তর্ক তুলে মানুষের সঙ্গে মানুষের ন্যায়-অন্যায়ের বিচার হয় না। এ-সব উপমা শুনতে ভালো, দেখতেও চকচক্ করে, কিন্তু যাচাই করলে দাম যা ধরা পড়ে, তা অকিঞ্চিৎকর। বিরাট ফ্যাক্টরির প্রভূত বস্ত্র-পিণ্ড উৎপাদনের অপকারিতা দেখিয়ে মোটা নভেলও অত্যন্ত ক্ষতিকর, এ-কথা প্রতিপন্ন হয় না।

আধুনিক কালের কল-কারখানাকে নানা কারণে অনেকেই আজকাল নিন্দে করেন, রবীন্দ্রনাথও করেছেন—তাতে দোষ নেই। বরঞ্চ, ওইটেই হয়েছে ফ্যাশান। এই বহু-নিন্দিত বস্তুটার সংস্পর্শে যে-মানুষগুলো ইচ্ছেয় বা অনিচ্ছেয় এসে পড়েছে, তাদের সুখ-দুঃখের কারণগুলোও হয়ে দাঁড়িয়েছে জটিল—জীবন-যাত্রার প্রণালীও গেছে বদলে, গাঁয়ের চাষাদের সঙ্গে তাদের হুবহু মেলে না। এ নিয়ে

আপশোষ করা যেতে পারে, কিন্তু তবু যদি কেউ এদেরই নানা বিচিত্র ঘটনা নিয়ে গল্প লেখে, তা সাহিত্য হবে না কেন? কবিও বলেন না যে হবে না! তাঁর আপত্তি শুধু সাহিত্যের মাত্রা লঙ্ঘনে। কিন্তু এই মাত্রা স্থির হবে কি দিয়ে? কলহ দিয়ে না কটু কথা দিয়ে? কবি বলেছেন—স্থির হবে সাহিত্যের চিরন্তন মূল নীতি দিয়ে। কিন্তু এই 'মূল নীতি' লেখকের বুদ্ধিব অভিজ্ঞতা ও স্বকীয় রসোপলব্ধির আদর্শ ছাড়া আর কোথাও আছে কি? চিরন্তনের দোহাই পাড়া যায় শুধু গায়ের জোরে আর কিছুতে নয়। ওটা মরীচিকা।

কবি বলচেন, "উপন্যাস-সাহিত্যেরও সেই দশা। মানুষের প্রাণের রূপ চিন্তার স্তূপে চাপা পড়েছে।" কিন্তু প্রত্যুত্তরে কেউ যদি বলে, "উপন্যাস-সাহিত্যের সে দশা নয়, মানুষের প্রাণের রূপ চিন্তার স্তূপে চাপা পড়ে নি, চিন্তার সূর্য্যালোকে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে" তাকে নিরস্ত করা যাবে কোন্ নজীর দিয়ে? এবং এরই সঙ্গে আর একটা বুলি আজকাল প্রায়ই শোনা যায়, তাতে রবীন্দ্রনাথও যোগান দিয়েছেন এই ব'লে যে, "যদি মানুষ গল্পের আসরে আসে, তবে সে গল্পই শুনতে চাইবে, যদি প্রকৃতিস্থ থাকে।" বচনটি স্বীকার ক'রে নিয়েও পাঠকেরা যদি বলে—হঁা, আমরা প্রকৃতিস্থই আছি, কিন্তু দিন-কাল বদলেছে এবং বয়েসও বেড়েচে; সুতরাং রাজপুত্র ও ব্যাঙ্গমা-ব্যাঙ্গমীর গল্পে আর আমাদের মন ভরবে না, তা হ'লে জবাবটা যে তাদের দুর্বিনীত হবে, এ আমি মনে করি নে। তারা অনায়াসে ব'লতে পারে, গল্পে চিন্তাশক্তির ছাপ থাকলেই তা পরিত্যজ্য হয় না কিম্বা বিশুদ্ধ গল্প লেখার জন্যে লেখকের চিন্তাশক্তি-বিসর্জ্জন দেবারও প্রয়োজন নেই।

কবি মহাভারত ও রামায়ণের উল্লেখ ক'রে ভীষ্ম ও রামের চরিত্র আলোচনা ক'রে দেখিয়েছেন, 'বুলির' খাতিরে ও-দুটো চরিত্রই মাটি হয়ে গেছে। এ নিয়ে আমি আলোচনা করবো না, কারণ, ও-দুটো গ্রন্থ শুধু কাব্যগ্রন্থই নয়, ধর্মপুস্তক ত বটেই, হয়ত বা ইতিহাসও বটে। ও দুটি চরিত্র কেবলমাত্র সাধারণ উপন্যাসের বানানো চরিত্র নাও হ'তে পারে, সুতরাং সাধারণ কাব্য-উপন্যাসের গজকাঠি নিয়ে মাপতে যেতে আমার বাধে।

চিঠিটায় ইন্‌টালেক্‌ট শব্দটার বহু প্রয়োগ আছে। মনে হয় যেন কবি বিদ্যে ও বুদ্ধি উভয় অর্থেই শব্দটার ব্যবহার করেছেন। প্রব্লেম শব্দটাও তেমনি। উপন্যাসে অনেক রকমের প্রব্লেম থাকে, ব্যক্তিগত, নীতিগত, সামাজিক, সাংসারিক, আর থাকে গল্পের নিজস্ব প্রব্লেম, সেটা প্লটের! এর গ্রন্থিই সবচেয়ে দুর্ভেদ্য। কুমারসম্ভবের প্রব্লেম, উত্তর কাণ্ডে রামভদ্রের প্রব্লেম, ডল্‌স হাউসের নোরার প্রব্লেম অথবা যোগাযোগের কুমুর প্রব্লেম একজাতীয় নয়। যোগাযোগ বইখানা যখন 'বিচিত্রা'য় চলছিল এবং অধ্যায়ের পর অধ্যায় কুমু যে হাঙ্গামা বাধিয়েছিল, আমি ত ভেবেই পেতুম না ঐ দুর্দ্ধর্ষ প্রবল-পরাক্রান্ত মধুসূদনের সঙ্গে তার টাগ্‌-অফ-ওয়ারের শেষ হবে কি ক'রে? কিন্তু কে জানতো সমস্যা এত সহজ ছিল—লেডি ডাক্তার মীমাংসা ক'রে দেবেন এক মুহূর্ত্তে এসে। আমাদের জলধর দাদাও প্রব্লেম দেখতে পারেন না, অত্যন্ত চটা। তাঁর একটা বইয়ে এমনি একটা লোক ভারি সমস্যার সৃষ্টি করেছিল, কিন্তু তার মীমাংসা হয়ে গেল অন্য উপায়ে। ফোঁস ক'রে একটা গোখরো সাপ বেরিয়ে তাকে কামড়ে দিলে। দাদাকে জিজ্ঞাসা করেছিলুম, এটা কি হ'ল? তিনি উত্তর দিয়েছিলেন, কেন, সাপে কি কাউকে কামড়ায় না?

পরিশেষে আর একটা কথা বলবার আছে। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, "ইবসেনের নাটকগুলি ত এক দিন কম আদর পায় নি, কিন্তু এখনি কি তার রঙ ফিকে হয়ে আসে নি, কিছু কাল পরে সে কি আর চোখে পড়বে?" না পড়তে পারে, কিন্তু তবুও এটা অনুমান, প্রমাণ নয়। পরে এক দিন এমনও হ'তে পারে, ইবসেনের পুরনো আদর আবার ফিরে আসবে। বর্ত্তমান কালই সাহিত্যের চরম হাইকোর্ট নয়।

[শ্রীঅবিনাশচন্দ্র ঘোষালকে লিখিত]

২৫ শ্রাবণ, ১৩৪১

কল্যাণীয়েষু,—'বাতায়নে'র প্রত্যেকটি সংখ্যাই আমি মনোযোগের সঙ্গে পড়েচি, আলস্যে বা উপেক্ষায় কোন দিন দূরে ঠেলে রাখি নি।

সকল বিষয়েই যে একমত হ'তে পেরেছি তা নয়, এর সমালোচনার ভাষা মাঝে মাঝে কঠোর ও সুতীক্ষ্ণ ঠেকেচে, কিন্তু অকারণ বিদ্বেষ বা ব্যক্তিগত ঈর্ষার আক্রমণে কোন আলোচনাই কোন দিন কলঙ্কিত হ'তে দেখেছি ব'লে আমার মনে পড়ে না। এটা আনন্দের কথা। কিন্তু যদি কখনো এমন ঘ'টেও থাকে, যা আমার চোখে পড়ে নি, তার সম্বন্ধে এই কথাই আজ বলবো যে, যা হয়ে গেছে সে যাক্, কিন্তু নূতন বৎসরের প্রারম্ভে তোমাদের সর্ব্বদাই মনে রাখা চাই যে, লেখায় অসহিষ্ণুতা যদি-বা সহা যায়, ক্রূরতা, নীচতা, অসত্য অপবাদে মানুষকে হীন প্রতিপন্ন করবার প্রয়াস দীর্ঘদিন পাঠক-সমাজ সইতে পারেন না, তাঁদের চোখে ধীরে ধীরে লেখক আপনিই হয়ে আসে ছোট, তার স্বরূপ ধরা পড়ে। তখন কাগজের মর্য্যাদা হয় নষ্ট, উদ্দেশ্য হয় শিথিল, আলোচনা হয় নিষ্ফল পণ্ডশ্রম,—সর্ব্বপ্রকারেই

তার কল্যাণের সামর্থ্য যায় ক্ষীণ হয়ে। এর চেয়ে অবনতি কাগজের আর নেই। কেবল অসত্য বা অন্যায়ের জন্যই নয়, নিশ্চয় জেনো, কুশ্রীতা কখনো দীর্ঘজীবী হয় না। ('বাতায়ন,' ২৫ শ্রাবণ ১৩৪১)

[শ্রীমতিলাল রায়কে লিখিত]

সামতাবেড়, পানিত্রাস, হাবড়া।
১৯শে আশ্বিন '৪০।

প্রিয়বরেষু,—শ্রীমতিবাবু, প্রথম দফা—একজন অকৃত্রিম বন্ধুর বিজয়ার সম্ভাষণ ও শুভকামনা জানবেন। যদিচ আমি চলি উত্তরে আপনি চলেন দক্ষিণে।

দ্বিতীয় দফা—আপনাদের মতো ধার্ম্মিক ব্যক্তিরাও যদি শয্যাগত হন আমরা কোন্ ভরসায় বেঁচে থাকবো বলুন ত? সুতরাং শয্যাগত হওয়া আপনাদের অবৈধ ওটা ত্যাগ করুন।

তৃতীয় দফা—প্রায় ইচ্ছে হয় একবার গিয়ে পড়ি কিন্তু অবিশ্রান্ত বৃষ্টি-বাদলে এ-দিকের পথঘাট এমন দুর্গম হয়েছে যে কিছুতে সাহস পাই নি।

চতুর্থ দফা—জ্বরে ভুগলুম দেড় মাস—লিভারঘটিত তার পরে চলেছে শ্রীঅর্শের ভয়ঙ্কর রক্তপাত। থামচে না হয়ত এই রবিবারে যাবো হাঁসপাতালে। যদি ফিরতে পারি আবার চিঠি দেবো নইলে —নমস্কার।

পঞ্চম দফা—পুস্তকাগারের তরফ থেকে আমন্ত্রণ করেছেন কিন্তু অসম্ভব যে!

ষষ্ঠ দফা—বলবার কথা বিস্তর জমা হয়ে উঠেচে। পরিশেষে ভগবৎস্থানে প্রার্থনা করি, আপনার চব্বিশ ঘণ্টা ব্যাপী নিদারুণ ক্রোধ

যেন অন্ততঃ তেইশ ঘণ্টায় দাঁড়ায়। ইতি—আপনাদের শ্রীশরৎ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। ('প্রবর্ত্তক,' চৈত্র ১৩৪৪)

২৭শে বৈশাখ ১৩৪১

শ্রদ্ধাস্পদেষু,—মতিবাবু, আপনার চিঠি পেলাম। কিন্তু এ এমন দেশ যে মাশুল পাঠালেও তার জবাব যায়গা নেই, অতএব টিকিট-গুলো নষ্ট না ক'রে ফিরে পাঠালাম।

আপনার সঙ্গে আমার না আছে দেখা-সাক্ষাৎ না আছে পত্র-ব্যবহার, তবু এ-কথা বাস্তবিকই সত্য যে আপনাকে আমি গভীর শ্রদ্ধা করি কর্ম্মী বোলে সত্যাশ্রয়ী সন্ন্যাসী বোলে। কেবল ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি যে হে ঈশ্বর, তুমি মতিবাবুর মেজাজটা একটু মোলায়েম ক'রে দাও। চব্বিশ ঘণ্টা চ'টে থাকাটা কমিয়ে তেইশ ঘণ্টা করো যে ঐ ফাঁকে আমরা সাধারণ মানুষ একটু মন খুলে তাঁর সঙ্গে কথা কয়ে বাঁচি।

আমার কলকাতার আড্ডাটার নির্ম্মাণকার্য্য প্রায় শেষ হয়ে এলো। জ্যৈষ্ঠ মাসে যাবো এবং কিছু কাল অর্থাৎ বর্ষার দিনগুলো নগরেই কাটাবো। সে সময়ে আশা আছে সর্ব্বদাই আপনার কাছে যেতে পারবো, এবং ইতিমধ্যে ভগবান যদি আমার প্রার্থনা মঞ্জুর করেন ত ঐ এক ঘণ্টা প্রত্যহ গল্প করবো। ধর্ম্মালোচনা নয় বুড়ো বয়সের হাসি-তামাসার কথা। তখন রাজি হবেন ত?

সে যাক্। কবে আমাকে যেতে হবে? যাবো কথা দিলুম। কেমন আছেন জিজ্ঞেসা করবো না কারণ সন্ন্যাসীর শারীরিক কুশলাদি প্রশ্ন অবান্তর। নিশ্চয় জানি ভগবান নিজের গরজে কাজের জন্যে যত দিন ভালো রাখা আবশ্যক মনে করবেন তত দিন রাখবেন তার পরে হিসেব দাখিল করতে ডেকে পাঠাবেন।

আমার নিজের খবরটা কিন্তু দিই। কারণ আমি ত আর সন্ন্যাসী নয়—ভালো-মন্দ আছেই। সেই দিক থেকে জানাই যে সম্প্রতি পা মচ্‌কে একটু লেঙচে চলচি। সঙ্গে সঙ্গে মালিশাদিও চল্‌চে,---আশা আছে এক দিন সোজা হয়ে হাঁটবোই। ইতি—আপনাদের শ্রীশরৎ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। ('প্রবর্ত্তক,' ফাল্গুন ১৩৪৪)

১৭ই আশ্বিন ১৩৪১

পরম শ্রদ্ধাস্পদ সম্পাদক মহাশয়,—একটা প্রশ্ন আছে। প্রশ্নটা সাহিত্য নিয়ে। আপনি বলতে পারেন, তবে খাঁটি সাহিত্যিকের কাছে না গিয়ে আমার কাছে কেন? তারও কারণ আছে। লোকে আপনাকে ঠিক কি ব'লে জানে জানি নে, কিন্তু আমি জানি আপনাকে সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয় সাধু মানুষ ব'লে। কর্ম্ম নেই, অথচ, কর্ম্মকে আপনি ত্যাগ করেন নি। এ-ও তেমনি। সেই কর্ম্মহীন কর্ম্মই আপনার প্রবর্ত্তকের সম্পাদনা। তাই, বহু বিভিন্ন বিষয়ে বহু লেখাই আপনাকে লিখতে হয়, দেখি, বহু চিন্তা আপনার মনের মধ্যে আসে আর যায়,—চলার পথ তাদের অবারিত কিন্তু পথ জুড়ে অন্য পথচারীর পথ আগলানোর অধিকার তাদের নেই।

প্রবর্ত্তকের সম্পাদনায় কেবলমাত্র যদি কাব্য এবং গল্প-উপন্যাস নিয়ে থাকতেন, সাহিত্যঘটিত প্রশ্ন হ'লেও এ জিজ্ঞাসা আপনাকে করতাম না। যদি নিজের কাগজের মারফতে একটা উত্তর দেন অত্যন্ত সুখী হবো। এ বিশ্বাস আছে উত্তর দিলে সত্য উত্তরই পাবো, ফাঁকির কারবার আপনার নেই।

আচার্য্যগণ বলেন, কলা-সাধনার মূল সূত্র হলো সত্য, শিব এবং সুন্দর। অর্থাৎ, সাধনা হয় যেন সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত, সুন্দরের

উপর প্রতিষ্ঠিত এবং তার ফল যেন হয় কল্যাণময়। যাঁরা বিজ্ঞানের সাধক (তত্ত্বজ্ঞান বলচি নে,—বলচি সাধারণ সাংসারিক অর্থে) অর্থাৎ, বৈজ্ঞানিক যাঁরা তাঁদের একমাত্র মন্ত্র হলো সত্য। সাধনার ফল সুন্দর-অসুন্দর, কল্যাণ-অকল্যাণকর—কোনটাতেই তাঁদের গরজ নেই। হয় ভালোই, না হ'লেও অপরাধ নেই।

অথচ, সাহিত্য-সেবায় বহু দিন ব্রতী থেকে নিরন্তর অনুভব করি এখানে সত্য এবং সুন্দরে বাধে পদে-পদে বিরোধ। জগতে যা ঘটনায় সত্য সাহিত্যে হয়ত সে সুন্দর নয়, এবং যা সুন্দর সে হয়ত সাহিত্যে একেবারে মিথ্যা। যাকে সত্য ব'লে জানি তাকে মূর্ত্তি দিতে গিয়ে দেখি সে হয়ে ওঠে বীভৎস কদাকার, আবার অসত্যকে বর্জ্জন ক'রেও পাই নে সুন্দরের রূপ। তেমনি মঙ্গল-অমঙ্গলও। সাহিত্যে এ-প্রশ্ন অবাস্তব স্বীকার না ক'রেও ত পারি নে।

জিজ্ঞাসা করি সত্য যদি হয় সুন্দরের পরিপন্থী, কল্যাণ অকল্যাণ হয় গৌণ, সাহিত্য সাধনায় এ সমস্যার মীমাংসা কোন্ পথে? ইতি—ভবদীয় শ্রীশরৎ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। ('প্রবর্ত্তক,' ফাল্গুন ১৩৪৪)

[শ্রীপশুপতি চট্টোপাধ্যায়কে লিখিত]

তোমার প্রশ্ন—আমি নাটক লিখি না কেন? বোধ করি, তোমার এ জিজ্ঞাসা মনে এসেছে দুটো কারণে। প্রথম, নাট্যকার এবং অন্যান্য গ্রন্থকারের রচিত উপন্যাসের নাট্যরূপদাতা শ্রীযুক্ত যোগেশ চৌধুরী সম্প্রতি 'বাতায়নে' বাংলা নাটক সম্বন্ধে যে-মন্তব্য প্রকাশ করেছেন, তাকে তুমি সম্পূর্ণ স্বীকার ক'রে নিতে পারো নি এবং দ্বিতীয় হচ্ছে, তোমরা নিরন্তর যে-সমস্ত নাটকের অভিনয় দেখে থাকো, তাদের ভাব ভাষা, চরিত্রগঠন ইত্যাদি বিচার ক'রে দেখবার

পর তোমাদের মনে এই কথা জেগেছে যে, শরৎ চন্দ্র নাটক লিখলে হয়ত রঙ্গমঞ্চের চেহারার একটু পরিবর্ত্তন হ'তে পারে।

তোমার প্রশ্নের উত্তরে আমার প্রথম কথা এই যে, আমি নাটক লিখি না, তার কারণ হচ্ছে আমার অক্ষমতা। দ্বিতীয়, এই অক্ষমতাকে অস্বীকার ক'রে যদিই বা নাটক লিখি, তা হ'লেও আমার মজুরি পোষাবে না। মনে কোরো না কথাটা টাকার দিক্ থেকেই শুধু বলচি। সংসারে ওটার প্রয়োজন, কিন্তু একমাত্র প্রয়োজন নয়, এ সত্য এক দিনও ভুলি নে। উপন্যাস লিখলে মাসিক-পত্রের সম্পাদক সাগ্রহে তা নিয়ে যাবেন, উপন্যাস ছাপাবার জন্যে পাব্লিশারের অভাব হবে না, অন্ততঃ হয় নি এত দিন এবং সেই উপন্যাস পড়বার লোকও পেয়ে এসেছি। গল্প লেখার ধারাটা আমি জানি। অন্ততঃ, শিখিয়ে দিন ব'লে কারও দ্বারস্থ হবার দুর্গতি আমার আজও ঘটে নি। কিন্তু নাটক? রঙ্গমঞ্চের কর্ত্তৃপক্ষই হচ্ছেন এর চরম হাইকোর্ট। মাথা নেড়ে যদি বলেন, এ যায়গাটায় আক্‌শন (action) কম,—দর্শকে নেবে না, কিম্বা এ বই অচল, ত তাকে সচল করাব কোন উপায় নেই। তাঁদের রায়ই এ-সম্বন্ধে শেষ কথা। কারণ, তাঁরা বিশেষজ্ঞ। টাকা-দেনে-ওয়ালা দর্শকের নাড়ী-নক্ষত্র তাঁদের জানা। সুতরাং এ-বিপদের মধ্যে খামোকা ঢুকে পড়তে মন আমার দ্বিধা বোধ করে।

নাটক হয়ত আমি লিখতে পারি। কারণ, নাটকের যা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বস্তু—যা ভালো না হ'লে নাটকের প্রতিপাদ্য কিছুতেই দর্শকের অন্তরে গিয়ে পৌছয় না—সেই ডায়ালোগ লেখার অভ্যাস আমার আছে। কথাকে কেমন ভাবে বলতে হয়, কত সোজা ক'রে বললে তা মনের ওপর গভীর হয়ে বসে, সে-কৌশল জানি নে, তা নয়।

এ ছাড়া চরিত্র বা ঘটনা সৃষ্টির কথা যদি বল, তাও পারি ব'লেই বিশ্বাস করি। নাটকে ঘটনা বা সিচুয়েশান সৃষ্টি করতে হয় চরিত্র-সৃষ্টির জন্যেই। চরিত্র-সৃষ্টি দু রকমের হ'তে পারে :— এক হচ্ছে, প্রকাশ অর্থাৎ পাত্রপাত্রী যা, তাই ঘটনা-পরম্পরার সাহায্যে দর্শকের চোখের সুমুখে প্রকাশিত করা। আর দ্বিতীয় হচ্ছে—চরিত্রের বিকাশ অর্থাৎ ঘটনা-পরম্পরার মধ্যে দিয়ে তার জীবনের পরিবর্ত্তন দেখানো। সে ভালোর দিকেও হ'তে পারে, মন্দর দিকেও যেতে পারে। ধরো, একজন হয়ত বিশ বচ্ছর আগে উইল্সনের হোটেলে খেত, মিথ্যা কথা বলত এবং আরও অন্যান্য অকাজ করত। আজ সে ধার্ম্মিক বৈষ্ণব—বঙ্কিমচন্দ্রের কথায় —পাতে মাছের ঝোল পড়লে হাত দিয়ে মুছে ফেলে দেয়। তবু এ হয়ত তার ভণ্ডামি নয়, সত্যিকারের আন্তরিক পরিবর্ত্তন। হয়ত অনেকগুলো ঘটনার আবর্ত্তে প'ড়ে, পাঁচটা ভালো লোকের সংস্পর্শে এসে তাদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে আজ সে সত্যি ক'রে বদলে গেছে। সুতরাং বিশ বচ্ছর আগে সে যা ছিল, তাও সত্যি এবং আজ সে যা হয়েছে, তাও সত্যি। কিন্তু যা-তা ক'লে ত হবে না,—বইয়ের মধ্যে দিয়ে লেখার মধ্যে দিয়ে পাঠক বা দর্শকের কাছে তাকে সত্য ক'রে তুলতে হবে। এমন যেন না তাঁদের মনে হয়, লেখার মধ্যে এ পরিবর্ত্তনের হেতু খুঁজে মেলে না। কাজটা শক্ত। আর একটা কথা—উপন্যাসের মত নাটকের elasticity নেই, নাটককে একটা নির্দ্দিষ্ট সময়ের বেশি এগুতে দেওয়া চলে না। ঘটনার পর ঘটনা সাজিয়ে নাটককে দৃশ্যে বা অঙ্কে ভাগ করা,—তাও হয়ত চেষ্টা করলে দুঃসাধ্য হবে না। কিন্তু ভাবি, ক'রে কি হবে? নাটক যে লিখব, তা অভিনয় করবে কে? শিক্ষিত বোঝদার অভিনেতা অভিনেত্রী কৈ? নাটকের হিরোইন সাজবে, এমন একটিও অভিনেত্রী ত নজরে প'ড়ে না। এমনিধারা

নানা কারণে সাহিত্যের এই দিক্‌টায় পা বাড়াতে ইচ্ছে করে না। আশা করি এক দিন বর্ত্তমান রঙ্গালয়ের এই অভাবটা ঘুচবে, কিন্তু আমরা তা হয়ত চোখে দেখে যেতে পারবো না। অবশ্য সত্যিকারের তাগিদ যদি আসে, কখনো হয়ত লিখতেও পারি। কিন্তু আশা বড় করি নে। ('নাচঘর,' ২৫ আশ্বিন ১৩৪১)

[জাহান-আরা চৌধুরীকে লিখিত]

১২ই মাঘ ১৩৪২

কল্যাণীয় জাহান-আরা,—তোমার বার্ষিক পত্রিকায় সামান্য কিছু একটা লিখে দিতে অনুরোধ করেছো। আমার বর্ত্তমান অসুস্থতার মধ্যে হয়ত সামান্যই একটু লেখা চলে। ভাবছিলাম, সাহিত্যের ধর্ম্ম, রূপ, গঠন, সীমানা, এর তত্ত্ব প্রভৃতি নিয়ে মাঝে মাঝে অল্প-বিস্তর আলোচনা হয়ে গেছে, কিন্তু এর আর একটা দিকের কথা প্রকাশ্যে আজও কেউ বলেন নি। সে এর প্রয়োজনের দিক্,—এর কল্যাণ করার শক্তির সম্বন্ধে। এ-কথা বোধ করি বহু লোকেই স্বীকার করবেন যে সাহিত্য-রসের মধ্যে দিয়ে পাঠকের চিত্তে যেমন সুবিমল আনন্দের সৃষ্টি করে, তেমনি পারে করতে মানুষের বহু অন্তর্নিহিত কুসংস্কারের মূলে আঘাত। এরই ফলে মানুষ হয় বড়, তার দৃষ্টি হয় উদার, তার সহিষ্ণু ক্ষমাশীল মন সাহিত্য-রসের নূতন সম্পদে ঐশ্বর্য্যবান্ হয়ে ওঠে।

বাংলা দেশের একটা বড় সমাজের মধ্যে এর ব্যতিক্রম দেখা যাচ্ছে। সাহিত্য-সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে এখানে ক্ষোভ ও বেদনা উত্তরোত্তর যেন বেড়ে উঠচে ব'লেই মনে হয়। আমি তোমাদের মুসলমান-সমাজের কথাই বলছি। রাগের উপর কেউ কেউ ভাষাটাকে বিকৃত ক'রে তুলতেও যেন পরাঙ্মুখ নন, এমনি চোখে ঠেকে। অজুহাত

তাঁদের নেই তা নয়, কিন্তু রাগ পড়লে এক দিন নিজেরাই দেখতে পাবেন, অজুহাতের বেশিও সে নয়। যে কারণেই হোক, এত দিন বাংলা দেশের হিন্দুরাই শুধু সাহিত্য-চর্চ্চা ক'রে এসেছেন। মুসলমান-সমাজ দীর্ঘকাল এদিকে উদাসীন ছিলেন। কিন্তু সাধনার ফল ত একটা আছেই, তাই, বাণী-দেবতা বর দিয়ে এসেছেনও এঁদেরকে। মুষ্টিমেয় সাহিত্য-রসিক মুসলমান সাধকের কথা আমি ভুলি নি, কিন্তু কোন দিনই সে বিস্তৃত হ'তে পারে নি। তাই, ক্রোধের বশে তোমাদের কেউ-কেউ নাম দিয়েছেন এর হিন্দু-সাহিত্য। কিন্তু আক্ষেপের প্রকাশ ত যুক্তি নয়।

যদিচ, বলা চলে সাহিত্যিকদের মধ্যে কয় জন তাঁদের রচনায় মুসলমান-চরিত্র এঁকেছেন, ক'টা যায়গায় এত বড় বিরাট্ সমাজের সুখ-দুঃখের বিবরণ বিবৃত করেছেন। কেমন ক'রে তাঁদের সহানুভূতি পাবেন, কিসে তাঁদের হৃদয় স্পর্শ করবে! স্পর্শ করে নি তা জানি, বরঞ্চ উল্টোটাই দেখা যায়। ফলে ক্ষতি যা হয়েছে তা কম নয়, এবং আজ এর একটা প্রতিকারের পথও খুঁজে দেখতে হবে।

কিছু কাল পূর্ব্বে আমার একটি নবীন মুসলমান বন্ধু এই আক্ষেপ আমার কাছে করেছিলেন। নিজে তিনি সাহিত্যসেবী, পণ্ডিত অধ্যাপক, সাম্প্রদায়িক মালিন্য আজও তাঁর হৃদয়কে মলিন, দৃষ্টিকে আবিল করে নি। বললেন, হিন্দু ও মুসলমান এই দুই বৃহৎ জাতি, এক-ই দেশে, এক-ই আবহাওয়ার মধ্যে পাশাপাশি প্রতিবেশীর মতো বাস করে, এক-ই ভাষা জন্মকাল থেকে বলে, তবুও এম্নি বিচ্ছিন্ন, এম্নি পর হয়ে আছে যে ভাবলেও বিস্ময় লাগে। সংসার ও জীবনধারণের প্রয়োজনে বাইরের দেনা-পাওনা একটা আছে, কিন্তু অন্তরের দেনা-পাওনা একেবারে নেই বললেও মিথ্যে বলা হয় না। কেন এমন

হয়েছে, এ গবেষণার প্রয়োজন নেই, কিন্তু আজ এই বিচ্ছেদের অবসান, এই দুঃখময় ব্যবধান ঘুচোতেই হবে। না হ'লে কারও মঙ্গল নেই।

বললাম এ কথা মানি, কিন্তু এই দুঃসাধ্য সাধনের উপায় কি স্থির করেছো?

তিনি বললেন, উপায় হচ্চে একমাত্র সাহিত্য। আপনারা আমাদের টেনে নিন। স্নেহের সঙ্গে সহানুভূতির সঙ্গে আমাদের কথা বলুন। নিছক হিন্দুর জন্যেই হিন্দু-সাহিত্য রচনা করবেন না। মুসলমান-পাঠকের কথাও একটুখানি মনে রাখবেন। দেখবেন, বাইরের বিভেদ যত বড়ই দেখাক, তবু এক-ই আনন্দ এক-ই বেদনা উভয়ের শিরার রক্তেই বয়।

বললাম এ-কথা আমি জানি। কিন্তু অনুরাগের সঙ্গে বিরাগ, প্রশংসার সঙ্গে তিরস্কার, ভালো কথার সঙ্গে মন্দ কথাও যে গল্প-সাহিত্যের অপরিহার্য্য অঙ্গ। কিন্তু এ-তো তোমরা না করবে বিচার, না করবে ক্ষমা। হয়ত এমন দণ্ডের ব্যবস্থা করবে যা ভাবলেও শরীর শিউরে ওঠে। তার চেয়ে যা আছে সেই ত নিরাপদ।

তার পরে দু-জনেই ক্ষণকাল চুপ ক'রে রইলাম। শেষে বললাম, তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ হয়ত বলবে, আমরা ভীতু, তোমরা বীর, তোমরা হিন্দুর কলম থেকে নিন্দা বরদাস্ত করো না এবং প্রতিশোধ যা নাও তাও চূড়ান্ত। এ-ও মানি, এবং তোমাদের বীর বলতেও ব্যক্তিগত ভাবে আমার আপত্তি নেই। তোমাদের সম্বন্ধে আমাদের ভয় ও সঙ্কোচ সত্যিই যথেষ্ট। কিন্তু এ-ও বলি এই বীরত্বের ধারণা তোমাদের যদি কখনও বদলায় তখন দেখবে তোমরাই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছো সবচেয়ে বেশি।

তরুণ বন্ধুর মুখ বিষণ্ণ হয়ে এলো, বললেন এমনি non-co-operationই কি তবে চিরদিন চলবে?

বললাম, না চিরদিন চলবে না ; কারণ, সাহিত্যের সেবক যাঁরা তাঁদের জাতি, সম্প্রদায় আলাদা নয়, মূলে,—অন্তরে তাঁরা এক। সেই সত্যকে উপলব্ধি ক'রে এই অবাঞ্ছিত সাময়িক ব্যবধান আজ তোমাদেরই ঘুচোতে হবে।

বন্ধু বললেন, এখন থেকে সেই চেষ্টাই করবো।

বললাম, করো। তোমার চেষ্টার পরে জগদীশ্বরের আশীর্ব্বাদ প্রতি দিন অনুভব করবে।—শুভাকাঙ্ক্ষী শ্রীশরৎ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। ('বর্ষবাণী,' ৩য় বর্ষ, ১৩৩২)

[কাজী আবদুল ওদুদকে লিখিত]

২০-৩-১৮

বাজে শিবপুর। শিবপুর (হাওড়া)

সবিনয় নিবেদন,—দিন দুই হইল আপনাব পত্র এবং 'মীর পরিবার' পাইয়াছি। শেষ গল্পটা (হামিদ) ছাড়া আর তিনটি গল্পই পড়িয়াছি। আজকালকার দিনে গল্প পড়িয়া আনন্দ পাওয়া এবং সুখ্যাতি করিতে পারা দুইই যেন কঠিন ব্যাপার হইয়া উঠিয়াছে। বই উপহার পাইয়া গ্রন্থকারকে দুটা ভাল কথা বলিতে, সর্ব্বান্তঃকরণে উৎসাহ দিতে পারি না বলিয়া আমি অতিশয় কুণ্ঠিত হইয়া থাকি। আপনি সেই সুযোগ আমাকে দিয়াছেন বলিয়া আপনাকে ধন্যবাদ জানাইতেছি। সত্যই আমি ভারি খুশী হইয়াছি। এই আপনার প্রথম চেষ্টা হইলে ভবিষ্যতে যে আপনার কাছে অনেক বেশি আশা করা যায় তাহা বলাই বাহুল্য।

আপনার রচনার মধ্যে যে উর্দ্দু কথা ব্যবহার করিয়াছেন সে ভালই হইয়াছে। তা না হইলে মুসলমান পাঠক-পাঠিকা কখনই

ইহাকে নিজেদের মাতৃভাষা বলিয়া অসঙ্কোচে গ্রহণ করিতে পারিত না। তাহাদের কেবলই মনে হইত ইহা হিন্দুদের ভাষা আমাদের নয়। এই পাশাপাশি দুই জাতির মধ্যে সাহিত্যের সংযোগ সাধনের বোধ করি ইহাই সবচেয়ে ভাল উপায়। অবশ্য সকল সাহিত্যিকই এই মতের সপক্ষে নয়, কিন্তু, আমি নিজে এইরূপ রচনারই পক্ষপাতী।

তবে, একটি কথা আপনাকে স্মরণ করাইয়া দেওয়া প্রয়োজন মনে করি। আমি অনেক দিন এই ব্যবসা করিতেছি, হয়ত যৎকিঞ্চিৎ অভিজ্ঞতাও সঞ্চয় করিয়াছি,—আশা করি, অযাচিত উপদেশ দিতেছি মনে করিয়া ক্ষুব্ধ হইবেন না। কথাটা এই যে, সকল জাতির মধ্যেই ভাল-মন্দ লোক আছে। হিন্দুর মধ্যেও আছে, মুসলমানের মধ্যেও আছে। এই সত্যটি বিস্মৃত হইবেন না। আর একটি কথা মনে রাখিবেন যে, গ্রন্থকার কোন বিশেষ জাতি, সম্প্রদায় বা ধর্মের লোক নয়। সে হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান, ইহুদি—সমস্তই।—ভবদীয় শ্রীশরৎ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

[শ্রীউমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে লিখিত]

সামতা-বেড়, পানিত্রাস পোষ্ট

জেলা হাবড়া। ২৫ শে আষাঢ় ১৩৩৩।

পরম কল্যাণীয়েষু,—উমাপ্রসাদ, পরশু তোমার চিঠি পেলাম। আমার যথার্থই ভারি ইচ্ছে তুমি চিরদিনের মত এবারও এবং শুধু এবার নয়, সমস্ত ভবিষ্যতেই সকলের আগে আগে চল। পড়াশুনা যে ভাল হয় নি সে আমি জানি, তবু আশা যে কেউ তোমাকে সহজে পেছিয়ে রেখে যেতে পারবে না।

আমি কলকাতায় তার পরে আর যাই নি। এদিকে ছোট্ট পরিসরের মধ্যে যেমন ভাবে হোক্ দিন কাটে, কিন্তু একবার সহরের মুখ দেখে এসে সামলাতে যায় ৫।৭ দিন।

তার মাঝে বৃষ্টি বাদল, কাদায় পথ চলা কঠিন,—সে শক্তিও নেই, উদ্যমও নেই। কিছু দিন পূর্ব্বে অন্ধকার রাতে দুটো সিঁড়িকে একটা সিঁড়ি ভেবে নামলে যা হয় তাই হয়েছিল। অবশ্য বাইরে তার প্রকাশ নেই, কিন্তু পিঠ আর কোমরের ব্যথা আজও সম্পূর্ণ মিলোয় নি।

একজামিনটা মন দিয়ে দেওয়াই চাই। কুমুদ বাবুর সঙ্গে দেখা হ'লে বোলো তাঁর পত্র পেয়েছি। প্রবন্ধ যে কি হ'ল আমার কোন ধারণাই নেই। সম্ভবতঃ, হারিয়েছে।

তোমার বইটা আছে। শেষের chapter ক'টা দেখে রেখেচি। কিন্তু তার আগে পরীক্ষা শেষ হোক্।

সবাই বলে আমাকে লিখতে। কিন্তু কি যে লিখি ঠাউরে পাই নে; সবই অর্থহীন এবং অপ্রয়োজনীয় মনে হয়। আরও পাঁচ জন গ্রন্থকারের মত নিজের মনটাকে যদি সাবেক দিনের সেই পুরানো "সাহিত্য-সেবা"র ভিতরে আর একবার টেনে নিয়ে যেতে পারতাম ত হয়ত আরও কত-কি বিন্দুর-ছেলে চরিত্রহীন লিখে দিয়ে যেতে পারতাম। কিন্তু সে যে এ জীবনে আর ফিরবে এ ভরসা ত হয় না। কেবলই ভাবি কি হবে লিখে? লোক আনন্দ পায়? না-ই পেলে আনন্দ। পাবার অধিকার আগে অর্জ্জন করুক তার পরে অনেক লোক জন্মাবে বিন্দুর ছেলে রামের সুমতি লিখে স্তূপাকার করবার।

নির্ম্মল কি এখনো ভবানীপুরে আছেন? হাত-দেখা শেখবার বড় ইচ্ছে হয়েছে।

আমার স্নেহাশীর্ব্বাদ জেনো। ইতি শ্রীশরৎ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

সাঁওতা-বেড়। পানিত্রাস পোষ্ট,
জেলা হাবড়া। ১২ই শ্রাবণ ১৩৩৩।

পরম কল্যাণীয়েষু,—উমাপ্রসাদ, কাল তোমার চিঠি পেলাম। পূর্ব্বেও একখানা পেয়েছিলাম, কিন্তু যথা রীতি জবাব দিতে পারি নি।

এইমাত্র একজন নৌকোর মাঝির চিকিৎসা ক'রে এলাম। সর্ব্বাঙ্গে tincture Iodine মাখিয়ে arnica খাবার ব্যবস্থা ক'রে, তাপ সেকের বন্দোবস্ত ক'রে দিয়ে ফিরেছি। কাল রাত্রে তার নৌকো ডুবে, তার ওপর দিয়ে নৌকো ভেসে গিয়েছিল।

যাক্, একটা ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হওয়া গেছে। এ বাড়ী রূপনারাণকে উৎসর্গ ক'রে দিয়ে বেঁচেছি। বান ও বন্যায় ঐ নদী যে কি ভীষণ হ'তে পারে এবারে ভাল ক'রে দেখ্‌লাম। যে নদীর ধারের বাঁধ দিয়ে তোমরা আমাদের এখানে আস্‌তে সে নেই। বোধ হয় আজকের জোয়ারেই নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। তার পরে জল আর জল! বাঙলা দেশের ষড়ঋতুর অর্থ যে সত্য সত্যই কি বস্তু তা এখানে বছর খানেক না থাক্‌লে বোধ করি জানাই যায় না। এও একটা পরম লাভ।

তার সম্বন্ধে কৌতূহল আছে বই কি, তবে জানি ঠিক হাতেই আছে। উপায় যদি থাকে ত হবেই,—তার জন্যে আমাকে মাথা ঘামাতে হবে না। তবে শেষে যা হবে সে তো জানাই আছে। দিন দশ পনেরো বান আর জোয়ার, এখানে মাটি দেওয়া আর ওখানে গর্ত্ত বোজানো এই নিয়েই কেটে যাচ্ছে। আমার যাওয়া যে শীঘ্র হবে আশা হয় না।

Fountain penটা পড়েই আছে। সেই torch lightটাও ভেঙেছে।

তোমার B. L. পাসের কি result বেরিয়েছে? আমার আশীর্ব্বাদ জেনো। দেহ নিতান্ত মন্দ নেই।—শ্রীশরৎ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

সামতা বেড়, পানিত্রাস পোষ্ট,
হাবড়া জেলা। ১৮ই আশ্বিন '৩৩।

পরম কল্যাণবরেষু,—বিজু বহু দিন তোমার চিঠিপত্র পাই নি। কোথায় যে আছো তাও ঠিক জানি নে। আমার শরীর আগেকার চেয়ে অনেক ভালো। দুটো এমেটিন্ ইন্‌জেক্‌শনের বোধ করি ফল হয়েছে ঝর্ ঝর্ ক'রে রক্ত পড়াটা একেবারে বন্ধ আছে। স্যানাটোজেন, ডিম, বাতাপি নেবু—এই সব নিয়মিত খাবার ফলে মাথার খালি-খালি ভাব্‌টাও কমেছে। কিন্তু বাহিরের চেহারাটা শীর্ণ, শীর্ণতর হয়েই আস্‌ছে। আস্‌বেও। ভারত লক্ষ্মী অর্থাৎ নূতন একখানা মাসিকের সম্পাদক হ'তে রাজী হয়েছি, অন্ততঃ, শেষ পর্য্যন্ত হ'তে হবে। আজ একখানা চিঠি লিখে দিলাম, যদি সে সর্ত্তে তাঁরা সম্মত হন ত সম্পাদকের ভার নিতে পারি। তার কারণ, সংসারে বহু লোকেরই যা হয় আমারও তাই হয়েছে, অর্থাৎ, সংসারে বুদ্ধিমান এবং নির্বোধ আছে এবং এক পক্ষের জয় হয়। বেশি টাকা না হলেও ৫।৬ হাজার টাকার দায়ী হয়েছি। ভেবেছি এইটে শোধ কোরব ভারত-লক্ষ্মীতে যোগ দিয়ে। তাঁরা আমাকে সিকি অংশ দেবেন। এবার কিন্তু সংসারী বুদ্ধিমান লোকেরা যেরূপ আচরণ করে আমিও তাই কোরব। অর্থাৎ ঠক্‌বো না। পূজোর পরেই সব detail গুলো স্থির হবে। কিন্তু ইতিমধ্যে সাহিত্যিক পরিচিত অপরিচিতের অনেকেই লিখ্‌চেন তাঁদের রচনা নিয়ে আগাম টাকা যেন পাঠিয়ে দিই। হায় রে,—এ শক্তি যদি থাক্‌তো। কিন্তু এই শক্তিটারই আমার বড় প্রয়োজন।...

অনেক দিন তোমাকে দেখি নি। তোমাদের অসুখ বিসুখ যদি আরাম হয়ে থাকে ত এবার চলে এসো না? আমার স্নেহাশীর্ব্বাদ জেনো।—দাদা।

২৪ আশ্বিনী দত্ত রোড, কালীঘাট
কলিকাতা ১২ ই কার্তিক ১৩৪৩।

কল্যাণীয়েষু,—বিজু, কাল বাড়ী থেকে এখানে এসে তোমার চিঠি পেলাম। তাড়াতাড়ি ফিরে আসতে হলো তার কারণ বড়-বো নিওমোনিয়ায় শয্যাগত হয়েছেন সেখানে খবর গিয়ে পৌঁছলো। তবে বাড়াবাড়ি ব্যাপার নয়,—আশা হয় শীঘ্রই সেরে উঠবেন। নইলে গরিব মানুষ, কলকাতার চিকিৎসার বিরাট ব্যয়ভার বইতে পারব না।

আমার একষট্টি বছরের প্রারম্ভকে কবি আশীর্ব্বাদ করেছেন। অকৃপণ ভাষায়, মন খুলে মঙ্গল কামনা করেছেন। আনন্দবাজার পত্রিকায় যেটুকু প্রকাশিত হয়েছিল সেটা তোমাকে পাঠালাম। তাঁর নিজের হাতের লেখাটি আমাকে দিয়েছেন, তুমি এলে তাঁর অন্যান্য পত্রের মতো এখানিও তোমাকে রাখতে দেবো। তখন কিন্তু এই পত্রাংশটুকু আমাকে ফিরিয়ে দিও। আমি ভাল নই বটে, তবে পূর্ব্বের চেয়ে অনেক সেরে গেছি। জ্বরটা গেছে। তুমি আমার আশীর্ব্বাদ নিও এবং দাদারা যদি কেউ থাকেন আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা দিও।—শুভার্থী শ্রীশরৎ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

[রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে লিখিত]

বাজে শিবপুর, শিবপুর,
২৯শে পৌষ ১৩২৪।

শ্রীচরণেষু,—আজ আমরা আপনার কাছে যাইতেছিলাম। কিন্তু, পথে শ্রীযুক্ত প্রমথবাবুর কাছে টেলিফোঁ করিয়া শুনিলাম আপনি বোলপুরে। মাঘোৎসবের সময় হয়ত আসিবেন, কিন্তু, তখন দেখা করা শক্ত।

আমাদের পাড়ায় একটি ছোটখাটো সাহিত্যসভা আছে। দু'এক

মাস অন্তর কাহারো বাটীতে তাহার অধিবেশন হয়। নিতান্তই নগণ্য ক্ষুদ্র ব্যাপার। তবুও গতবারে আমরা প্রমথবাবুকে ধরিয়াছিলাম, তিনি দয়া করিয়া সভাপতি হইয়াছিলেন।

কয়েক দিন হইতে আমরা ক্রমাগত তর্কাতর্কি করিয়াও মীমাংসা করিতে পারিতেছি না এ সভায় আপনার পায়ের ধুলা পড়ার কিছুমাত্র সম্ভাবনা আছে কি না।

এবার যখন বাড়ী আসিবেন, যদি অনুমতি দেন, আমরা গিয়া আপনার কাছে আবেদন করি।—সেবক শ্রীশরৎ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

বাজে শিবপুর। হাবড়া।
২৬শে বৈশাখ ১৩২৯।

শ্রীচরণেষু,—ছেলেদের মুখে মুখে শুনিতে পাইয়াছিলাম যে আপনি আমার প্রতি অতিশয় অসন্তুষ্ট হইয়াছেন। উত্তেজনার সময় রাগের মুখে হয়ত আপনার সম্বন্ধে মিথ্যা কিছু বলিয়া থাকিব, কিন্তু যে ব্যক্তি ইহার সত্যাসত্য আপনার কাছে যাচাই করিতে গিয়াছিলেন তিনিও অপরাধ কম করেন নাই। ইংলণ্ডের ব্যবহারে আপনি ক্ষুব্ধ হইয়াছেন এবং সমস্তই ওই পঞ্জাব চিঠিখানার জন্য, ওটা না লিখিলে এ সকল কিছুই হইতে পারিত না,—এই কথাগুলা আমি যে ঠিক কি ভাবে তখন বলিয়াছিলাম আমার মনে নাই; বানাইয়া মিথ্যা কথা আমি সচরাচর বলি না, কিন্তু বলা একেবারেই যে অসম্ভব তাহাও নয়। অন্ততঃ, এ সব নিশ্চয়ই বলিয়াছি যে এবার বিলাত হইতে ফিরিয়া আপনি অনেক বদলাইয়া গিয়াছেন, এবং বাঙ্‌লা দেশের লোকের প্রতি আপনার পূর্ব্বের সে স্নেহ মমতা আর নাই। চরকা, ননকোঅপারেশন প্রভৃতির উপর আপনার কোন আস্থা বা বিশ্বাস নাই, ইত্যাদি ইত্যাদি

আপনার নিকট হইতে এক দিন আমি রাগ করিয়াই চলিয়া আসিয়াছিলাম। তাহার পরেই হয়ত কতকগুলা মিথ্যা কথা প্রচার করিয়া থাকিব। হয়ত আমার মনের মধ্যে এ ভাব ছিল যে লোকে ভুল বুঝে ত বুঝুক।

আপনার কাছে আমি অত্যন্ত অপরাধ করিয়াছি, কিন্তু এই প্রথম বলিয়া আমাকে মার্জ্জনা করিবেন। আপনি ছাড়া আর কোন বড়-লোকের বাড়ীতে আমি ইচ্ছা করিয়া কোনদিন যাই না, আমার সে পথটাও নিজের দোষে বন্ধ হইয়াছে মনে হইলে ভারি দুঃখ হয়।

আপনার অনেক শিষ্যের মধ্যে আমিও একজন; তাহাদের মত এত কাল আমিও কখনো আপনার নিন্দা করিতে যাই নাই, কিন্তু এবার কেন যে আমার এরূপ দুর্বুদ্ধি হইল জানি না।

আমার প্রণাম গ্রহণ করিবেন। ইতি।—সেবক শ্রীশরৎ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

বাজে শিবপুর। হাবড়া।
২৯ শে বৈশাখ '২৯।

শ্রীচরণেষু,—ক্ষুদ্র স্বার্থের জন্য আপনি দেশের অমঙ্গল করিবেন এত বড় অপবাদ যদি দিয়াই থাকি ত তাহার পরেও চিঠি লিখিয়া আপনার ক্ষমা ভিক্ষা করিতে যাওয়া শুধু বিড়ম্বনা নয়, আপনাকে বিদ্রূপ করা। অতএব, আপনার পত্রের স্বর যে এরূপ কঠিন হইবে তাহাতে বিস্মিত হইবার কিছু নাই।

আমার অপরাধের কথা যাঁহারা আপনাকে জানাইয়াছেন তাঁহারা সীমা আর কোথাও ইহার রাখেন নাই।

ইহার পরে আমি আর কি বলিব।

আমার প্রণাম গ্রহণ করিবেন।—সেবক শ্রীশরৎ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

বাজে শিবপুর। হাবড়া
২রা মাঘ '৩০।

শ্রীচরণেষু,—সহস্র প্রকার কাজের মধ্যে সম্প্রতি আপনার যে কিছুমাত্র অবকাশ নেই সে আমরা সকলেই জানি। তবুও আমি এই ভেবে লিখেছিলাম যে গান আপনার কাছে কথা কহার মতই সহজ, অথচ, একমাত্র এর জোরেই আমার নাটকের সব ত্রুটি ঢেকে যেতো।

সত্যেন্দ্র বেঁচে থাকলে আপনার এই চিঠিখানি দেখিয়ে আজ তার কাছ থেকে অনায়াসে গান আদায় ক'রে আনতে পারতাম। এ চিঠি তার কাছে প্রায় আদেশের মত হোতো। কিন্তু সে পরলোকে এবং আর কেউ নেই যে গিয়ে বলি।

কলকাতায় এসে আপনার ত নিঃশ্বাস নেবার সময় থাকে না। তখন এই নিয়ে উৎপাত করতে আমি পেরে উঠ্‌ব না। আমার শত কোটী প্রণাম গ্রহণ করবেন। ইতি—সেবক শ্রীশরৎ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

সামতাবেড়, পানিত্রাস, হাবড়া।
২৯শে আশ্বিন ১৩৩৯।

শ্রীচরণেষু,—আমার বিজয়ার শতকোটী প্রণাম গ্রহণ করিবেন। ইতিমধ্যে আপনি নানা গুরুতর কাজে ব্যাপৃত ছিলেন, এবং শান্তি-নিকেতনেও থাকিতে পারেন নাই—এই জন্যই প্রণাম নিবেদন করিতে বিলম্ব করিলাম।

কালের যাত্রার সঙ্গে যে আশীর্ব্বাদ আপনার পাইলাম সে আমার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুরস্কার। আপনার তুচ্ছতম দানও জগতের যে কোন সাহিত্যিকের সম্পদ, আমি এ দান মাথায় করিয়া লইলাম।

আমার ভাগ্য ভালো যে ৩১শে ভাদ্র আপনার কলিকাতায় আসা সম্ভবপর হয় নাই—আসিলে সেদিনের অনাচার দেখিয়া অত্যন্ত ব্যথিত

হইতেন। আর সবচেয়ে পরিতাপ এই যে আমার প্রায় সমবয়সী সাহিত্যিকেরাই এই উপদ্রবের সূত্রপাত করিয়াছিল। শুধু এইটুকু সান্ত্বনা যে হয়ত এটাই ইহারা ভালোবাসে,—আমি উপলক্ষ মাত্র। কারণ, গত বৎসরে জয়ন্তী উৎসবেও ইহারা কম দুঃখ দিবার চেষ্টা করে নাই।

আমি এক দিন নিজে গিয়া আপনাকে প্রণাম করিয়া আসিতে চাই, শুধু সঙ্কোচে যাইতে পারি না পাছে কেহ কিছু মনে করে।

আপনার শরীর এখন কেমন আছে? এই ভগ্নস্বাস্থ্য লইয়া কি করিয়া যে এত বড় শারীরিক পরিশ্রম আপনি করিতে পারেন ইহাই বিস্ময়ের ব্যাপার। ইতি—সেবক শ্রীশরৎ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

[শ্রীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে লিখিত]

বাজে শিবপুর। হাওড়া

১২. ১০. ২০

শ্রদ্ধাস্পদেষু,—কেদার বাবু, আপনার অবস্থা শুনিলাম এবার এ অধীনের অবস্থাটা শুনুন।

কিছু দিন হইতে পিঠের উপরটায় শির-দাঁড়া ধরিয়া একটা অল্প-স্বল্প ব্যথা উপভোগ করিতেছিলাম, বিশেষ কাহারো তাহাতে ক্ষতি-বৃদ্ধি ছিল না। না আমার না গৃহিণীর। অকস্মাৎ একরাত্রে ব্যথায় ঘুম ভাঙিয়া গেল দেখি নিঃশ্বাস ফেলে কাহার সাধ্য! অনেক তাপ-সেক মালিশাদি করিয়া সকালে একটু ভাল লক্ষণ যদিবা দেখা দিল সন্ধ্যা হইতে এমন হইল যে ডাক্তার ডাকা অনিবার্য্য হইয়া উঠিল। সেই অবধি ভুগিতেছি। তাহার উপরে আবার এক দিন মোটর স্লিপ্ করায় কোমরেও দারুণ হ্যাঁচ্‌কা লাগিয়া আছে। তবে আফিম

ভরসা। ইঁহাতে যদি অচলা ভক্তি রাখিতে পারি, তবে, দুর্দ্দিন কাটিবেই কাটিবে। ভগবান শ্রী দেবাদিদেব আমাদের প্রতি বর দিয়াছিলেন যে রক্তবাহে না করিয়া আর আমরা কৈলাস গমন করিব না। সেটার সূচনা না হওয়া পর্য্যন্ত আমিই বা কি আর আপনিই বা কি—নির্ভয়ে থাকিতে পারেন—কোন দুশ্চিন্তার কারণ নাই।

এই জন্য স্থরেশকেও জবাব দিতে পারি নাই। গত বারের আপনার —নিজেও দুটান টানে! বড় চমৎকার বড উপভোগ্য হয়েছে। কালী ঘরামীও অনিন্দনীয়। প্রায় সকলগুলিই ভাল হইয়াছে। স্থরেশের incomplete গল্প সম্বন্ধে এখনও বলিবার সময় আসে নাই। আরও দু'চারটে লেখা দেখি। একথা শুনিয়া সে যেন বলার চেয়ে বেশি কিছু না ভাবিয়া লয় কাগজ-ছবি ইত্যাদিকে অবশ্য ভাল কিছুতেই বলা যায় না তবে ভবিষ্যতে ভাল হইবে আশা করা সাজে।

আমি আছি বৈকি। লিখিতে বসিতেছি। শীঘ্রই পাঠাইয়া দিয়া বাহির হইয়া পড়িব—যেখানে দু চক্ষু যায়। অসুখের জন্য এবার ভারতবর্ষের দেনা-পাওনাটাও লেখা হয় নাই।—আপনার শ্রীশরৎ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

আপনার পাকা-হাতের হাল-ধরা বজায় থাকিলে প্রবাস-জ্যোতিঃর আর যাই হোক্, ডুবিবার সম্ভাবনা নাই। আমার মনে হয় এ দুঃসময়ে আপনার আফিমের মাত্রাটা কিঞ্চিৎ বৃদ্ধি করিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য! এবং কর্ত্তব্য পালনের ন্যায় বড় জিনিস সংসারে আর নাই।

বাজে শিবপুর। হাওড়া

১৮. ১১. ২০

শ্রদ্ধাস্পদেষু,—কেদার বাবু, আপনার চিঠি ভাগলপুরের ফেরৎ পাইয়াছি। আপনাদের সঙ্গে আমার ব্যবহারটা যথেষ্টই নিন্দার হইয়া

পড়িল, কিন্তু নিতান্তই বাধ্য হইয়া। ভরসা করি ভবিষ্যতে আর হইবে না। প্রথমটা ত শয্যাগত অসুখ ছিল, কিছুই ভাল লাগিতেছিল না, তাহার পরে যখন দেহ সুস্থ হইল তখন অন্য উপসর্গ জুটিল। আপনাদের লেখাটা এ মাসে পাঠাইতে পারিতাম, কিন্তু, যেহেতু 'ভারতবর্ষে' দেওয়া হইল না সেই হেতু আপনাদেরও দিতে পারিলাম না। তাঁহাদের না দিয়া আপনাদের দিলে তাঁহাদের শুধু অপরিসীম ব্যথিত করাই হইত না, অপমান করা হইত।

এ মাস হইতে আবার সমস্ত নিয়মিত হইবে। আমাকে লইয়া যাঁহারাই যে কিছু কারবার করেন তাঁহাদিগকেই এইরূপ ভুগিতে হয়। আমি কেবল নিজেই অন্যায় করি না, আরও পাঁচ জনকে বিড়ম্বিত করি। এটা আপনারা নিজগুণে ক্ষমা করিয়া লইবেন। স্বভাবং!

এখন আছেন কেমন? মাঝে মাঝে খবরাদি দেবেন। আমি যতটা পারি শীঘ্রই পাঠাইতেছি, এ বিষয়ে এবার নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন।

অপরাপর বন্ধু বান্ধব দিগকে আমার নমস্কার দিবেন এবং নিজেও গ্রহণ করিবেন।—আপনাদের শ্রীশরৎ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

বাজে শিবপুর। হাবড়া

৯ই এপ্রেল '২৪.

প্রিয়বরেষু,—কেদার বাবু, আমার আচরণের সঙ্গে আমার কথা মিল্‌বে না। তাই যদি বলি কত দিন মনে মনে ভেবেছি হঠাৎ যদি আবার দেখা হয়ে যায় কত আনন্দই না দুজনের হয়, এ হয়ত আপনি বিশ্বাস করতে পারবেন না। কখনো আপনাকে চিঠিপত্র লিখি না—আমি প্রায় কাউকেই লিখি না—অথচ, আপনি যে আমাকে কত স্নেহ করেন সে কথা এক দিনের জন্যেও ভুলি নে।

কাগজে খবর পেয়ে আমার দীর্ঘ জীবনের জন্যে কামনা করেছেন এর ভিতরের বস্তুটি কি ভুল করবার ?

কিন্তু দীর্ঘ জীবনের প্রার্থনা কেন ? আপনাকে সত্য সত্যই বল্‌চি কাল যদি এব ফেববাব ডাক পড়ে বলি নে যে বাপু পরশু এসো,—একটা দিন পরে যাবো।

অনেক দিন ত বাঁচলাম। এখন গুটি গুটি রওনা হলেই কি বেশ দেখ্‌তে শুন্‌তে শোভন হয় না ? আমার ঠিকুজি কুষ্ঠি বলেন ৮৯ পূরো না হ'লে কিছুতেই যাওয়া চল্‌বে না—আমি বলি, করই না বাবা কিছু দিন মাপ। মার্ক পাবাব বিধি ত ইংরেজের জেলেও আছে। দাও কিছু ছাড়্‌।

আমি শ্রান্ত হয়ে গেছি কেদারবাবু, এ ছাড়া আব বিশেষ কোন রোগ বালাই নেই। লোকে কেবলই আমাকে খাটাতে চায় !

আপনি নিজে কেমন আছেন ? কাশীতে আর থাকেন না কেন ? ও স্থানটার একটা গুণ এই যে পরিচিত লোকগুলোর মাঝে মাঝে মুখ দেখা যায়।

মাঝে মাঝে এমনি এক আধ বার সম্বাদ নেবেন। আমাব প্রীতি এবং নমস্কার নেবেন।—আপনাদের শ্রীশরৎ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

বাজে শিবপুর। হাবড়া

১৪-১০-২৪

প্রিয়বরেষু,—আজ সকালে আপনার চিঠি পেলাম। নানা কাজে ভুলে থাকি, প্রতি দিন অনেক চিঠিই ত পাই, কিন্তু কালে-ভদ্রে লেখা আপনার কয়েক ছত্র আমাকে যে আনন্দ দেয় তা সত্যই দুর্লভ। প্রীতির মধ্যে দিয়ে আসবার সময়ে সে যেন অনেকখানি সঙ্গে ক'রে

আনে। কেদারবাবু, মানুষের সত্যকার ভালবাসা আমি টের পাই,—এখানে আমার বড় বেশি ভুলচুক হয় না।

আপনার শরীর ভাল নয়, একটু বেশি তাড়াতাড়িই যেন সে জীর্ণ হয়ে এলো। এক দিন যদি সে ভার বইতে আর না চায় হায় হায় আমি কোরব না, কিন্তু ব্যথা পাবো। তখন নূতন লেখার সঙ্গে সঙ্গে কেবলি মনে হবে একজন আর নেই এ লেখা যাঁর আনন্দ দিয়ে গ্রহণ করবার হৃদয় ছিল, শক্তি ছিল।

আপনার নিজের লেখার সম্বন্ধে কখনো আপনি একটি কথা বলেন নি, আমিও কখনো একটি কথা বলি নি। অথচ, যেখানে যা বেরিয়েচে সমস্ত পড়েচি। প্রশংসার বদলে প্রশংসা দিতে আমার অত্যন্ত সঙ্কোচ হোতো। কেবলি মনে হোতো পাছে আপনার বিশ্বাস না হয়, পাছে আপনার আত্মসম্মানে আঘাত লাগে।

বৎসরও আসবে, বিজয়াও আস্‌বে—এক দিন কিন্তু আপনিও আসবেন না, আমিও না। আপনি আমার বয়সে বড়, আপনি আমাকে আশীর্ব্বাদ করবেন, সেদিন যেন আমার বেশি দূরে না থাকে। আমি ভারি শ্রান্ত। তুচ্ছ সুখ তুচ্ছ দুঃখ, একবার হাসি একবার কান্না —নিতান্তই আমার পুরণো হয়ে গেছে। আটচল্লিশ বছর বয়স হ'ল—ঢের হয়েছে। আমার বড় ইচ্ছে এর পরে কি আছে দেখতে। নিরর্থক কতকগুলো বিলম্ব হবার কোন প্রয়োজন অনুভব করি নে। আপনি আমাকে আশীর্ব্বাদ করবেন। সত্যের সুমুখেই যদি এসে পড়ে থাকেন, আপনার সত্য আশীর্ব্বাদ আমার ফল্‌বে।—আপনার শ্রীশরৎ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

সামতা-বেড়, পানিত্রাস পোষ্ট
জেলা হাবড়া। ৮ই বৈশাখ ১৩৩৩

প্রিয়বরেষু,—কেদারবাবু, কয়েক দিন হইল আপনার পোষ্টকার্ড-খানি পাইলাম। চিঠিটুকু ছোট, কিন্তু স্নেহে ভরা। কিসের জন্য জানি না আমাকে আপনি এতখানি ভালবাসিয়াছিলেন। যে সকল গুণে মানুষকে মানুষে ভালবাসে আমার ত তাহার কিছুই নাই। অন্ততঃ, ত্রুটি এত বেশি যে তাহার পরিমাণ হয় না।

সেদিন দিলীপকুমার রায়কে রবিবাবু লিখিয়াছিলেন, "শরৎ শুনেছি নিজের আইনে নিজেকে কোন্ দ্বীপান্তরে চালান্ ক'রে দিয়ে নিঃসঙ্গ বন্দীব্রত গ্রহণ ক'রে ব'সে আছেন—তাঁর ঠিকানা জানি নে—তুমি নিশ্চয়ই জানো অতএব তাঁকে মোকাবিলায় বা ডাকযোগে জানিয়ো যে যেখানেই থাকুন সর্ব্বান্তঃকরণে আমি তাঁর কল্যাণ কামনা করি।"

কেদারবাবু, বন্দীব্রতই নিয়েছি। সহরেই থাকি বা পাড়াগাঁয়ে বাস করি আমি সংসারের জোয়ার-ভাটার উভয়েরই বাহিরে গিয়াছি।

দেহ নিয়তই মন্দের দিকে পা ফেলিতেছে,—মনে আছে হয়ত আপনার ৫১ বৎসরে যাবার দিন কুষ্ঠিতে ধার্য্য করা আছে,—আর বড় তার বিলম্ব নাই,—বছর দেড়েক—জগদীশ্বর করুন তাই যেন হয়। আর যেন তিনি আমার ক্লান্তিকে বাড়াইয়া না দেন।

কানপুরে যাওয়ার পূর্ব্বের দিন অকস্মাৎ বার কয়েক বমি করিয়া সমস্ত পেটে এমন ব্যথা ধরিল যে ৫।৭ দিন চিকিৎসকের আদেশে শয্যাগ্রহণ করিয়া রহিলাম। তবে সে ভাবটা আর নাই। এইবার বাস্তবিকই ভার ইচ্ছা হইয়াছে একবার আপনাদের সঙ্গে দেখা হয়। গরম যদি এত না পড়িত আমি কাশী যাইবার জন্ম আপনাদের বাড়ী ভাড়া করিতে অনুরোধ করিতাম।

কিছুই আর করি না, রূপনারাণের তীরে ঘর বাঁধিয়াছি,—একটা ইজি চেয়ারে দিনরাত পড়িয়া থাকি।

হরিদাস ভায়ার সঙ্গে যদি সাক্ষাৎ হয় আমার অন্তরের স্নেহাশীর্ব্বাদ দিবেন।

তবে সম্প্রতি ভাল আছি, General নালিশ ছাড়া particular অভিযোগ নাই

আমার সশ্রদ্ধ নমস্কার জানিবেন। ইতি—আপনার শ্রীশরৎ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

সামতাবেড, পানিত্রাস পোষ্ট
জেলা হাবড়া। ২২শে কার্ত্তিক '৩৩

প্রিয়বরেষু—আপনার চিঠি পেলাম। কেদারবাবু, বলিবার কিছু আর নাই। বাড়ীর একটা পশু পক্ষীর মৃত্যুও যাহার সহে না তাহার বলিবার আছেই বা কি। একবার আপনাদের কাছে গিয়া বসিবার বড় ইচ্ছা করে, আর ভাবি ভিতরে ভিতরে আমি যে এতবড় দুর্ব্বল ছিলাম এ কথা ত জানিতাম না। এ ব্যথা [ভ্রাতৃবিয়োগের] আমার সহিবে কি করিয়া!—আপনার শরৎ

সামতা বেড়, পানিত্রাস পোষ্ট
জেলা হাবড়া [২৩. ২. ২৭]

পরম শ্রদ্ধাস্পদেষু—আমি ত এখনও বাঁচিয়া আছি কেদারবাবু, আমার নমস্কার জানিবেন। আপনি? আছেন ত? টিকিয়া থাকিলে একটা খবর দিবেন, না থাকিলে আর কি করিবেন? সে ক্ষেত্রে জবাব না পাইলেও আমি রাগ করিব না, বাস্তবিকই মন আমার এত বড় উদার ও ক্ষমাশীল হইয়া গেছে। গৃহিণী? আছেন না এগিয়েছেন?—আপনার শরৎ।

সামতাবেড়, পানিত্রাস

জেলা হাবড়া। ২৯ শে আশ্বিন '৩২।

প্রিয়বরেষু,—নমস্কার জানাবার সময় হ'ল। তাই। কাশী যাবো প্রায় স্থির। বাড়ীর জন্যে চিঠি লিখেচি, একটা খবর পেলেই হয়।

কিন্তু আপনি? না থাক্‌লে? বাবা বিশ্বনাথ দিনকতক অনুপস্থিত থাক্‌লেও আমি আপত্তি কোরব না, কিন্তু আপনার অনুপস্থিতিতে ত কাশী আমার কাছে একদিনেই অচল হয়ে উঠ্‌বে। দয়া ক'রে আবেদনটিকে আমার অতিশয়োক্তির কোঠায় ফেলে যেন নিশ্চিন্ত হবেন না। আমি জানি আমাকে আপনি বোঝেন। ইতি—আপনার শরৎ।

সামতাবেড়, পানিত্রাস পোষ্ট

জেলা হাবড়া। [১০ জুন ১৯২৮]

প্রিয়বরেষু,—কত কাল পরে আপনার হাতের লেখা চোখে দেখ্‌তে পেলাম। সকলের আগে এই কথাটাই মনে এলো যে ভালবাসা যেখানে সত্য, যেখানে অন্তরের বস্তু,—তার মধ্যে আর ভ্রম নেই।—মন স্বতঃসিদ্ধের মত মেনে নেয়। আমাদের বাইরের আচরণ দেখে কারো ভাব্‌বার যো নেই যে আমরা কেউ কাউকে স্মরণ করি অথচ, আমার দিক দিয়ে তো জানি যখনই আপনার লেখা ছাপার অক্ষরে পড়ি তখনই মনে পড়ে কাশীর কথা। জীবনের শেষ দিকে ঐটুকুই সম্বল রয়ে গেল। আগে প্রায়ই ইচ্ছে হোতো কাশী যাই,—এখন সে ইচ্ছেও আর হয় না আপনি নেই ব'লে। আচ্ছা কেদারবাবু, কাশী-বাস কি আপনি ছেড়ে দিলেন? শেষকালে কি পূর্ণিয়ার ভাগাড়টাই সার করবেন? জানি আপনার পূর্ণিয়া ছাড়বার অনেক বাধা, তবু ও যায়গায়টাতেই আছেন মনে হ'লে আমার বিশ্রী লাগে।

ভাববারও যো নেই যে এই তো কাশী, ইচ্ছে হলেই গিয়ে কেদার-বাবুকে দেখে আসা যায়।

এবার আমার সামতাবেড়ের আসন টল্‌লো বোধ হয়। আর ভালো লাগ্‌চে না। অথচ, কোথায় গেলে যে ঠিক ভালো লাগ্‌বে তাও ভেবে পাচ্চি নে। পূজোর পরে যাহয় কিছু একটা কোরব।

আপনি ষোড়শীর কথা শুন্‌লেন কার কাছে? শিশিরের অভিনয় দেখেচেন? কি চমৎকার করে। বইটা আমার উপন্যাস দেনা-পাওনার গল্প থেকে নেওয়া। থিয়েটারের মত কোরে একটা বইও (নাটক) ছাপানো হয়েছে। পড়েচেন? বই যা হোক্, অভিনয় বড় ভালো হয়।

আপনার শরীর এখন কেমন আছে কেদারবাবু? আগেকার চেয়ে ভালো ত? প্রার্থনা করি আপনি আরও কিছু দিন বেঁচে থেকে গল্প লিখুন। আমি প্রত্যেক ছত্রটি তার পড়ি। বন্ধুর লেখা ব'লে নয়, সত্যিকার সাহিত্যিক মানুষের লেখা ব'লে পড়ি।

আমি ভালোয় মন্দয় বেঁচে আছি,—কিন্তু বাঁচাটা পুরোনো হয়ে গেছে। রোজই সে খবর টের পাচ্চি।—আপনার শ্রীশরৎ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

চিঠির জবাব দিতে ভুলবেন না।

সামতাবেড়, পানিত্রাস পোষ্ট

জেলা হাবড়া। ২৭ শে আশ্বিন '৩৬

প্রিয়বরেষু,—আজ বিজয়া দশমীর সায়াহ্ন। আমার সশ্রদ্ধ নমস্কার গ্রহণ করিবেন। এ জীবনে যে কয়জনের সত্যকার স্নেহলাভ ক'রে ধন্য হয়েছি আপনি তাঁদেরই একজন। কিন্তু সে স্নেহের মর্য্যাদা আমি শুধু জড়তা আর আলস্যের জন্যই রাখ্‌তে পারি নি। অথচ, এমন মাস বোধ হয় একটিও কাটে না যাতে আপনাকে স্মরণ না করি।

আর বাইরের অপরাধ যতই বেড়ে চলে ততই ভাবি আপনি কোনদিন আমাকে ভুল বুঝ্‌বেন না।

১লা কার্ত্তিক

কোষ্ঠীর ফলাফল আজ সকালে শেষ হ'ল। আচ্ছা, আমার মত একজন সামান্য লোককে কি ভেবে এতখানি গৌরব দিয়ে বস্‌লেন? সাহিত্যিকের দল ভাব্‌বে কি বলুন ত?

চমৎকার লাগ্‌লো। দীন দুঃখী কেরাণীকে কেউ আজও এমন অন্তর দিয়ে ভিতরে পেয়ে এত মধুর কলম দিয়ে সংসারে প্রকাশ করে নি। ব্যথায় বুকের মধ্যে যেন টন্‌ টন্‌ করতে থাকে। ভাষা আর লেখার ভঙ্গীটি ভগবান যেন আপনাকে ঢেলে দিয়েছিলেন। এবং একটি হিতোপদেশও এই বইখানি থেকে সংগ্রহ করেচি। রেলের তরুণ-কবি-কর্ম্মচারীটি যখন বলচে যে দিনের মধ্যে একবারও খাতা-খানি হাতে নিয়ে বস্‌তে না পারলে দিনটাই যেন ব্যর্থ মনে হয়। লিখ্‌তে পারি না পারি ভেবেচি নিজের জীবনে এই পরম সত্য বাক্যটি আজ থেকে প্রত্যহ পালন ক'রে চল্‌বো। মাসের পর মাস কেটে যায় খাতা কালি-কলমে হাত দিতেও মন চায় না,—আপনার আশীর্ব্বাদে যে ক'টা দিন বাকি আছে সে ক'টা দিন যেন প্রতিদিন এই কথাটি মনে রাখতে পারি।

বইখানিতে একটিমাত্র ত্রুটির বিষয় উল্লেখ কোরব,—কিন্তু রাগ করতে পারবেন না এই অনুরোধ। ভগবান লেখার শক্তি আপনাকে অপর্য্যাপ্ত দিয়েছেন, কিন্তু এ কথা ভুল্‌লে চল্‌বে না যে ঐশ্বর্য্যবানেরই মিতব্যয়ী হওয়া প্রয়োজন, কাঙালের সে আবশ্যক হয় না। শুধু লিখে চলাই তো নয়, থামতে পারার কথাটাও মনে থাকা চাই যে।

এবার কাশী কবে যাবেন? শীঘ্র যদি যান আমাকে এক ছত্র লিখে জানাবেন।

এখন থেকে চিঠির জবাব পরের দিনই দেব। এ আব অন্যথা কোরব না।

নমস্কার।—আপনাব শরৎ।

পুনঃ—এইমাত্র যে চিঠিখানি বিজয়ার দিনে আমার কল্যাণ কামনা করিয়া পাঠাইয়াছেন তাহা পাইলাম। আমাব সশ্রদ্ধ নমস্কার এবং ধন্যবাদ। শ.

সামতাবেড়, পানিত্রাস পোষ্ট
জেলা হাবড়া, ২৫শে কার্ত্তিক ১৩৩৬.

প্রিয়বরেষু,—কয়েক দিন হ'ল আপনার অপরিসীম স্নেহের খবর ব'য়ে নিয়ে চিঠিখানি এসেছে। ভেবেছিলাম একটুখানি শান্ত হয়ে এর জবাব দেব, কিন্তু সে সুযোগ আর পাচ্চি নে। কিন্তু কথা দিয়েচি যে যদি এক ছত্রও হয় তবুও আপনার পত্রেব উত্তর লিখ্‌বো। বহু ত্রুটি হয়ে গেছে আর অপরাধ বাড়াব না। তাই এই।

পল্লীগ্রামে বাস করতে আসার যথাযোগ্য ফলভোগ আরম্ভ হয়েছে, অর্থাৎ, মামলায় জড়িয়ে—civil এবং criminal,—বেশ উত্তেজনায় ছুটোছুটি সুরু করেচি। এই তিন বছর নির্লিপ্ত নির্ব্বিকার ভাবে দিব্যি ছিলাম, কিন্তু পাড়াগাঁয়ের দেব্‌তার আর সইল না, ঘাড়ে চাপ্‌লেন। বড় জমিদারের কাছে পার আছে কিন্তু, স্থানীয় অতিক্ষুদ্র পত্তনিদারের চাপ দুর্ব্বিষহ। ২।৪ বিঘে ছিল বহুকালের শিবোত্তর, জমিদারের দান কিন্তু ২।৪ বছরের নতুন পত্তনিদারের তা সইল না। গরীব প্রজারা কেঁদে এসে পড়লো,—লেগে গেলাম। খবর দিলাম যে

আমি হাতে নিলে তা ছাড়ি নে। তার পরে ফৌজদারী। যাক্ সে কথা, তবে ঝঞ্ঝাট বেড়েচে। ভাব্‌চি এটা কোনমতে শেষ হলেই পালাবো। সহরই মোটের ওপর সুসহ।

কোষ্ঠীর যে বিবরণ দিয়েছেন তা মোটেই অবিশ্বাস্য নয়,—জ্বরের একটা নেশার ভাব আছে, ঠিক ফৌজদারী মাম্‌লার মত অতটা না হোক, তবু তারও উত্তেজনা ফেল্‌না নয়। জ্বরের ওপর লিখ্‌লেই ওই হবে। তা হোক্, কিন্তু তার পরে শান্ত মনে যতটা সম্ভব সুস্থ দেহে তার বাড়তি অংশটা কেটে বাদ দিতে হবে। এ কাজ নিজের,—কখনো অপরে করতে পারে আমি বিশ্বাস করি নে।

ওই বইখানির মধ্যে পরিহাসের ছলে কত গভীর এবং কতই না মধুর কথা আছে। বইখানি আমার লেখাপড়া করার ঘরে বিছানার ওপরে থাকে মাঝে মাঝে যেখানে পাতা উল্টে যায় সেখানেই দশ পনর মিনিট পড়ি।

ভাদুড়ি মশাই গল্পটা আমি পড়ি নি। বসুমতী আসামাত্রই ওপরে চলে যায়, ফিরে প্রায়ই আসে না। তবে বাড়ীতেই থাকে,—সংগ্রহ ক'রে নিতে কষ্ট হবে না।

পড়ার খবর আর এক দিন দেব। কিন্তু গল্প আপনার, লেখা আপনার, আমি তার জোট খুল্‌বো কি ক'রে? সে বিদ্যে কি আছে যে আপনার ওপরেও মুরুব্বিয়ানা করলে লোকে সহ্য করবে? তবে নিতান্তই যদি হুকুম করেন তো যথাসাধ্য গল্পের সর্ব্বনাশ করতেই হবে।

জানুয়ারী মাসে যদি কাশীতে একবার যান তো আমি লাহোরের ফিরতি নেবে যাবো।

নমস্কার।—আপনার শ্রীশরৎ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

সামতাবেড়, পানিত্রাস পোষ্ট
জেলা হাবড়া, ৭ই পৌষ ১৩৩৭।

প্রিয়বরেষু,—চিরদিন সময় বইয়ে দিয়েই হোলো হুঁস, তাই এ জীবনের সকল কাম্যই এলো হাতের কাছে, কিন্তু নাগালের নীচে নাবতে আর চাইলে না। বার বার চিঠি লিখ্‌তে চাইলাম, বার বার দিন-ক্ষণ গেলো উত্তীর্ণ হয়ে। সেই চিঠি আজ লেখাও হোলো, কিন্তু তার ফলটুকু আর পেলাম না। হাতের বাইরেই রয়ে গেলো। আমার সান্ত্বনা এ আমার কপালের লেখা, একে এড়াবো কি ক'রে? ভালোবেসে খোঁজ-খবর নেবার মামলায় বিজয়ের দিকটা এ জন্মে আপনাকেই ছেড়ে দিলাম,—জন্মান্তর যদি থাকে, তখন আপিল কোরে একবার দেখ্‌বো।

কেমন আছি জান্‌তে চান? বেশ আছি। দিনরাত একটা ইজি চেয়ারে ঢাকা-বারান্দায় শুয়ে আছি। বাঁ-পা খোঁড়া, ডান-কান বধির, অর্শের অজুহাতে অকেজো রক্তগুলো নিয়মিত বেরিয়ে যাচ্চে,—তন্দ্রায়, আরামে ক্ষণে ক্ষণে ঘুমিয়ে পড়ি, স্বপন্ দেখি, জাগি,—চোখ্ চাইলেই সমুখে মস্ত নদী, পারের নৌকোগুলোকে গুনি, হঠাৎ কখন্ চোখ বুজে আসে, যায় সব খেই হারিয়ে,—দক্ষিণের সূর্য্যদেব ঘুরে এসে কড়া রোদে গা দেয় তাতিয়ে, চোখ মেলে গুড়গুড়ির নলটা টেনে দেখি,—বলি, কে আছিস্ রে, তামাক দে—হয়ত দিয়েও যায়, কিন্তু টান্‌লে দেখি তেম্‌নিই ধুঁয়া নেই। বক্‌লে বলে, ঘুমুচ্ছিলেন যে। সাজা তামাক পুড়ে গেছে। যাচাই করার শক্তি নেই, তবু গলা চড়িয়ে ধম্‌কে বলি,—হাঁ—ঘুমুচ্ছিলাম বই কি! ব্যাটা মিথ্যেবাদী। দে বল্‌চি শীগগির সেই দিল্লী থেকে আনা বড় কল্‌কেটায়, যেন এ বেলার মতো না নেবে। তারা চ'লে গেলে মনে মনে বলি, বাবা ভগবান, যদি

সত্যিই থাকো করোই না একটা আব্দার মঞ্জুর, কেউ তোমাকে নিন্দে করবে না। মাথার দিব্যি রইলো, বাবা, কথাটা রাখো।

এক দিন রাখ্‌বে তা জানি, কিন্তু হয়ত আমারই মতো সময় বইয়ে দিয়ে। তখন খুশী হয়ে আর নিতে পারবো না।

কিন্তু ডাক এলো। পাথেয় উপস্থিত। ঘুমুতে-ঘুমুতে আর জাগ্‌তে-জাগ্‌তে পড়া সুরু করি। বহুদিনের অভ্যাস, বহু আফিঙ রক্ত-মাংসে জড়ানো। হেরেছি অনেকের কাছে, কিন্তু হার মানিয়েছিলাম আবগারী ব্যাটাদের। তাই ভরসা আছে, ঘুমের মধ্যেও পাথেয়র রস কস বেয়ে ভুঁয়ে গড়িয়ে পড়বে না।

চিঠির ভাষা আমার চিরকালই এলোমেলো। মানুষকে কষ্ট কোরে বুঝ্‌তে হয় এই তাদের শাস্তি। আপনাকেও রেহাই দিলাম না। প্রার্থনা, মাঝে মাঝে যেমন খবর দেন তা থেকে যেন রাগ কোরে বঞ্চিত করবেন না। ইতি—আপনার স্নেহের শ্রীশরৎ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

১৬ই আষাঢ়। পোষ্ট করার ভুল। আমার নয় চাকরের। শ.

সামতাবেড়, পানিত্রাস, জেলা হাবড়া
৫ই আষাঢ় '৩৮

সুহৃদ্বরেষু,—কেদারবাবু, যথাসময়েই আপনার স্নেহশীতল চিঠিখানি পেয়েছিলাম, কিন্তু এ ক'দিন এমনি ব্যস্ত ছিলাম যে উত্তর দিতে পারি নি। কাল আমাদের হাবড়ার জেলা Congress election হয়ে গেলো। এবার বিরুদ্ধ দলের সোরগোল, গালি-গালাজ ও লাঠি ঠক্‌ঠকি দেখে ভেবেছিলাম হয়ত বিনা রক্তপাতে শেষ হবে না। আমি President, সুতরাং আমাদেরও যথারীতি প্রস্তুত হ'তে হয়েছিল। সভায় দাঙ্গা হয় এ আমার ভারি ভয়, তাই কাঁটা তারের

বেড়া, মায় electrification সবই তৈরি রাখতে হয়েছিল। আর তৈরি ছিল বলেই দাঙ্গা হয় নি, নির্ব্বিঘ্নে দখল কায়েম রাখা গেল। বছর দশেক President আছি, vested interest জন্মে গেছে—সহজে ছাড়া চলে না। চলে কি? আমাদের পক্ষের যুক্তিটা এই যে গলদ্ যতই থাক্, তোমরা বল্বার কে? এবং দেশের মুক্তি যদি আসে তো আমাদের দ্বারাই আসুক। তোমরা পারবে না। তোমরা হাত দিতে যেয়ো না। কিন্তু ওরা সম্মত হয় না ব'লেই তো আমরা রেগে যাই। নইলে আমাদের, অর্থাৎ স্বভাবী দলের মেজাজ খুবই ঠাণ্ডা। অনেকটা আপনার মতো। যাক্, এখন একটু সময় পাওয়া গেল। দু এক মাস বই লিখ্‌তে সুরু করি। কি বলেন?

যখন কলকাতায় এসেছিলেন আমাকে একটু খবর দেন নি কেন? রাস্তা ঘাট যত খারাপই হোক্, কিছু একটা উপায় করতামই। কাশী যাবেন কবে? একবার দেখা হলে বড ভালো হয়। খবর দেবেন। —আপনার শরৎ।

২৪, অশ্বিনী দত্ত রোড, কালীঘাট
কলিকাতা। ২১ কার্ত্তিক ১৩৪৩।

প্রিয়বরেষু,—আমিও অন্তরের প্রীতি নমস্কার জানাই। আপনার চেয়ে একটু দেরি ক'রে আমি সংসারে এসেছিলাম তাই ব'লে দেরি করেই যে সংসার থেকে যেতে হবে বিধাতার এমন কোন কড়া আইন নেই। এ কথাটা আপনাকে জানানো প্রয়োজন মনে করি। কে-একজন কেরাণী নাকি আফিসে দেরি ক'রে আসতো। সাহেব তার উল্লেখ করায় বলেছিল, Yes sir I come late but, I always go early. এও ত হয় কেদারবাবু।—আপনার শরৎবাবু।

[চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে লিখিত]

হাবড়া Ry. Station.
1st April 1930.

ভাই চারু,—আজ ঢাকার জন্যে রওনা হয়েও বাড়ী ফিরে যাচ্ছি। আজ কলকাতায় গাড়োয়ানের দল ধর্ম্মঘট এবং সত্যাগ্রহ করায় অর্থাৎ C. S. P. C. Aর কর্ত্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহ করার ফলে একটা মহামারী ব্যাপার ঘটে, Serjeantদের সঙ্গে পেটাপেটি হয়,—কেল্লা থেকে গোরা এসে গুলি চালায়। শুন্‌চি ৪ জন মরেছে।

ও তো গেল কলকাতার কথা। কিন্তু হাবড়া সহরেও C. S. P. C. A. আছে এবং আমি তার Chairman. এও একটা বড় department: আজ হাবড়ার magistrate এবং S. P. কোনমতে হাবড়ার দাঙ্গা বাঁচিয়েছে কিন্তু কাল কি ঘটে বলা যায় না। অথচ, এই Department-এর কর্ত্তা হয়ে আমার এ সময়ে দেশ ছেড়ে কোথাও যাওয়া চলে না এই জন্যেই মাঝপথ থেকে ফিরে যাচ্চি। কাল সকালেই আবার ফিরে আসতে হবে।

জানি তুমি অতিশয় দুঃখিত হবে কিন্তু এই না-যাওয়াটা আমার নিতান্তই দৈবের ব্যাপার।

একটু গোলমাল থামুক, নিজের অফিসটা সামলে নিই। তারপরে তোমার সঙ্গে দেখা ক'রে আসবো। আশা করি মার্জ্জনা করবে।
তোমার—শরৎ

বাজে শিবপুর। হাবড়া
২১শে এপ্রিল '২৫

ভাই চারু,—এই মাত্র তোমার চিঠি পেলাম। আজ আমার চিঠি-পত্র লেখবার মত মনের অবস্থা নয়, তবুও তোমাকে এই কথাটা না

জানিয়ে থাকতে পারলাম না। তোমার হয়ত মনে পড়বে, আসবার সময় পথের ধারে একটা মৃতপ্রায় বাছুর। তারপরেই একটা জবাই-করা মোরগ আমার চোখে পড়ে। আমি তোমাকে বলি, আজ যাবার সময় এত মৃত্যুর চেহারা দেখি কেন? তুমি বল্‌লে একটা গোধাও ত ছিল, আমি বল্‌লাম কই, আমি ত তা দেখি নি।

তারপরে তোমরা ষ্টেশন থেকে চ'লে গেলে, গাড়ী ছাড়বার পরেই দেখি রাস্তার ধারে একপাল শকুন আর একটা মরা কুকুর। আমার নিজের কুকুর ছিল হাসপাতালে—মন যে আমার কি খারাপ হয়েই গেল তা লেখা যায় না। ইংরাজিতে যাকে বলে Superstition সে আমার নেই, কিন্তু তিন্ তিন্‌টে মৃত্যুর কথা সমস্ত পথ আমাকে একটা মুহূর্ত্তের শান্তি দিলে না।

বাড়ী এসে শুন্‌লাম ভেলু ভাল আছে এবং হাসপাতালের চিঠি পেলাম।

২৭শে এপ্রেল '২৫

বাড়ীতে নিয়ে এলাম বৃহস্পতিবার পরের বৃহস্পতির সকাল ৬টায় ভেলু মারা গেল। আমার চব্বিশ ঘণ্টার সঙ্গী আর নেই। সংসারে এতবড় ব্যথার ব্যাপারও যে আছে এ আমি ঠিক বুঝতাম না। বোধ হয় তাই এটা আমার প্রয়োজন ছিল। আর একটা জিনিস টের পেলাম চারু, পৃথিবীতে objectiveটা কিছুই নয়, subjectiveটাই সমস্ত। নইলে একটা কুকুর বইত নয়! রাজা ভরতের উপাখ্যান কিছুতেই মিথ্যে নয়? তোমার—শরৎ

২৮শে মাঘ ১৩৪২

প্রিয়বরেষু,—ভাই চারু, ইতিমধ্যে আমি বাড়ী গিয়েছিলাম। পাড়াগাঁয়ের মাটির বাড়ী আর রূপনারায়ণ নদ,—এদের মায়া কাটিয়ে

আমি বেশি দিন কোথাও থাকতে পারি নে। তবে এও সত্যি, এদের মায়া কাটিয়ে যাবারও বেশি দিন বাকি নেই। পুরনো বন্ধু-বান্ধব অনেকেই এগিয়ে গেছেন তাঁদের আমি নিত্যই স্মরণ করি। এইমাত্র এলো অধ্যাপক পরলোকগত বিপিন গুপ্তর শ্রাদ্ধসভায় যাবার আমন্ত্রণপত্র। শিবপুরে ক'ত বিকাল বেলাই না একসঙ্গে তর্ক-বিতর্ক করেছি। তুমি আছো একটি সাবেক কালের বন্ধু, আশা করি অন্ততঃ তোমার আগে যেন যেতে পারি। এ সংসারে আর একটা দিনও মন বসছে না চারু, কেবলই পিছনের কথা ভাবি, সুমুখের দিকে একবারও চোখ যায় না। কিন্তু যাক্ গে এ-সব কথা। তোমার মন খারাপ ক'রে দিয়ে লাভ নেই।

তোমার দু'খানা চিঠিই পেলাম। যাঁরা আমাকে উপাধি দেবার প্রস্তাব করেছিলেন তাঁদের শ্রদ্ধা এবং ভালোবাসাই আমার সবচেয়ে বড় উপাধি। এই কথাটি মনে করলেই মন ভ'রে যায়।

ঢাকায় যদি যাওয়া হয় তোমার বাড়ীতে গিয়েই উঠবো তুমি নিমন্ত্রণ করে না রাখ্‌লেও। তোমার গৃহিণীকে আমার সশ্রদ্ধ নমস্কার জানিয়ে বোলো তাঁর আহ্বান অবহেলা করবো না। তোমাদের—শরৎ

[১৩ আশ্বিন ১৩৩৪ তারিখের 'আত্মশক্তি' হইতে]

৫ই আশ্বিন ১৩৩৪।

শ্রীযুক্ত আত্মশক্তি সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু,—আপনার ৩০শে ভাদ্রের 'আত্মশক্তি' কাগজে মুসাফির লিখিত "সাহিত্যের মামলা" পড়িলাম। এক দিন বাঙলা সাহিত্যে সুনীতি দুর্নীতির আলোচনায় কাগজে কাগজে অনেক কঠিন কথার সৃষ্টি হইয়াছে, আর অকস্মাৎ আজ সাহিত্যের "রসের" আলোচনায় তিক্ত রসটাই প্রবল হইয়া

উঠিতেছে। এম্‌নিই হয়। দেবতাব মন্দিরে সেবকের পরিবর্ত্তে 'সেবায়তের' সংখ্যা বাড়িতে থাকিলে দেবীর ভোগের বরাদ্দ বাড়ে না, কমিয়াই যায়। এবং মামলা ত থাকেই।

আধুনিক সাহিত্য-সেবীদের বিরুদ্ধে সম্প্রতি বহু কুবাক্য বর্ষিত হইয়াছে। বর্ষণ করার পুণ্য কর্ম্মে যাঁহারা নিযুক্ত আমিও তাঁহাদের একজন। 'শনিবারের চিঠি'র পাতায় তাহার প্রমাণ আছে।

মুসাফির-রচিত এই "সাহিত্যের মামলা"র অধিকাংশ মন্তব্যের সহিতই আমি একমত, শুধু তাঁহার একটি কথায় যৎকিঞ্চিৎ মতভেদ আছে।

রবীন্দ্রনাথেব ব্যাপার রবীন্দ্রনাথ জানেন, কিন্তু আমার নিজের কথা যতটা জানি তাহাতে শরৎ চন্দ্র 'কল্লোল' 'কালি-কলম' বা বাঙলাব কোন কাগজই পড়েন না বা পড়িবার সময় পান না, মুসাফিরের এ অনুমানটি নির্ভুল নয়। তবে, এ কথা মানি যে সব কথা পড়িয়াও বুঝি না, কিন্তু না-পড়িয়াও সব বুঝি এ দাবী আমি করি না।

এ তো গেল আমার নিজের কথা। কিন্তু যা লইয়া বিবাদ বাধিয়াছে সে জিনিসটি যে কি, এবং যুদ্ধ করিয়া যে কিরূপে তাহার মীমাংসা হইবে সে আমার বুদ্ধির অতীত।

রবীন্দ্রনাথ দিলেন সাহিত্যেব ধর্ম্ম নিরূপণ করিয়া এবং নরেশচন্দ্র দিলেন সেই ধর্ম্মের সীমানা নির্দ্দেশ করিয়া। যেমন পাণ্ডিত্য তেম্‌নি যুক্তি। পড়িয়া মুগ্ধ হইয়া গেলাম। ভাবিলাম, ব্যস! ইহার পরে আর কথা চলিবে না। কিন্তু অনেক কথাই চলিল। তখন কে জানিত কাহার সীমানায় কে পা বাড়াইয়াছে, এবং সেই সীমানার চৌহদ্দি লইয়া এত লাঠি ঠ্যাঙ্গা উদ্যত হইয়া উঠিবে। আশ্বিনের 'বিচিত্রা'য় শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ বাগচী মহাশয় "সীমানা বিচারের" রায় প্রকাশ

করিয়াছেন। ঠাসবুনানি বিশ পৃষ্ঠা ব্যাপী ব্যাপার। কত কথা, কত ভাব। যেমন গভীরতা, তেম্নি বিস্তৃতি, তেম্নি পাণ্ডিত্য। বেদ, বেদান্ত, ন্যায়, গীতা, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, কালিদাসের ছড়া, উজ্জ্বল নীলমণি, মায় ব্যাকরণের অধিকরণ কারক পর্য্যন্ত। বাপ্ রে বাপ্! মানুষে এত পড়েই বা কখন্, এবং মনে রাখেই বা কি করিয়া।

ইহার পার্শ্বে "লাল শালু মণ্ডিত বংশখণ্ড-নির্ম্মিত ক্রীড়া গাণ্ডীব"-ধারী নরেশচন্দ্র একেবারে চ্যাপটাইয়া গিয়াছেন। আজ ছেলেবেলার একটা ঘটনা মনে পড়িতেছে। আমাদের অবৈতনিক নব নাট্য-সমাজের বড় অ্যাক্টর ছিলেন নরসিং বাবু। রাম বল, রাবণ বল, হরিশ্চন্দ্র বল, তাঁহারই ছিল একচেটে। হঠাৎ আর একজন আসিয়া উপস্থিত হইলেন তাঁর নাম রাম-নরসিং বাবু। আরও বড় অ্যাক্টর! যেমন দরাজ গলার হুঙ্কার তেমনি হস্ত-পদ সঞ্চালনের অপ্রতিহত পরাক্রম। যেন মত্ত হস্তী। এই নবাগত রাম-নরসিং বাবুর দাপটে আমাদের শুধু নরসিং বাবু একেবারে তৃতীয়ার শশি-কলার ন্যায় পাণ্ডুর হইয়া গেলেন। নরেশবাবুকে দেখি নাই, কিন্তু কল্পনায় তাঁহার মুখের চেহারা দেখিয়া বোধ হইতেছে যেন তিনি যুক্ত হস্তে চতুরাননকে গিয়া বলিতেছেন, প্রভু! ইহার চেয়ে যে আমার বনে বাস করা ভাল।

দ্বিজেন্দ্র বাবুর তর্ক করিবার রীতিও যেমন জোরালো, দৃষ্টিও তেম্নি ক্ষুরধার। রায়ের মুসাবিদায় কোথাও একটি অক্ষরও যেন ফাঁক না পড়ে এম্নি সতর্কতা। যেন বেড়া-জালে ঘেরিয়া রুই-কাত্‌লা হইতে শামুক-গুগ্‌লি পর্য্যন্ত ছাঁকিয়া তুলিতে বদ্ধ-পরিকর।

হায় রে বিচার। হায় রে সাহিত্যের রস। মথিয়া মথিয়া আর তৃপ্তি নাই। ডাইনে ও বামে রবীন্দ্রনাথ ও নরেশচন্দ্রকে লইয়া

অক্লান্তকর্ম্মী দ্বিজেন্দ্রনাথ নিরপেক্ষ সমান তালে যেন তুলাধুনা করিয়াছেন।

কিন্তু ততঃ কিম্?

এই কিম্ টুকুই কিন্তু ঢের বেশি চিন্তার কথা। নরেশচন্দ্র অথবা দ্বিজেন্দ্রনাথ ইহারা সাহিত্যিক মানুষ। ইহাদের ভাব-বিনিময় ও প্রীতি-সম্ভাষণ বুঝা যায়, কিন্তু এই সকল আদর-আপ্যায়নের সূত্র ধরিয়া যখন বাহিবের লোকে আসিয়া উৎসবে যোগ দেয় তখন তাহাদের তাণ্ডব নৃত্য থামাইবে কে?

একটা উদাহরণ দিই। এই আশ্বিনের 'প্রবাসী' পত্রিকায় শ্রীব্রজ-দুর্ল্লভ হাজরা বলিয়া এক ব্যক্তি বস ও রুচির আলোচনা করিয়াছেন। ইহার আক্রমণের লক্ষ্য হইতেছে তরুণের দল। এবং নিজের রুচির পরিচয় দিতে গিয়া বলিতেছেন, "এখন যেরূপ রাজনীতির চর্চ্চায় শিশু ও তরুণ, ছাত্র ও বেকার ব্যক্তি সতত নিরত," সেইরূপ অর্থোপার্জ্জনের জন্যই এই বেকার সাহিত্যিকের দল গ্রন্থরচনায় নিযুক্ত। এবং তাহার ফল হইয়াছে এই যে, "হাঁড়ি চড়াইয়া কলম ধরিলে যাহা হইবার তাহাই হইয়াছে।"

এই ব্যক্তি ডেপুটি-গিরি করিয়া অর্থ সঞ্চয় করিয়াছে, এবং আজীবন গোলামির পুরস্কার মোটা পেন্সনও ইহার ভাগ্যে জুটিয়াছে। তাই সাহিত্য-সেবীর নিরতিশয় দারিদ্র্যের প্রতি উপহাস করিতে ইহার সঙ্কোচের বাধা নাই। লোকটি জানেও না যে দারিদ্র্য অপরাধ নয়, এবং সর্ব্ব দেশে ও কালে ইহারা অনশনে প্রাণ দিয়াছে বলিয়াই সাহিত্যের আজ এত বড় গৌরব।

ব্রজদুর্ল্লভ বাবু না জানিতে পারেন কিন্তু 'প্রবাসী'র প্রবীণ ও সহৃদয় সম্পাদকের ত এ-কথা অজানা নয় যে সাহিত্যের ভাল-মন্দর আলোচনা

ও দরিদ্র সাহিত্যিকের হাঁড়ি-চড়া-না চড়ার আলোচনা ঠিক এক বস্তু নয়। আমার বিশ্বাস তাঁহার অজ্ঞাতসারেই এত বড় কটূক্তি তাঁহার কাগজে ছাপা হইয়া গেছে। এবং এজন্য তিনি ব্যথাই অনুভব করিবেন। এবং হয়ত, তাঁহাব লেখকটিকে ডাকিয়া কানে কানে বলিয়া দিবেন, বাপু, মানুষেব দৈন্যকে খোঁটা দেওয়ার মধ্যে যে রুচি প্রকাশ পায় সেটা ভদ্র সমাজের নয় এবং ঘটি চুরির বিচারে পরিপক্কতা অর্জ্জন করিলেই সাহিত্যের "রসের" বিচাবে অধিকার জন্মায় না। এ দুটোব প্রভেদ আছে, কিন্তু সে তুমি বুঝিবে না।

———